দুর্ব্বৃত্ত-দমন।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

শ্রীবিনোদবিহারী শীল-সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী হইতে
শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
[১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।]

বাণীপ্রেস,
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩১৪।

মূল্য ৷৴০ আনা।
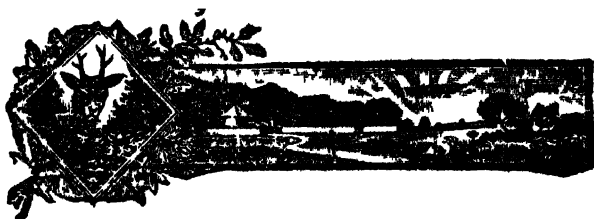
দুর্ব্বৃত্ত-দমন।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আসাম ষ্টীমারে।

সুশীল বাবু কলিকাতা পুলিসের একজন প্রধান ডিটেক্‌টিভ ইনস্পেক্টর। কার্য্যোপলক্ষে আসাম যাইতে বাধ্য হইয়া, তিনি গোয়ালন্দ উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার চির-স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে তিনি সকলকেই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যে সকল নর-নারী আসামের ষ্টীমারে উঠিতেছিল, তিনি সকলকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন।

একটী লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

এটী একটী স্ত্রীলোক। অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া জাহাজে উঠিতেছিল।

অবগুণ্ঠন সত্ত্বেও সুশীল বাবু বুঝিলেন যে, স্ত্রীলোকটী অল্প-বয়স্কা এবং সুন্দরী। এরূপ স্ত্রীলোক একাকিনী ষ্টীমারে উঠিতেছে

দেখিয়াই, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ; এরূপ স্ত্রীলোকের একাকী জাহাজে গমন আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, এই সুন্দরী যুবতী কোন কারণে কোথা হইতে পলাইতেছে। কেন পলাইতেছে, তাহা সহজে স্থির করা সম্ভব নহে। হয়তো কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া পুলিসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলাইতেছে, অথবা প্রণয়ের দায়ে গৃহত্যাগ করিয়া প্রণয়ীর সহিত মিলিত হইতেছে। যাহাই হউক, সুশীল বাবু ইহার উপর দৃষ্টি রাখিতে মনস্থ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আরও এক বিষয় লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন, একটা কুৎসিত দুর্ব্বৃত্ত মূর্ত্তির লোক এই রমণীর অনুসরণ করিতেছে। প্রথমে তিনি ভাবিলেন, হয়তো এই লোকটা একজন ডিটেক্‌টিভ। কিন্তু তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাহা নহে,—তাহার মুখ দেখিলেই তাহাকে একজন ভয়ানক দুর্বৃত্ত লোক ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না।

ইহাতে তাঁহার মনে হইল যে, হয়তো এক শয়তানী আর এক শয়তানের ভয়ে পলাইতেছে, অথবা এই বদমাইসের ভয়েই রমণী দেশত্যাগী হইয়াছে।

যাহা হউক, রমণী জাহাজে আসিয়া, স্ত্রীলোকদিগের কামরায় প্রবেশ করিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দিল ; সুশীল বাবু সেই কামরার নিকট একখানা বেঞ্চে আসন গ্রহণ করিলেন।

দেখিলেন, সেই লোকটাও সেই কামরার নিকট ঘুরিতে লাগিল ; এই সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সমস্ত দিন জাহাজ

চলিল, সমস্ত দিনের মধ্যে রমণী কামরা হইতে বহির্গত হইল না. সুশীল বাবু সেই লোকটাকেও আর দেখিতে পাইলেন না। জাহাজে অসংখ্য লোক, সে ভিড়ের ভিতর বোধ হয়, কোনখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

রাত্রে ব্রহ্মপুত্রের গভীর জলে জাহাজ নঙ্গর করিল। ক্রমে একে একে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নিশীথ রাত্রে আর কেহই জাগ্রত নাই, কেবল সুশীল বাবু নিদ্রিত হন নাই, তিনি রমণী সম্বন্ধে এতই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিদ্রা হয় নাই।

তিনি বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শায়িত ছিলেন, দেখিলে বোধ হয়, তিনি গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছেন কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে মিটিমিটি চাহিতেছিলেন।

এই সময়ে তিনি দেখিলেন, পূর্ব্বোক্ত লোকটা নিঃশব্দে স্ত্রীলোকের কামরার দ্বারে আসিল। নিঃশব্দে দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল, তৎপরে দ্বার খুলিয়া উঁকি মারিল। কামরার ভিতর আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোতে সুশীল বাবু সুস্পষ্ট দেখিলেন, কামরার মধ্যে কেহ নাই।

তিনি ইহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি সমস্ত দিন এই কামরার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন,—তিনি স্বচক্ষে রমণীকে কামরায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন,—তিনি তাহাকে আর বাহির হইতে দেখেন নাই।—তবে রমণী নিরুদ্দেশ হইল কিরূপে?

তিনি দেখিলেন, লোকটাও তাঁহাপেক্ষা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে,—সে বিরক্তভাবে অন্যদিকে চলিয়া গেল। সুশীল বাবুও নিঃশব্দে উঠিলেন,—নিঃশব্দে তাহার অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিলেন।

জাহাজের একস্থানে স্তূপাকারে মাল স্থাপিত ছিল,—লোকটাও সেইদিকে চলিল। সমস্ত জাহাজেই আলো ছিল,—সুশীল রায় দেখিলেন, একটী রমণী লুক্কাইতভাবে মালের মধ্যে বসিয়া, নদীর দিকে অন্যমনা হইয়া চাহিয়া আছে। এই সেই রমণী কি না, তিনি প্রথমে স্থির করিতে পারিলেন না,—কিন্তু অনুমান তাহাই করিলেন। লোকটাকে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে রমণীর দিকে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় স্বতই কাঁপিয়া উঠিল,—তিনি মনে মনে বুঝিলেন, নিশ্চয়ই লোকটা এই রমণীকে হত্যা করিতে যাইতেছে। যেরূপে হয়, তাহাকে তিনি রক্ষা করিবেন, মনে মনে তিনি এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

রমণী এত অন্যমনস্ক ছিল যে, তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইল না,—পাইবার উপায়ও ছিল না। লোকটা পা টিপিয়া টিপিয়া যাইতেছিল,—সহসা সে রমণীর পশ্চাতে আসিয়া এক হস্তে সজোরে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,—তাহার আর চীৎকার করিবার ক্ষমতা রহিল না,—অপর হস্তে সে তাহাকে তুলিয়া লইল। আর এক মুহূর্ত্ত,—এই নিশীথ রাত্রে গভীর ব্রহ্মপুত্রগর্ভে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহার মৃত্যু-কথা কেহই জানিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কঠিনে কঠিন।

পরমুহূর্ত্তেই সুশীল বাবু [illegible]ক্রমে তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেন। সে অব্যক্ত শব্দ করিয়া ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার দিকে ফিরিল,—তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে;—সে রমণীকে ছাড়িয়া দিয়া সুশীল বাবুকে আক্রমণ করিল।

তখন সেই নির্জ্জন সুপ্ত জাহাজের মধ্যে নীরব নিঃশব্দে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়ের কাহারই মুখে কথা নাই,—উভয়ে উভয়কে গভীর জলে নিক্ষিপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

অবশেষে সুশীল বাবুরই জয় হইল, তিনি সেই দুর্বৃত্তকে জাহাজ হইতে ব্রহ্মপুত্রের জলে নিক্ষেপ করিলেন।

তাহার কি হইল, তাঁহার দেখিবার সময় হইল না। একটা গুরুদ্রব্য জলে পতিত হইবার শব্দ পাইয়া, দুই একজন খালাসী সেইদিকে আসিল। সুশীল বাবু নিমেষ মধ্যে একস্থানে আসিয়া, শুইয়া পড়িয়া, নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলেন। তবে এইমাত্র জানিলেন যে, তাহারা উভয়ে যে সময়ে ভয়াবহ যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে রমণী অন্তর্হিতা হইয়াছে।

তিনি ইহাতে বুঝিলেন যে, খালাসীগণ জলে কাহাকেও দেখিতে পাইল না,—তাহারা আবার শয়ন করিতে গেল। এ সম্বন্ধে কোন কথা এখন প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া, তিনি তাঁহার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া শয়ন করিলেন।

ভাবিলেন, রমণী নিশ্চয়ই তাহার কামরায় আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়াছে,—নতুবা জাহাজের অন্যত্র কোথায়ও লুকাইয়া আছে; প্রাতে তাহার সন্ধান অনায়াসেই করিতে পারা যাইবে।

অতি প্রত্যূষে—তখনও অধিকাংশ লোকই নিদ্রিত রহিয়াছে, কেবল জাহাজ ছাড়িবার জন্য খালাসীগণ গোল করিতেছে,—জাহাজের কলেরও ঘোর রোল উঠিতেছে,—এই সময়ে তিনি দেখিলেন, রমণী কামরার দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিতেছে।

তখন তিনি তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি দেখিলেন, রমণীর বয়স ১৫।১৬র অধিক নহে,—তাহাকে বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—সে পরমাসুন্দরী না হইলেও সুন্দরী।

সে বালিকা শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে তিনি বলিলেন, "তোমার শত্রু মরিয়াছে।"

বালিকা চমকিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। চারি চক্ষে মিলিল,—সে সলজ্জভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। তবে সুশীল বাবু বুঝিলেন যে, সে কাল রাত্রের ঘটনা সকলই অবগত আছে,—তিনিই যে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন.—তাহাও বেশ বুঝিয়াছে, সুতরাং তাঁহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছুক—কেবল সঙ্কুচিতমাত্র।

সুশীল বাবু উঠিয়া তাহার কামরার দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন, তখনও বালিকা দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া দেয় নাই,—সুতরাং তিনি বুঝিলেন, বালিকা তাঁহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছুক।

তিনি বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই,—আমি আপনাকে রক্ষা করিব।"

বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আমার কোন সহায়তা করিতে পারিবেন না।"

"আপনি সে বিষয়ে ভুল বুঝিতেছেন, কালরাত্রে দেখিয়াছেন।"

"আপনি না রক্ষা করিলে, কালরাত্রে আমি রক্ষা পাইতাম না।"

"তাহাই বলিতেছি,—আমি আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিব,—আমাকে সকল কথা বলুন। আপনি একাকী এ অবস্থায় কোথায় যাইতেছেন।"

"আপনি অচেনা লোক, তবে আপনি ভদ্রলোক,—কাল রাত্রে আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন,—তাহাই সাহস করিয়া আপনার সহিত কথা কহিতেছি।"

"কোন ভয় নাই,—আমি পুলিসে চাকরি করি,—আমার কর্ত্তব্য কাজই বিপন্নকে রক্ষা করা। কেন লোকটা আপনাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, আপনি কি আমাকে বলিবেন?"

"হাঁ—কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা কহিলে লোকে কিছু বলিবে না?"

"কে কি বলিবে,—আপনাকে এ জাহাজে আর কে চিনে?"

"না—কেহই না,—যে চিনিত সে গিয়াছে।"

"তবে আমি আপনার আত্মীয় হইলাম,—কেহ কোন কথা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না। বিশেষতঃ, জাহাজের কর্ম্মচারীরা সকলেই আমাকে চিনে।"

"তবে এইখানে বসুন, আমি বলিতেছি।"

"একটু অপেক্ষা করুন, আমি জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিয়া আসিতেছি,—তাহা হইলে কেহ আমাদের এদিকে আসিয়া বিরক্ত করিবে না।"

এই বলিয়া সুশীল বাবু প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

তিনি ফিরিয়া আসিলেন ; তাঁহার সঙ্গে একজন খালাসী আসিল, তিনি তাহাকে বলিলেন, "এদিকে কাহাকেও আসিতে দিও না,— এইখানে পাহাবায় থাক।"

তিনি তখন সেই স্ত্রীলোকদিগের কামরার সম্মুখে বেঞ্চিখানা টানিয়া আনিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকার বিবরণ।

বালিকা বলিল, "আমার ছেলেবেলায় মার মৃত্যু হওয়ায় মাসী আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন।—বাবা, মার মৃত্যু হইলে, পশ্চিমে চলিয়া যান,—সেই পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে আর দেখি নাই,—তিনি মধ্যে মধ্যে মাসীকে টাকা পাঠাইয়া দিতেন। শুনিয়াছি, তিনি পশ্চিমে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

সুশীল বাবু বলিলেন, "করিয়াছেন! তবে কি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ?"

"সেই কথাই আপনাকে বলিতেছি। অনেক দিন আর তাঁহার কোন সংবাদ নাই,—পরম্পরায় আমরা শুনিয়াছিলাম, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে,—কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার পরিচিত গোবর্দ্ধন বাবু বলিয়া একটী লোক তাঁহার কাজকর্ম্ম দেখিত,— তিনি বলেন, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া বেলঘোরিয়ার এক বাগান বাড়ীতে বাস করিতেছেন।"

"তাঁহাকে কি দেশে কেহ চেনে না ?"

"তিনি ১২।১৪ বৎসর দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন,—বোধ হয় কেহ চেনে না।"

"তাহার পর ?"

"তাহার পর গোবর্দ্ধন বাবুর বাড়ীতে বিমলকুমার নামে একটী বালক থাকিত।"

"তাহার বয়স কত ?"

"১৬।১৭ বৎসর হইবে"

"সে কি করিয়াছে।"

"সে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল যে, "তোমার বাবা মারা গিয়াছেন। লাক টাকার উপর বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গোবর্দ্ধন, হারাণ বাবু বলিয়া একটী লোকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তোমাকে সে টাকা ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। হারাণই, তোমার বাপ অনন্ত বাবু সাজিয়া বেলঘোরিয়ায় বাস করিতেছে,—সকলে জানিত, তাহার এক মেয়ে আছে, তাহাই কোথা হইতে একটা মেয়ে আনিয়া, তাহাকেই নিজের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।"

"কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতেছে না ?"

"বাবাকে এদেশে কেহ চিনে না,—বিশেষতঃ, এখানে গোবর্দ্ধন বাবুই তাহার বন্ধু ছিলেন, তিনি যখন এ কাজ করিতেছেন, তখন আর কি করিব ?"

"তুমি কিছুই কর নাই ?"

"আমি স্ত্রীলোক, কি করিব ? আমি গোবর্দ্ধন বাবুকে গিয়া এ সকল কথা বলিয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। লাক্ষের মধ্যে একটা খুন হইল।"

"খুন হইল! সে কি?"

"তাহার পর বিমলকুমার নিরুদ্দেশ হইয়াছে।"

"তুমি মনে কর, ইহারা বিমলকুমারকে খুন করিয়াছে?"

"আমার ইহাই বিশ্বাস। সেই পর্য্যন্ত আমিও বুঝিয়াছি, তাহারা আমাকে খুন করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

"কিসে বুঝিলে?"

"সেই পর্য্যন্ত আমার পেছনে লোক লাগিয়াছে। প্রাণভয়েই আমি কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতেছি। তাহাতেও নিস্তার পাই নাই। আপনি নিজেই দেখিলেন, আপনি না থাকিলে ইহারা আমাকে জলে ফেলিয়া দিত।"

"হাঁ—এখন বুঝিতেছি। আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

"গৌহাটীতে আমার আর এক মাসী থাকেন। তাঁহার নিকট যাইতেছি। ভাবিয়াছিলাম, দূর আসামে থাকিলে তাহারা আমাকে খুন করিতে পারিবে না। আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি তাহাদের টাকা-কড়ি এক পয়সাও চাহি না।"

"আপনার নামটী কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

"আমার নাম ঊষা।"

"আমিও গৌহাটী যাইতেছি। আপনার আর কোন ভয় নাই।—আমি আপনাকে আপনার মাসীর বাড়ী পৌছাইয়া দিব। তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া এই দুর্ব্বৃত্তগণকে শাস্তি দিয়া যাহাতে আপনার সম্পত্তি আপনি পান তাহার বিহিত চেষ্টা পাইব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার এ ভার আমি লইলাম।"

প্রকৃত কথা বলিতে কি, সুশীল বাবু ঊষার মুখ দেখিয়া ভুলিয়া-

ছিলেন। তাহার মুখখানি সুশীলকুমার বাবুর হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

তিনি স্পন্দিত স্বরে বলিলেন, "আপনার—আপনার—বিবাহ—"

ঊষার মুখ রক্তিমাভ হইয়া গেল। সে মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"আমার মত অনাথিনীকে বিবাহ দিবে কে?"

সুশীল বাবু আর কোন কথা কহিলেন না। এই একদিন ঊষা সঙ্গে যে আহারাদি আনিয়াছিল, তাহাই আহার করিয়াছিল। একারণ সুশীল বাবু জাহাজ হইতে নানা ফল ও আহারাদি কিনিয়া তাহার নিকট আনিলেন। ঊষা সলজ্জভাবে বলিল, "আপনি—আপনি—এত কষ্ট করিতেছেন কেন?"

সুশীল বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "এ কষ্ট কি—এ ত আনন্দ।"

সুশীল বাবু ঊষাকে গৌহাটীতে তাহার মাসীর বাড়ী সাদরে ও যত্নে রাখিয়া, তাহার কাজ শেষ করিয়া, কলিকাতায় ফিরিলেন।

গোবর্দ্ধন ও হারাণকে শাস্তি দিয়া ঊষার সম্পত্তি ঊষাকে দিবেন,—সুশীল বাবু মনে মনে এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, মনে মনে আরও যে একটা ইচ্ছা করেন নাই, তাহা নহে।—এ পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই।"

গোবর্দ্ধন ও হারাণের বিরুদ্ধে ঊষার কথা ব্যতীত আর কোন প্রমাণ নাই। ঊষাও তাহার পিতাকে শৈশবে দেখিয়াছিল মাত্র, তাহার পিতার চেহারা তাহার মনে নাই।

তাঁহাকে এক গোবৰ্দ্ধন চিনে, গোবৰ্দ্ধন এই ষড়যন্ত্রের প্রধান অভিনেতা, সুতরাং হারাণ যে অনন্ত বাবু নহে, এ প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হইবে। পশ্চিমে তিনি নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কোথায় ছিলেন, কি করিয়া এত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল গোবৰ্দ্ধনই জানে ;—এই সকল সুবিধা আছে বলিয়াই, দুর্বৃত্তগণ এই ভয়ানক প্রতারণা জাল পাতিয়া উষার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেছে—বিমলকুমারকে হত্যা করিয়াছে।

ইহারা সহজ লোক নহে। ইহাদিগকে দমন করা সহজ হইবে না। তবে সুশীল বাবু নিজ ক্ষমতায় বিশেষ বিশ্বাসাপন্ন ছিলেন ; ভাবিলেন, দেখা যাক্, কতদূর ইহারা করিতে পারে।

তিনি এ সম্বন্ধে কি করিবেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, মনে মনে ইহা স্থির করিয়া, জাহাজে আসিতে আসিতে নানা চিন্তা করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত বৃদ্ধা।

একটা অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একদিন বেলঘরিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলে বোধ হয়, বৃদ্ধার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। সে লাঠী ধরিয়া ধরিয়া কম্পিতপদে পথ দিয়া চলিতেছিল। যে বাগান-বাড়ীতে হারাণ অনন্ত বাবু নাম লইয়া বাস করিতেছিল, তাহারই নিকটে একটা দরিদ্র পরিবার বাস করিত ; বৃদ্ধা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, বাড়ীর গিন্নির সহিত কথা-

বার্ত্তা আরম্ভ করিল। ক্রমে দিন কতকের জন্য তাহাদের বাড়ীতে বাস করিতে চাহিল। তাহার সঙ্গে অনেক টাকা ছিল, তাহার খরচ-পত্র সে সমস্ত দিবে বলায়, ও নিতান্ত কাকুতি মিনতি করায়, তাহারা বৃদ্ধাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইল।

কথায় কথায় সম্মুখের বাগানবাড়ী দেখাইয়া দিয়া বৃদ্ধা বলিল, "ও বাড়ীতে কে থাকে?"

"অনন্ত বাবু।"

"অনন্ত বাবু! অনন্ত বাবু না মারা গিয়াছে?"

"না না—কে বলিল? তিনি পশ্চিমে ছিলেন, অনেক টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছেন। কেবল একটী মেয়ে আছে।

বৃদ্ধা আর কোন কথা কহিল না। আহারাদি করিয়া বৈকালে বৃদ্ধা অনন্ত বাবুর বাগানে কোন সুযোগে প্রবেশ করিল। একটী বালিকা, ঠিক ঊষার সমবয়স্কা, বাগানে বেড়াইতেছিল, সে সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বালিকা ভীতা হইয়া বলিল, "তুমি কে?"

বৃদ্ধা সঙ্কিতকণ্ঠে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "বাছা, বুড়ী—বুড়ী—"

"এখানে কেন?"

"একজনকে খুঁজিতেছি।"

"কে সে?"

"আমি যাহাকে খুঁজিতেছি, শুনিলাম, তিনি এখানে থাকেন।"

"তাহার নাম কি?"

"ঊষা—ঊষা—অনন্ত বাবুর মেয়ে।"

বালিকার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইল। সে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে খুঁজিতেছ?"

"উষা—উষা—"

"তুমি তাহাকে কখনও দেখিয়াছ ?"

"দেখি নাই! আমি তাহার নাড়ী কাটিয়া মানুষ করিলাম, আমি তাহাকে দেখি নাই!"

"তুমি কে তার ?"

"দাই—দাই।"

"কে বলিল, সে এ বাড়ীতে থাকে ?"

"কলিকাতায় খবর পেয়ে এখানে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

"কতদিন তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই ?"

"বছর খানেক।"

"তাহার সঙ্গে তোমার কি দরকার ?"

"একটা বিশেষ কথা আছে।"

"আমাকে বলিতে পার।"

"তোমাকে! কেন ?"

"কেন ? এইজন্য যে, বুড়ী তুমি চক্ষে দেখিতে পাও না,—আমিই উষা।"

বৃদ্ধা চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বালিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছি—ছি! বুড়ো মানুষকে লইয়া তামাসা করা কি উচিত ?"

"তামাসা নয়, আমিই উষা। হয় তুমি চক্ষে দেখিতে পাও না, না হয়, উষাকে কোন কালে দেখ নাই।"

"হা আমার পোড়া কপাল! আমি তাকে কোলে ক'রে মানুষ করিলাম, আর আমি তাকে চিনি না,—বুড়ো মানুষের সঙ্গে এমন করা কি ভাল ?"

বালিকা একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "হাঁ—আমি তোমার সঙ্গে একটু মজা করিতেছিলাম। ক'দিন হইল, ঊষা কলিকাতায় গিয়াছে, তাহাকে বলিবার যদি কিছু থাকে, তবে আমাকে বলিতে পার, আমি এই বাড়ীতে তাহার সঙ্গে থাকি, সে ফিরিয়া আসিলেই তাহাকে বলিব।"

"কবে ফিরিবে ?"

"আজই।"

"তাহা হইলে আজ রাত্রে ৮।৯ টার সময় তাহাকে আমার সঙ্গে এইখানে লুকিয়ে দেখা করিতে বলিও।"

"বলিব।"

বলিয়া বালিকা সত্বরপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

"বোঝা গেছে বিদ্যে।"

এই বলিয়া বৃদ্ধারূপী সুশীল বাবু সত্বর বাগান পরিত্যাগ করিলেন।

অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে গোবর্দ্ধন ও হারাণ বসিয়াছিল। বালিকা তথায় উপস্থিত হইলে তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়া হারাণ বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি ? কি হইয়াছে ?"

দোষীর মন সর্ব্বদাই ভীত ও শঙ্কিত। বালিকা ভীতকণ্ঠে বলিল, "আমাদের শীঘ্রই বিপদ ঘটিবে।"

উভয়েই বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, "সে কি !"

এক বুড়ী বাগানের ভিতর আসিয়াছিল।"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল, "ইহাতে এত ভয়ের কারণটা কি ? আমি মনে করিতাম, তোর একটু সাহস আছে।"

"সে ঊষাকে চেনে।"

"কিঁ—কি ?"

"সে উষার দাই।"

উভয়েরই মুখ বিশুষ্ক হইল। গোবর্দ্ধন বলিল, "তুই তাহাকে কি বলিয়াছিস ?"

বালিকা যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বলিল। বালিকার প্রকৃত নাম শ্যামা।

দুই পাপী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। প্রথমে গোবর্দ্ধন কথা কহিল, বলিল, "কতক্ষণ হইল সে আসিয়াছিল ?"

"এইমাত্র।"

হারাণ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমার মেয়ের দাইকে আমার সমাদর করা উচিত।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তাহাকে আদর করিয়া গৃহে আনিয়া না রাখিলে, তোমার দফা রফা।"

উভয়ে সত্বর বাগানে আসিল। বাগান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা উভয়ে বাগানের বাহিরের পথে আসিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শঠে শঠে।

বাগানের কিছুদূরে একজন মোসাফের একটা সাঁকোর উপর বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল, "এখান দিয়া একজন বুড়ীকে যাইতে দেখিয়াছ?"

"না—কই?"

"কতক্ষণ এখানে বসিয়া আছ?"

"অনেকক্ষণ, জিরুচ্চি।"

"অনেকক্ষণ এখানে আছ, আর একজন বুড়ীকে দেখ নাই?"

"অত কথা জানি না। যাহা বলিলাম, তাহাই।"

"বেটা তো ভারি বদমাইস লোক।"

"মুখ সামলাইয়া কথা কও।"

"বেটা জানিস্, আমি কে?"

"জানি—ফতো লবাব।"

হারাণ ক্রোধে কম্পিত হইয়া, তাহার হস্তস্থ লাঠী দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। নিমিষ মধ্যে উঠিয়া সে অসুরবলে তাহার হাত মোচড়াইয়া লাঠীখানা কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। অপমানে ক্রোধে হারাণ উন্মত্তপ্রায় হইল। কিন্তু বুঝিল, সে একাকী তাহার সঙ্গে অাঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, আর গোবর্দ্ধন, তাহার শরীরে তিলার্দ্ধ বল নাই।

সে বলিল, "এস, লোক বাড়ী থেকে ডেকে এনে, এই বদমাইস বেটাকে শিক্ষা দিয়া দি,—এত বড় স্পর্দ্ধা?"

এই বলিয়া সে বাড়ীর দিকে ছুটিল। গোবর্দ্ধনও তাহার সঙ্গে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল। বাগানে প্রবেশ করিয়া হারাণ তিন চারিজন চাকরকে লাঠি লইয়া শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে বলিল। তাহারা সকলে বড় বড় লাঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল।

তাহারা পথে আসিয়া সেই মোসাফেরকে আর দেখিতে পাইল না। তাহাকে ধরিবার জন্য দ্রুতপদে ছুটিল; হারাণ বলিল, "এই সে এখানে ছিল, বেশী দূর যাইতে পারিবে না।"

তাহারা কিয়দ্দূর আসিয়া, একটী ভদ্রলোককে দেখিতে পাইল। হারাণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "একজন মোসাফেরকে এইখান দিয়া যাইতে দেখিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন, "না মহাশয়।"

তাহারা সকলে সদর রাস্তার দিকে ছুটিল, কিন্তু কোথাও আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

তাহারা চলিয়া গেলে ভদ্রলেকাটী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ধান দিয়ে নহে, পয়সা খরচ ক'রে অনেক কষ্টে এ বিদ্যে শেখা হয়েছে! সুশীলচন্দ্রের ছদ্মবেশ ভেদ ক'রে তাকে চেনে এমন লোক দুনিয়ায় নেই। বাবা, এ রকম বেশ চখের পলকে পরিবর্ত্তন কর্ত্তে আর কেউ পার্ব্বে না।"

সুশীল বাবু মনে মনে বড়ই প্রীত হইলেন। বলিলেন, "বেটাদের আদালতে নিয়ে গিয়ে কোন ফল নাই,—কেবল উষার নাম লইয়া চারিদিকে টি টি পড়িয়া যাইবে,—হাজার দিন তাহাকে আদালতে যাইতে হইবে,—না, সে কাজে দরকার নাই,—একটু জব্দ করিলেই বেটারা নিজেরাই নিরুদ্দেশ হইবে।"

তিনি কিছুদূর আসিয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বাগান হইতে বৃদ্ধা বহির্গতা হইয়া ধীরে ধীরে গৃহস্থ-বাটীতে প্রবেশ করিল।

এদিকে হারাণ ও গোবর্দ্ধন বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। হারাণ বলিল, "আমার বোধ হয়, এই মোসাফেরটাও বুড়ীর লোক।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "হইতে পারে,—যাহাই হউক, বোঝা যাইতেছে, আমাদের পেছনে লোক লাগিয়াছে। কে লাগাইল? এ কথা কেবল সেই ছুঁড়ী ব্যতীত আর কেহ জানে না, তাকে সরাতে পারিলেই সব গোল মিটিয়া যায়।"

"সে লোকটার তো কোন সন্ধান নাই।"

"সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে,—নিশ্চয়ই কাজ উদ্ধার করিতে পারিবে।"

"যখন সে ছাড়া আর কেহ জানে না,—তখন সেই লোক লাগাইয়াছে।"

"যাহা হউক, সাবধান থাকা উচিত, আর——"

"আর কি?"

"বুড়ী নিশ্চয়ই রাত্রে বাগানে আসিবে। একবার তাহাকে হাতে পাইলে কে তাহাকে লাগাইয়াছে, তাহা তাহার নিকট হইতে জানিয়া লওয়া কঠিন হইবে না; লোক জানিতে পারিলে তখন ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না।"

"তুমি মনে কর বুড়ী আসিবে?"

"খুব সম্ভব,—নিশ্চয়ই কোন মৎলব আছে! উষা যে এখানে নাই, সে তা বিলক্ষণ জানে।"

উভয়ে এইরূপ গোপনে বহুক্ষণ পরামর্শ করিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। এইমাত্র বুঝিল, তাহারা আর নিরাপদ নহে, তাহাদের কার্য্যকলাপ কোন না কোন লোক জানিতে পারিয়াছে; সেই চর লাগাইয়া তাহাদের আরও সন্ধান লইতেছে, এটা স্থির; কিন্তু কে সে লোক, তাহা তাহারা জানে না; কে শত্রু, না জানিতে পারিলে, কোনই কিছু করা যায় না। এ অবস্থায় গোবর্দ্ধন ও হাবাণের যে কিরূপ মনের অবস্থা হইল, তাহা বলা যায় না। তাহারা উভয়ে ব্যাকুলভাবে রাত্রির প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপদে পরামর্শ।

রাত্রি ৮টার সময় শ্যামাকে হাবাণ ও গোবর্দ্ধন অন্ধকারে বাগানে পাঠাইয়া দিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, বৃদ্ধা নিশ্চিতই আসিবে, কিন্তু তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না।

তাহারাও নিকটে লুকাইত ছিল, বৃদ্ধা আসিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া তাহার নিকট সকল কথা জানিয়া লইবে, প্রয়োজন হইলে তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে, অথবা প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করিবে। বাগানে গর্ত্ত খুঁড়িবার অনেক স্থান আছে, বাড়ীতে চুনও স্তুপাকারে রহিয়াছে!

তাহারা প্রায় সমস্ত রাত্রি বাগানে পাহারায় রহিল, কিন্তু বৃদ্ধা আসিল না। বৃদ্ধারূপী সুশীল বাবু নিকটস্থ বৃক্ষের উচ্চডালে অন্ধকারে লুকাইত থাকিয়া, তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়া কষ্টে

হাস্যসম্বরণ করিতেছিলেন। তাহারা হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলে, সুশীল বাবু নীরবে বৃক্ষ হইতে নামিয়া প্রস্থান করিলেন।

সে রাত্রে হারাণ ও গোবর্দ্ধন এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রিত হইতে পারিল না। পরদিবস প্রাতে উভয়ে নীরবে বসিয়াছিল। প্রথমে গোবর্দ্ধন কথা কহিল, বলিল, "দেখিতেছি, মেয়েটার এক জন সহায় জুটিয়াছে, সে আমাদের হইতেও চালাক।"

অপরে বলিল, "তাহাই তো বোধ হইতেছে।"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা যে লোক তাহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সম্বাদ এইমাত্র পাইলাম।"

"কে দিল?"

"একজন লোককে তাহার সন্ধানে পাঠাইয়াছিলাম, সে ভোর সময়ে আসিয়া পৌছিয়াছে।"

"সে কি বলে?"

মেয়েটা এখান হইতে রেলে গোয়ালন্দে গিয়া জাহাজে আসামে যাইতেছিল, আমার লোকও তাহার সঙ্গে জাহাজে উঠে, তাহার পর তাহার আর কোন সন্ধান নাই।"

"তবে কি সে খুন হইয়াছে?"

"খুব সম্ভব। মেয়েটা নিজে কখনও তাহাকে সরাইতে পারে না, তাহার কে সহায় জুটিয়াছে, তাহারই এ কাজ। নতুবা আমি যে লোককে পাঠাইয়া ছিলাম, সে তেমন লোক নহে,—সে খুন না হইলে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আমার কাছে আসিত।"

"মেয়েটা কোথায় আছে?"

"গৌহাটীতে আছে।"

"তাহাকে সরান প্রথম দরকার।"

"হাঁ,—সে থাকিতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

"তাহার উপায় কি?"

"তাহাকে আনিবার জন্য দুইজন পাকা লোক লাগাইয়াছি।"

"তাহারা অত দূর হইতে তাহাদের আনিতে পারিবে?"

"আমি তো আশা করি, শীঘ্রই খবর পাইব।"

"এখন কি করিতে চাও?"

"প্রথম এই বজ্জাত বুড়ীকে সরাইতে হইবে।"

"তাহাকে তো কাল ধরিতে পারিলাম না।"

"সে এখানেই কোনখানে আছে, কাল সন্ধান লইব।"

উভয়ে বহুক্ষণ এইরূপ ও নানারূপ পরামর্শ করিল। মনে মনে অনেক ভাঙ্গিল গড়িল,—কে তাহাদের শত্রু না জানিতে পারিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধা আবার লুকাইয়া বাগানে প্রবেশ করিল। তাহার সহিত দেখা হইবে আশায়, শ্যামা পূর্ব্ব হইতেই তথায় উপস্থিত ছিল।

সুশীল বাবু এই দুই দুর্ব্বৃত্তের সমস্ত দুর্ব্বৃত্ততা অবগত হইবার জন্য তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করাই স্থির করিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন।

শ্যামা বৃদ্ধাকে দেখিয়া চারিদিকে ভীতভাবে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এসেছ?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ,—উষা এসেছে।"

শ্যামা আবার চারিদিকে সেইরূপ ভাবে চাহিয়া বলিল, "কেহ এখানে নাই। তাহাই তোমায় বলিতেছি,—উষাকে ইহারা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

"কেন ?"

"সে অনেক কথা,—আগে তাহাকে এ বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাই, তাহার পর সব বলিব। এখন বাড়ীতে কেহ নাই—এই সুবিধা।"

"কি করিতে আমায় বল ?"

"তুমি আমার সঙ্গে এস,—না, একটু অন্ধকার হউক, আমি খিড়্‌কি দরজা দিয়া তোমায় বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইব।"

"আমি বুড়ো মানুষ—আমি কি করিব ?"

"তা হ'ক,—আমার সঙ্গে একজন কেউ থাক্‌লেই আমি তাকে বাহির করিয়া লইতে পারিব, সে আমার সই,— তার কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না।"

তাহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইবার জন্য ইহারা যে বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া সুশীল বাবু মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "উষার যাহাতে উপকার হয়, তাহা করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। আমি রাত্রি নটা দশটার সময় আসিব,—একটু বেশী রাত্রি না হইলে কাজের সুবিধা হইবে না।"

"হাঁ হাঁ—ঠিক বলিয়াছ,—তা হইলে নিশ্চয় আসিবে ?"

"নিশ্চয় আসিব।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা ফিরিয়া গৃহস্থ বাটী আসিল। একটু পরেই গোবর্দ্ধন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গোবর্দ্ধনের পরাজয়।

গোবর্দ্ধন সেইদিন হইতে বৃদ্ধার সন্ধানে ছিল। অবশেষে জানিল যে, সে এক গৃহস্থ-বাড়ী বাস করিতেছে। সে সহজে ভীত হইবার লোক ছিল না,—বৃদ্ধার সহিত স্পষ্টভাবে দেখা করিয়া তাহার মৎলব ও উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

বৃদ্ধার সহিত দেখা করিতে চাহিলে, গৃহস্থ তাহাকে সসম্মানে বসাইয়া, তাহাকে ডাকিয়া দিল। বৃদ্ধা কম্পিতপদে লাঠি ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বসিল,—মিটি মিটি তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। গোবর্দ্ধন বলিল, "তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম।"

বৃদ্ধা ফোগ্‌লা স্বরে বলিল, "তা—তা—আমি—তোমায় চিনি না।"

"হাঁ—সে কথা ঠিক,—আমাদের আগে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।"

"তবে—তবে—কি দরকার?"

"শুনিলাম, তুমি এখানে একটু জমি কিনিয়া বাস করিবে,—তাই জমি খুঁজিতেছ,—আমি একটু জমি বেচিতে পারি।"

"না—না—তা—নয়।"

"তবে এখানে কি জন্য আসিয়াছ?"

"কাজ আছে!"

"কি কাজ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

"কি—কি কাজ—কি কাজ ?"

"হাঁ—তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

"একটা বদমাইসকে ধরিতে আসিয়াছি।"

গোবর্দ্ধনের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তবে ঠিক কথা,—বৃদ্ধা তাহাদেরই সন্ধানে আসিয়াছে। সে কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিল না,—তৎপরে বলিল,—"সে—সে কে ?"

"আমি নিজেই তাহাকে চিনি না।"

"তুমি তাহাকে চিন না! কি রকম? তবে কিরূপে তাঁহাকে ধরাইয়া দিবে ?"

"শীঘ্রই চিনিয়া লইব। সেই জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

গোবর্দ্ধন এ কথার উত্তরে কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না।—পরে ধীরে ধীরে বলিল,—"সে কি করিয়াছে ?"

বৃদ্ধা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তোমাকে সে কথা বলা উচিত কি না জানি না।"

"এ বিষয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারি ?"

"যথার্থ সাহায্য করিবে ?"

"কেন করিব না,—পরের উপকার করাই আমার জীবনের প্রধান কাজ।"

"ভাল,—ভাল—লোকটা ভয়ানক বদমাইস।"

"বদমাইসকে দমন করাইতো আমার কাজ।"

"ভাল—ভাল—বড় ভাল লোক।"

"সে কি করিয়াছে ?"

"আমার—আমার—"

"বল, কোন ভয় নাই, আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পার।"

"আমার—আমার—"

"বল—কোন ভয় নাই—"

"আমার একটা সখের বিড়াল ছিল,—আহা—আহা——"

গোবর্দ্ধন তাহার কথার কোন ভাবার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া নীরব রহিল।

"সেই বিড়ালটা——"

গোবর্দ্ধন বলিয়া উঠিল, "তুমি কি বলিতেছ ?"

"এই বলিতেছি—সেই বিড়ালটা,—সেই বদমাইস চুরি করিয়া আনিয়াছে। সে এখানে আছে—"

গোবর্দ্ধন এতক্ষণে বুঝিল যে, বৃদ্ধার সম্পূর্ণ বায়ুরোগে ধরিয়াছে। সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "অন্য সময় তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।"

এই বলিয়া সে সত্বর তথা হইতে পলাইল। বৃদ্ধারূপী সুশীল বাবু তখন মনে মনে মহা হাসি হাসিতে লাগিলেন। সুবিধা থাকিলে তিনি মন খুলিয়া উচ্চ হাসি হাসিতেন, কিন্তু সে উপায় নাই।

গোবর্দ্ধন ফিরিলে হারাণ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ?"

গোবর্দ্ধন বিরক্তভাবে বলিল, "হাঁ—হাঁ—দেখা হইয়াছে।"

"কি জানিতে পারিলে ?"

"আমার মাথা।"

"কেন—কি হইয়াছে ?"

গোবর্দ্ধন বৃদ্ধার সহিত যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া হারাণ বলিল, "তুমি কি মনে করিতেছ ?"

"এই বুড়ী যে আমাদের সন্ধানে আছে, তাহাতো আগেই জানিতে পারিয়াছি, অথচ ভাণ করে, যেন কিছুই জানে না—"

"তাহা হইলে অন্য কোন লোকে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে ?"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর সে লোক যে সহজ নহে, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে।"

"যাহা হউক, সে রাত্রে এ বাড়ীতে আসিতেছে।"

"শ্যামা সব ঠিক করিয়াছে ?"

"হাঁ—এখন আসিলে হয় ?"

"একবার আসিলে তাহাকে আর বাহির হইয়া যাইতে হইবে না। বাগানের ভিতরের গর্ত্তটা ঠিক আছে ?"

"সব ঠিক—সব ঠিক,—কোন ভয় নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শত্রুপুরী মধ্যে।

সুশীল বাবু গোবর্দ্ধন ও হারাণের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহাতে তাঁহার সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে,—এমন কি, জীবনের আশঙ্কা পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তিনি একবার এই বদমাইসদিগের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, ইহাদের গুপ্ত রহস্য সকল অবগত হইতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাদের তিনি পরাভূত করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল, তাই তিনি এ সাহস করিলেন, অন্য হইলে এরূপ কার্য্য করিতে যাওয়া মূর্খতা ব্যতীত আর

কিছুই হইত না। তবে তিনি আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশেষ প্রস্তুত হইয়া চলিলেন। এ বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

যথাসময়ে খিড়কী দরজায় আসিলে শ্যামা ব্যগ্রভাবে বলিল, "এসেছ?" সে বহুক্ষণ হইতে তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। হারাণ ও গোবর্দ্ধন বাটীর ভিতর প্রস্তুত হইয়া ব্যগ্রভাবে বৃদ্ধার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ—আসিয়াছি।"

"শীঘ্র সঙ্গে এস।"

"কোন ভয় নাই তো?"

"না—আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি। এখন সকলে ঘুমাইয়াছে।"

"দেখো, যেন বিপদে না পড়ি।"

"কোন ভয় নাই। তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে কে কি বলিবে? তুমি সঙ্গে আসিলেই আমি উষাকে খালাস করিয়া দিতে পারি।"

"তবে চল।"

শ্যামা অগ্রে অগ্রে চলিল। বৃদ্ধা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতর তাহাকে আনিয়া শ্যামা বলিল, "খুব পা টিপিয়া টিপিয়া এস, কি জানি, যদি কেউ জেগে থাকে। সাবধানের মার নাই।"

"চল—কোন্ ঘরে আছে?"

"এই যে, এই দিকে এস।"

শ্যামা সুশীল বাবুকে একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে আনিয়া বলিল, "এখানে একটু দাঁড়াও,—আমি খবর লইয়া আসিতেছি।"

সুশীল বাবু নিমেষ মধ্যে গৃহের চারিদিক দেখিয়া লইলেন। গৃহের একপার্শ্বে একটী প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। তাহারই অস্পষ্ট আলোকে সুশীল বাবু বুঝিলেন যে, এটী একটী কারাগৃহ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি পূর্ব্ব হইতে ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শ্যামা সত্বরপদে গৃহ হইতে বাহির হইল। বলিল, "ভয় নাই—পরে সব বলিব।"

এই বলিয়া সে বাহির হইয়াই দরজা বন্ধ করিল,—সুশীল বাবু শব্দে বুঝিলেন, সে বাহির হইতে দরজা আটকাইয়া দিল।

তিনি পরমুহূর্ত্তে আর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নন্। বস্ত্র মধ্য হইতে একটা যন্ত্র বাহির করিয়া নিমিষ মধ্যে নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অন্ধকারে লুকাইয়া লুকাইয়া চলিলেন। আর কোন ঘরেই কোন আলো ছিল না। তাঁহার ইহাতে সুবিধাই হইল। দুর্বৃত্তগণ, বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়াছে, দেখাইবার জন্য, সমস্ত আলো নিভাইয়া দিয়াছিল।

পার্শ্বের একটী গৃহ মধ্যে বসিয়া হারাণ ও গোবর্দ্ধন মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছিল, গলার স্বর শুনিয়া সুশীল বাবু অন্ধকারে সেই গৃহের জানালার নিকট লুক্কাইত হইলেন।

গোবর্দ্ধন বলিল, "ইহাকে সরাইবার আগে ইহার কাছ থেকে সব শুনিয়া লইতে হইবে, নতুবা কিছুই করিতে পারিব না।"

হারাণ বলিল, "কোন ভয় নাই,—বাবা বলে সব বল্‌বে।"

এই সময়ে শ্যামা সেই ঘরে আসিয়া বলিল, "তাকে সেই ঘরে আট্‌কে রেখে এসেছি।"

উভয়ে লম্ফ দিয়া উঠিল। শ্যামা বলিল, "দেখ, আমার

কাছে স্বীকার করেছ, তার কাছে সব জেনে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে।"

হারাণ বিরক্তভাবে বলিল, "হাঁরে হাঁ, একটী বুড়ী নিয়ে আমরা কি করবো।

গোবর্দ্ধন বলিল, "যাও, কোন ভয় নাই, নিজের ঘরে গিয়ে শোও। আমাদের কথা শেষ হ'লে আমরাই বুড়ীকে বার করে দেব।"

অগত্যা শ্যামা নিজ ঘরে শয়ন করিতে গেল। তখন দুই দুর্ব্বৃত্ত বৃদ্ধা যে গৃহ রুদ্ধ ছিল, সেই ঘরের দ্বারে আসিয়া দ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া, উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কি! সে কই?"

তাহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিল—কোন দিকেই কেহ নাই। তখন হারাণ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিল, "শ্যামা এই বদমাইসি খেলেছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তাহাতে তাহার স্বার্থ কি,—আমরা স্বচক্ষে দেখিছি, শ্যামা তাকে বাড়ীর ভিতর এনেছে।"

"তবে গেল কোথা?"

"দেখিতেছ না,—দরজার বাট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, এ বুড়ী সহজ নয়। এখনও বাড়ী হ'তে নিশ্চয়ই যেতে পারিনি, এখনও ধরা যাবে।"

"চল, সব দিক দেখি।"

"প্রথমে সে আছে কি না, দেখা যা'ক। হয়তো তাকে বার ক'রে নিয়ে গেছে!"

"বল কি?"

"কিছুই আশ্চর্য্য নয়।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বিমলের মুক্তি।

তাহারা উভয়ে একটা ঘরের দরজা খুলিল। সেই গৃহ মধ্যে এক কোণে হস্তপদবদ্ধ একটী যুবক পড়িয়া আছে। তাহার দেহও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া হারাণ বলিয়া উঠিল, "না—আছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "থাক্,—শীঘ্র এস।"

তাহারা আবার সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া বৃদ্ধার অনুসন্ধানে চলিল। তাহারা যাহার অনুসন্ধান করিতেছিল, সে যে অন্ধকারে নিঃশব্দে তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল, তাহা তাহারা বিন্দুমাত্র জানিতে পারিল না।

হারাণ বলিল, "গোবর্দ্ধন, যে রকম দেখিতেছি,—তাহাতে আমাদের এ কাজ ত্যাগ করাই উচিত।"

"আর ইচ্ছা ক'রে এত টাকাটা হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিব, এমন গাধা আমি নই। তাকে সরাবার আমি বন্দোবস্ত করেছি, কোন ভয় নাই,—সে গেলে আমাদের আর কেহ বিরক্ত করিবে না।"

"এখন এই বুড়ী আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় গেল? শ্যামার উপর আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

"আমাদের শত্রুতা ক'রে শ্যামার কোন লাভ নাই।"

"টাকা—টাকা! টাকার লোভে মানুষ সব কর্ত্তে পারে।"

"তবে বদমাইসি করিলে তাকে সরাতে কতক্ষণ? বরং ছোঁড়াটা কোন গতিকে পালালে আমাদের বিপদ আছে।"

"তবে তাকে রেখে এ বিপদ ঘটিয়ে কাজ কি ?"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বাড়ীর সমস্ত ঘর দেখিল, কোথায়ও বুড়ীকে পাইল না। তখন বাগান দেখিতে বাড়ী হইতে বহির্গত হইল।

তাহারা বাড়ী হইতে বহির্গত হইবামাত্র সুশীল বাবু সত্বর যে গৃহে যুবক রুদ্ধ ছিল, সেই গৃহের দ্বারে আসিলেন। তিনি উষার নিকট বিমলকুমারের কথা শুনিয়াছিলেন। যুবককে রুদ্ধ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ইহারা ইহাকে এখনও হত্যা করে নাই, কেবল আটক করিয়া রাখিয়াছে। তাহাই সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে ভাবিয়া, উষা মনে করিয়াছিল যে, হত হইয়াছে। এই যুবককে এই রাত্রেই উদ্ধার করিবার জন্য সুশীল বাবু মনে মনে স্থির করিয়া তিনি সত্বর তাহার গৃহের দ্বারে আসিয়া তাঁহার সেই যন্ত্র দ্বারা দরজা খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার পদশব্দে চমকিত হইয়া বিমলকুমার ভীতস্বরে বলিলেন, "আমাকে আর কষ্ট দাও কেন ? না হয় মেরে ফেল।"

সুশীল বাবু তাহার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "চুপ,—আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, আস্তে আস্তে সঙ্গে এস।"

যুবক বলিল, "আমার হাত পা বাঁধা,—নড়িতে পারি না।"

বস্ত্র মধ্য হইতে ছুরি বাহির করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সুশীল বাবু তাহার হস্ত ও পদস্থ দড়ি কাটিয়া দিলেন। বলিলেন, "চলিতে পারিবে ?"

"পারিব ?"

"তবে শীঘ্র এস ?"

"আপনি কে ?"

"পরে জানিতে পারিবে।"

তিনি বিমলকুমারের হস্ত ধরিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শব্দে বুঝিলেন, হারাণ ও গোবর্দ্ধন বাগান সন্ধান করিয়া আবার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে; তাহারা একটা অন্ধকার ঘরে লুক্কাইত হইলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি যুবককে লইয়া নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাগানে আসিলেন। তৎপরে রাজপথে আসিয়া সাঁকোর নিম্নে বিমলকে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন, ও কহিলেন, "দেখ যতক্ষণে আমি না ফিরি, ততক্ষণ কোন মতে এখান হইতে বাহির হইও না।"

বিমল ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কোথায় যাইতেছেন ?"

"এই বাড়ীতে আরও কিছু জানিবার আছে। ভয় নাই,—এখনই আসিব, কিছুতেই বাহির হইও না।"

এই বলিয়া সুশীল বাবু সত্বরপদে আবার সেই বাড়ীর দিকে চলিলেন। আরও যদি কিছু জানিতে পারেন, এই ইচ্ছা। তিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন ও যখন বিমলকে হাতে পাইয়াছেন, তখন ইহাদের জেলে দিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। তবুও একেবারে সকল বিষয় পাকা করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু তিনি বাগানের দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, দুইটী লোক বাগানে প্রবেশ করিতেছে। ইহারা এত রাত্রে কে, জানিবার জন্য তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তাহারা উভয়ে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিল, তিনি বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া তাহাদের কথা শুনিতে শুনিতে চলিলেন। যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাহার

প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে যাহা স্থির করিয়া ছিলেন, তাহার সমস্তই উলটাইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

উষার কথা।

একজন বলিতেছে, "গঙ্গারাম, এত রাত্রে কি দেখা হবে?"

"হবে না?—যে খবর দিতে যাচ্চি, তাতে কোলে ক'রে নিয়ে আমাদের নাচ্‌বে।"

"কিন্তু ভায়া, টাকাটা আগে হাত করা চাই। এ সব লোককে বিশ্বাস নেই।"

"তা ব'লে নগদ পাঁচ হাজার টাকা হাতে দিলে তবে তাকে কোথায় রেখেছি বলবো।"

"ও যে বলে যে, মেয়েটার ও কাকা, ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।"

"যে হ'ক না,—তাতে, আমাদের কি? আসাম থেকে একটা এত বড় মেয়ে চুরি ক'রে আনা যার তার কাজ নয়! গঙ্গারাম ব'লেই পেরেছে।"

"মানোয়ারি নৌকাখানা না পেলে আনা দায় হতো।

"জোগাড়—জোগাড়,—সবই জোগাড়ে হয়।"

এই বলিয়া তাহারা দরজায় আসিয়া ঘা মারিতে লাগিল। সুশীল বাবু দেখিলেন যে হারাণ দরজা খুলিয়া তাহাদের ভিতরে ডাকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সুশীল বাবু যে কথা শুনিলেন, তাহাতে তাহার প্রাণ বসিয়া গেল। তবে সত্য সত্যই এই দুর্ব্বৃত্তগণ ঊষাকে চুরি করিয়া আনিয়াছে। কোথায় তিনি ভাবিতেছিলেন যে, পুলিসে সম্বাদ দিয়া, ইহাদের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া, ঊষার পিতৃ-সম্পত্তি তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন, না—এখন তাহাকে রক্ষা করা, উদ্ধার করা তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল। তাহাকে ইহারা পাইলেই নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিবে। যাহাতে সে এই রাক্ষসদ্বয়ের হাতে না পড়ে, তাঁহাকে যেমন করিয়া হয়, তাহা করিতে হইবে।

কি করিবেন, তিনি প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। চিন্তিতভাবে অনেকক্ষণ এক স্থানে বসিয়া রহিলেন। পরে তিনি সাঁকোর নিম্নে আসিয়া বিমলকে ডাকিয়া লইলেন। প্রথমেই তাহাকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখা কর্ত্তব্য।

তিনি সেই রাত্রে তাহাকে সঙ্গে করিয়া থানায় আনিলেন। তথা হইতে একজন পাহারাওয়ালা লইয়া তাহাকে তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, আবার হারাণ ও গোবর্দ্ধনের বাড়ীর দিকে আসিলেন।

ঊষাকে জাহাজে দেখা পর্য্যন্তই সুশীল বাবুর হৃদয়ে তাহার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি এই দুর্বৃত্তদিগের সকল কার্য্যই একরূপ এক্ষণে জানিতে পারিয়া ছিলেন,—কোথায় তাহাদের ধরিয়া চালান দিবেন, না শুনিলেন যে, ঊষাই অপহৃত হইয়াছে। এক্ষণে যেরূপে হউক, তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

যদি কোনরূপে তাহাদের কথাবার্ত্তায় ইহারা তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে জানিতে পারেন, এই আশায় তিনি সাবধানে নিঃশব্দে হারাণ ও গোবর্দ্ধনের বাড়ীর নিকট আসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামার লাঞ্ছনা।

যে ঘবে হারাণ ও গোবর্দ্ধন বসিত, তিনি পূর্ব্বেই সে ঘর জানিয়া ছিলেন। এক্ষণে অতি সাবধানে অন্ধকাবে লুকাইয়া সেই গৃহেব জানালার নিকট আসিযা দাঁড়াইলেন।

গৃহ মধ্যে তখনও তাহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। প্রথমে তিনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না, অবশেষে খুব মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, গোবৰ্দ্ধন গঙ্গাবাম ও তাহার সঙ্গির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে; টাকা কড়ি লইয়া একটু ঝগড়া হইতেছে।

গঙ্গাবাম বলিল, "আমাদেব এ কাজের জন্ত তোমরা মোটে ৫০০৲ টাকা দিবে বলিয়াছিলে, তাহা ত হইতেছে না। আমরা শুনিয়াছি, এ ব্যাপারে দু তিন লাক টাকা আছে।"

গোবৰ্দ্ধন রাগত স্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা।"

"না—মিথ্যা কথা নয়, আমরা শুনিয়াছি সত্য, ৫০০৲ টাকায় হইতেছে না।"

"এখন তাকে কোথায় রেখেছিস্ বল,—তার পর টাকার কথা হ'বে।"

"আগে টাকার কথা হ'ক,—না হলে মেয়েটাকে পাইতেছ না।"

গোবৰ্দ্ধন রাগত স্ববে বলিলেন, "কত চাহিস?"

"দশ হাজার টাকা।"

"দশ হাজার টাকা! তোরা কি আমাকে গাধা ঠাওরাইয়া-

ছিস,—জানিস্, মেয়ে চুরি করার জন্য তোদের আমি দ্বীপান্তর পাঠাইতে পারি।"

গঙ্গারামের সঙ্গী বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌লি গঙ্গারাম,—আমি যা বলেছিলাম, তাই ঠিক হলো।"

গঙ্গারাম বলিল, "হাঁ,—তাই দেখিতেছি। উনি আমাদের এ কাজে লাগিয়ে ছিলেন, তার প্রমাণ আমরা দিতে পার্ব্বো।"

গোবর্দ্ধন কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "দশ হাজার নয়,—কিছু কম দিব।"

"দশ হাজারের এক পয়সা কম নয়।"

"কি মুস্কিল,—দশ হাজার কি মুখের কথা!"

"সে সব আমরা জানি না। দশ হাজার নগদ দাও,—মেয়ে পাবে—না হয়, এই পর্য্যন্ত।"

"এতে তোদের লাভ? মেয়েটার কাছে টাকা নাই,—সে টাকা দিতে পার্ব্বে না।"

"তোমরা যেমন দিতে চাহিতেছ, তেমনি আরও লোক আছে?"

"আরও লোক আছে! কে সে?"

"সে কথা তোমার শুনে কাজ কি?" গোবর্দ্ধনের ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কিন্তু বদমাইশে বদমাইশে সংঘর্ষণ হইয়াছে। সে বুঝিল, কৌশলে ইহাদের দ্বারা কাজ লইতে হইবে,—রাগ প্রকাশ করিলে কোন কাজ হইবে না।

সে বলিল, "আচ্ছা, তোদের দশ হাজার টাকা দিতেই রাজি আছি, কিন্তু আর একটা কাজ করিতে হইবে। দশ হাজার টাকা পেলে তোরা বড় লোক হতে পার্ব্বি।"

"কি কাজ শুনি ?"

"সেই কাজ না কর্ত্তে পাল্লে, মেয়েটাকে পেয়ে আমাদের কোনই লাভ নাই।"

"বল, কি কাজ ?"

"এখানে একটা বুড়ী এসেছে,—তাকে কেহ আমাদের কাজের সন্ধান নিতে লাগিয়েছে,—সে থাকৃতে আমাদেব টাকা পাবার সম্ভব নাই,—কাজেই তোদেরও দিতে পারিব না।"

"কি কর্ত্তে হবে বল ?"

"তাকে ভুলিয়ে কোন গতিকে এই বাগানেব ভিতর পুকুর পাড়ে এনে ডুবাইতে হইবে। তবে প্রথমে তাকে কে আমাদের সন্ধানে লাগাইয়াছে, জানিয়া লইতে হইবে। এ কাজ পারিবি ?"

"পারিব না কেন ? কোন্ কাজ না পাবি ?"

"এই কাজ করিতে পার—দশ হাজার টাকাই দিব। এখন আগাম হাজার টাকা দিতেছি। কাজ শেষ হইলে, মেয়েটাকে এনে দিলেই, বাকি, ন হাজার টাকা দিব।"

"আর এটা না হলে ?"

"এটা না হলে মেয়েটাকে পেয়ে আমাদের কোন লাভ নাই।"

"আচ্ছা, রাজি হইলাম।"

"এখন মেয়েটাকে কোথায় রেখেছিস শুনি ?"

"টাকা পেলেই এনে দিব।"

জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুশীল বাবু ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিলেন। সহসা পশ্চাতে পদশব্দ হওয়ায় চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে শ্যামা। সে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া আছে।

আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সে নিশ্চয়ই চিৎকার করিয়া হারাণ ও গোবর্দ্ধনকে ডাকিবে ?

চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে সিংহবিক্রমে সুশীল বাবু তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিলেন। নিমিষ মধ্যে পকেট হইতে রুমাল ও দড়ি বাহির করিয়া, তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাহার হস্তপদ রজ্জুতে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, তাহাকে তথায় রাখিয়া, তিনি নিঃশব্দে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ ও কলহ।

সেই রাত্রে গোবর্দ্ধন ও হারাণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রিত হইতে পারিল না।

তাহারা বুঝিয়াছিল, তাহারা নিরাপদ আর নাই ! তবে তাহারা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

এইজন্য পরস্পরে পরস্পরের উপর সন্দেহ করিতেছিল। হারাণ শ্যামার উপর অধিক সন্দিহান হইয়াছিল।

গঙ্গারাম ও তাহার সঙ্গীকে বিদায় করিয়া, গোবর্দ্ধন ও হারাণ উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল।

সহসা হারাণ বলিয়া উঠিল, "গোবর্দ্ধন, তুমি আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছ।"

গোবর্দ্ধন বিস্মিতভাবে বলিল, "সে কি ! আমি তোমাকে

ফাঁকি দিব? তোমায় বাদ দিয়া আমি কখনই এ কাজ করিতে পারি না। আমি এ রকম গাধা নই।"

"ছোক্‌রা পলাইয়াছে?"

গোবর্দ্ধন লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিল, "কি! কি!"

হারাণ বিকটস্বরে বলিল, "সে পলাইয়াছে?"

"পলাইয়াছে। সেকি!"

"হাঁ—দেখিবে এস।"

গোবর্দ্ধন হারাণের সহিত উন্মত্তের ন্যায় ছুটিল। "বিমলকুমার পলাইয়াছে! তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সে নিশ্চয়ই এতক্ষণ পুলিসে খবর দিয়াছে।"

উভয়ে ছুটিয়া দেখিল যে, যথার্থ যে গৃহে বিমলকুমার রুদ্ধ ছিল, সে গৃহের দরজা খোলা রহিয়াছে, গৃহ মধ্যে কেহ নাই! বিমলকুমার পলাইয়াছে!

গোবর্দ্ধন ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় হারাণের দিকে ফিরিল,—গর্জ্জিয়া বলিল, "এ তোর কাজ।"

হারাণও গর্জ্জিয়া বলিল, "এ তোর কাজ।"

"বদমাইশ?"

"তুই বদমাইশ!"

দুই জনে মারামারি হয়,—গোবর্দ্ধন আত্মসংযম করিল,—বলিল, "আমরা দুইজনে ঝগ্‌ড়া করিলে সমস্ত কাজ পণ্ড হইবে—দুইজনেই মারা যাইব।"

হারাণ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কি করিতে বল?"

হারাণের গোবর্দ্ধনের ন্যায় বুদ্ধি ছিল না, তাহা সে মনে মনে বুঝিত,—তাহাই তাহার কথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিত

না—বলিল, "এখন কি করিতে বল? তোমার কথা শুনে ধনে প্রাণে মারা গেলাম।"

"রাগ করিলে কাজ নষ্ট হইবে,—এখন জানা যাইতেছে, কোন পুরুষ এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। একটা বুড়ীর এ কাজ নয়!"

"তাহাকে কে দরজা খুলিয়া দিল?"

"বুড়ী দিতে পারে।"

"না—আমি স্পষ্ট তোমায় বল্‌চি, এ শ্যামার কাজ।"

শ্যামার উপর গোবর্দ্ধন এতক্ষণ সন্দেহ করে নাই, এক্ষণে তাহার সন্দেহ হইল। বাড়ীর কোন লোক সাহায্য না করিলে কখনই অপরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না,—সাহসও করিত না। বুড়ী তাহার চর মাত্র।

টাকায় সব হয়। স্ত্রীলোকে—বিশেষতঃ শ্যামার মত স্ত্রীলোকে, টাকার লোভে সবই করিতে পারে। গোবর্দ্ধনেরও শ্যামার উপর সন্দেহ হইল। বলিল, "চল, দেখি সে কি বলে।"

উভয়ে শ্যামার শয়নগৃহে আসিল। দরজা ঠেলিবা মাত্র খুলিয়া গেল। গৃহের একপার্শ্বে একটা আলো জ্বলিতেছে,—শ্যামার বিছানা খালি পড়িয়া আছে,—গৃহ মধ্যে কেহ নাই।

হারাণ বলিয়া উঠিল, "দেখিলে, আমি পূর্ব্বে হইতেই তোমায় বলিতেছি। ছোঁড়াকে নিয়ে সে পালিয়েছে!"

গোবর্দ্ধনও এখন তাহাই ভাবিল, কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

হারাণ বলিল, "আমরা গাধা,—তাই আমাদের চক্ষে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, এখন উপায়? মারা গেলাম আর কি?"

"ভয় কি! মেয়েটা তো হাতে এসেছে।"

"আর মেয়ে নিয়ে ধুয়ে খাব। তারা আজই পুলিসে খবর দিয়েছে। হয় তো পুলিস এখনই আস্‌বে—সরে পড়ো। এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা নয়।"

গোবর্দ্ধনের মনেও তাহাই হইল, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিল না, বলিল, "তারা এখনও বেশী দূর যেতে পারে নি। এস দেখি।"

এই বলিয়া গোবর্দ্ধন সত্বর বাহিরের দিকে ছুটিল। হারাণ ভাবিল, তাহাকে ফেলিয়া গোবর্দ্ধন পালায়,—সেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

বাহিরে আসিয়া তাহারা একটা শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

হারাণ রুদ্ধস্বরে সভয়ে বলিল, "ওকি!"

গোবর্দ্ধন বলিল, "দেখি?"

"আর কি দেখ্‌বে—পুলিস?"

"না রে গাধা না,—পুলিসে গোঁঙায় না,—বোধ হয় সেই বুড়ী।"

"চল দেখি!"

পাপীর মনই নরক,—পাপী সর্ব্বদাই মনে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। আজ এই দুই দুরাত্মার মনের অবস্থা বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য।

উভয়ে কম্পিতহৃদয়ে সভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া, শব্দ ধরিয়া সেই দিকে চলিল। নিকটে আসিয়া উভয়ে দেখিল, একজন কে ভূমে পড়িয়া আছে। সেই এই অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে।

হারাণ বলিল, "এ কে ?"

"বোধ হয় বুড়ী!"

"কি হয়েছে ?"

"দেখি।"

"আর কেউ নয় তো ?"

গোবর্দ্ধন সাহসে বুক বাঁধিয়া ভূপতিত ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাত পা বাঁধা—এ কে ?"

তৎপরমুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিল, "শ্যামা যে ?"

"শ্যামা!" বলিয়া হারাণও সত্বরপদে তথায় আসিল।

তখন তাহারা দেখিল, শ্যামা হাত পা মুখ বাঁধা পড়িয়া আছে।

তখন তাহারা সত্বর তাহার হাত পা মুখ খুলিয়া দিল। "কি হইয়াছে,—কে তাহার এ দুর্দ্দশা করিল,—সে কোথায় গেল,—এইরূপ শত প্রশ্ন করিতে লাগিল।"

শ্যামা বলিল, "আমার ঘরের জানালা দিয়া দেখি, এইখানে কে একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে কে, দেখিবার জন্য এখানে আসিয়া দেখি, একজন পুরুষ মানুষ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া কথা শুনিতেছে,—সে আমার পায়ের শব্দে মুখ ফিরাইলে দেখি, মুখ সেই বুড়ীর। আমি চেঁচাইবার আগেই সে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল,—তারপর হাত পা বেঁধে এখানে রেখে পালিয়ে গেল ?"

হারাণ ও গোবর্দ্ধন উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিল!

"তবে ইহার উপর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যদি এ তাহাদের দলে থাকে, তাহা হইলে তাহারা ইহার এ অবস্থা করিবে কেন ?"

"অথবা এ সমস্তই ইহার বদমাইসি। পাছে তাহারা সন্দেহ করে বলিয়া, তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই এরূপ করিয়াছে।"

শ্যামাকে বাটীর ভিতর আনিয়া তাহারা তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শ্যামা যাহা জানে, তাহা বলিয়াছে। সে আর কিছুই জানে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বদমাইসের দণ্ড।

বৃদ্ধা গৃহস্থ-বাড়ী অতি প্রত্যুষে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্ব হইতেই বলিয়াছিল যে, সে কোন কাজে রাত্রে ফিরিবে না, খুব সকালে আসিবে। তাহারা গরিব গৃহস্থ,—বৃদ্ধারূপী সুশীল বাবু তাহাদের যথেষ্ট টাকা দিতেছিলেন, সুতরাং তাহার কাছে কোন কথা কহিত না।

সেদিন বৃদ্ধা একবারও বাড়ী হইতে বাহির হইল না। হারাণ ও গোবর্দ্ধন নিশ্চিন্ত থাকিবে না,—তাহারা কি করে তাহাই দেখা তাহার উদ্দেশ্য।

বৈকালে গঙ্গারাম ভদ্রলোকের বেশে গৃহস্থ-বাড়ী আসিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিল। খবর পাইয়া বৃদ্ধা বাহিরে আসিল। মিট্ মিট্ করিয়া গঙ্গারামের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমায় তো বাছা আমি চিনি না।"

গঙ্গারাম বলিল, "চুপ—আস্তে!"

"কেন, কি হয়েছে বাবা!"

"একজন আমায়—তোমার কাছে পাঠিয়েছে—আস্তে!"

"কে সে ?"

"উষা ?"

"কোথায় আছে সে আমার বাছা ?"

"তাকে গোবর্দ্ধন ও হারাণ বাড়ীতে আটকিয়ে রেখেছে।"

"বটে—বটে ! কেন বাবা ?"

"তার টাকা নেবে বলে !"

"বটে—বটে ! কি বদমাইশ।"

"তুমি একটু সাহায্য কল্লেই আমি তাকে আন্‌তে পারি,—সে আমাকে চেনে না,—আমার সঙ্গে আসবে না।"

"তুমি কে বাবা ?"

"আমি পুলিসের একজন ডিটেকটিভ !"

"তবে তো বাবা, তুমি পুলিস এনেই তাকে বার ক'রে আন্‌তে পার ?"

"এখন পুলিস হাঙ্গামা কল্লে বদমাইশদের ধরা যাবে না—পালাবে। প্রথমে উষাকে বার ক'রে আন্‌তে হবে।"

"ঠিক বলেছ বাবা ! আমায় কি কর্ত্তে বল ?"

"আজ রাত্রি দশটার পর ওদের বাগানের পেছনে যে পুকুর আছে,—সেই পুকুর পাড়ে যেও,—তা হলেই লুকিয়ে তাকে বার ক'রে আন্‌তে পার্ব্বো।"

"আমি বুড়ো মানুষ, অত রাত্রে কি আমি একলা যেতে পারি !"

"তুমি তাকে ভালবাস,—একটু কষ্ট করে গেলে যদি তার ভাল হয়,—তা কর্ব্বে না ?"

বৃদ্ধা কোন কথা কহিল না, ভাবিতে লাগিল। গঙ্গারাম বলিল, "তোমার ভয় কি—আমি সেখানে থাক্‌বো !—তোমাকে

দেখ্‌লে সে চলে আস্‌বে। আমাকে চেনে না, আমার সঙ্গে আস্‌বে না।”

বৃদ্ধা বলিল, “উষার জন্যে আমি সব কর্ত্তে পারি। তুমি বাবা পুলিসের লোক, তোমার সঙ্গে যেতে আমার ভয় কি!”

“তাইতো বল্‌চি—তোমার ভয় কি ?”

“তা—যাব—তুমি বাবা সেখানে থেক!”

“নিশ্চয় থাক্‌বো। আর আমি এখানে দেরি কর্ব্বো না। গোবর্দ্ধনেরা সকল সময় চারিদিকে নজর রেখেছে।”

এই বলিযা, গঙ্গারাম এত সহজে কার্য্যোদ্ধার হইল দেখিয়া, আনন্দিত চিত্তে সত্বর সেস্থান ত্যাগ করিল।

সুশীল বাবু মনে মনে হাসিলেন। ইহাকে তিনি রাত্রে দেখিয়াছিলেন। ইহারা যে উষাকে চুরি করিয়া আনিয়াছে, তাহা জানিয়াছিলেন। কিরূপে ইহাদের হাতে পাইয়া উষার ঠিকানা জানিয়া লইবেন, তাহাই সমস্ত দিন মনে মনে ভাবিতেছিলেন। ভগবান এক্ষণে তাহার সহায় হইযা ইহাদের তাহার হাতে আনিয়া দিয়াছেন। ইহাদের যে কি মৎলব, তাহা বুঝিতে তাহার ক্ষণবিলম্ব হয নাই। তবে তাহাকে সহজে হত্যা করে,—এরূপ লোক এদেশে নাই—তাহা তিনি বিশেষ অবগত ছিলেন। সুতরাং সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া রাত্রে তিনি এই দুরাত্মাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবেন,—মনে মনে ইহাই স্থির করিলেন।

রাত্রি দশটার সময় সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়া, লাঠি ধরিয়া পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন।

কোন দিকে জন-মানবের চিহ্ন নাই। তিনি অতি সাবধানে চারিদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যাইতেছিলেন, যেরূপ দুর্বৃত্তগণের

সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছে,—তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য অসাবধান হইলে প্রাণে মরিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অন্য কেহ হইলে এ কার্য্যে একেবারেই সাহস করিত না।

তিনি পুষ্করিণীর নিকটে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না,—চারিদিক্ অন্ধকার, বিশেষ লক্ষ্য করিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তবে কোন কারণে বদমাইশগণ আসে নাই!

তিনি ফিরিতেছিলেন,—এই সময়ে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গঙ্গারাম বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "এসেছ?"

"হাঁ—এসেছি—চল।"

"এস—এস।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"এই একটু আগে।"

"আমার ভয় করে।"

"কোন ভয় নাই।"

"না—আমি আর যাব না।"

"না গেলে জোর করে নিয়ে যাব।"

"তা হলে আমি চেঁচাব।"

এই কথা বলিতে না বলিতে অপর এক ব্যক্তি বৃদ্ধার পশ্চাত হইতে তাহার মুখ সবলে চাপিয়া ধরিল।

বৃদ্ধা কোন শব্দ করিল না। সে যেন এতই ভয় পাইয়াছে যে, ভয়ে তাহার বাকরোধ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া গঙ্গারাম শ্লেষ হাসি হাসিয়া বলিল, "দেখিতেছিস্ বুড়ী, আমাদের সঙ্গে গোল করে লাভ নাই।"

অপর ব্যক্তি তাহার মুখ ছাড়িয়া দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তখন বৃদ্ধা বলিল, "এব জন্যে তোদেব সাজা পেতে হবে।"

গঙ্গারাম বস্ত্র মধ্য হইতে একট পিস্তল বাহির করিয়া বুড়ীর মুখের উপর ধরিয়া বলিল, "আমি তোকে গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা কব্‌তে চাই,—সত্য জবাব না দিলে, এই গুলি মেরে ঐ জলে তোকে ফেলে দিব।"

বৃদ্ধা কম্পিতস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে খুন করিতে চাও?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জাল উল্টাইল।

গঙ্গারাম বলিল, "হাঁ—সত্য জবাব না দিলে খুন কর্ব্বো। কানাই! বুড়ীকে দেখা, কি রকম পাথর ওর বুকে বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিব।"

কানাই দুইখানা পাথর দেখাইয়া বলিল, "বুড়ী, দেখ্‌চিস।"

"হাঁ—দেখ্‌চি।"

"এই তোমার সঙ্গে যাবে।"

"তোরা আমায় খুন কর্ব্বি?"

"হাঁ—সত্য কথা না বল্লে।"

"আমি কালই তোদের পুলিসে ধরাইয়া দিব।"

উভয়ে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "এখান থেকে ফিরলে তবে তো?"

"দেখ্‌তে পাবি, ফিরি কি না।"

বৃদ্ধার অবিচলিত ভাবে উভয়েই একটু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল;

তাহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। তবে কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "বুড়ী, সত্য কথা বলবি কিনা বল্ ?"

"বলবো—যদি তোরাও বলিস।"

"আমরা কি বলবো ?"

"যা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো।"

উভয়ে আবার হাসিয়া উঠিল,—গঙ্গারাম হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুড়ী,—তোর যে ভয় নেই দেখ্‌চি।"

"তোদের মত ছুটো বদমাইশকে আমি ভয় কর্ব্বো ?"

বৃদ্ধার কথায় উভয়ে স্তম্ভিত হইল। এরূপ নির্ভিক তাহারা আর কখনও দেখে নাই। গঙ্গারাম বলিল, "বুড়ী,—ঠাট্টা ভাবচিস, তা নয় !"

"তা জানি।"

"এখন কথার সত্য জবাব দিবি ?"

"তোরাও যদি জবাব দিস্।"

"তুই ঊষার সন্ধানে এখানে এসেছিস ?"

"হাঁ—এসেছি।"

"একা ?"

"একা।"

"না, কেউ তোকে পাঠিয়েছে ?"

"কেউ না।"

"তুই একটা ছোঁড়াকে ঐ বাড়ী থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিস্ ?"

"হাঁ—গিয়াছি।"

"তোর সঙ্গে কেউ ছিল ?"

"কেউ না।"

"দেখ বুড়ী, ভাল চাসতো সত্য কথা বল্,—তোকে এ কাজে কে লাগিয়েছে ?"

"কেউ না।"

"কেউ না,—তবে এই পুকুরে যা।"

তাহার পর যাহা ঘটিল, গঙ্গারাম ও তাহার সঙ্গী জীবনে তাহা দেখে নাই।

সহসা বৃদ্ধার কাপড় খুলিয়া গেল, তাহার ভিতর হইতে এক পুলিস ইনস্পেক্টর বাহির হইয়া সগর্ব্বে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। সহসা সম্মুখে পুলিস দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কি হইতেছে জানিবার পূর্ব্বেই তাহাদের পদে সবলে লাথি পড়িল, উভয়েই ভূপতিত হইল। উঠিবার পূর্ব্বেই তাহাদের হাতে হাতকড়ি পড়িল।

তখন সুশীল বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাপু হে,—তোমরা আমাকে এই পুকুরে ফেলিতেছিলে, নিজেরা একটু জলে সাঁতার দাও।"

হাতে হাতকড়ি,—এ অবস্থায় সাঁতার—তাহারা বুঝিল, তাহাদের আর রক্ষা নাই। এরূপ চরিত্রের লোক সর্ব্বদাই ঘোর কাপুরুষ হয়, আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তাহারা কাতরে দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। সুশীল বাবু বলিলেন, "দয়া,—তোরা কি দয়ার উপযুক্ত ? মনে করিতেছিলি, আমার কাছ থেকে কথা বার করে নিয়ে, তার পর আমাকে খুন ক'রে, এই পুকুরে ফেলে দিবি। ভেবেছিলি—একটা বুড়ী,—দেখ্‌ছিস্‌তো আমি

কে? তোদের মত দু-দশটাকে ঘাল কত্তে আমার কতক্ষণ যায়?"

"না—না—আমরা তোমায় খুন কর্ত্তে চাই নি।"

"জানিস আমি কে?"

"তুমি ধর্ম্ম অবতার,—আমাদের মাপ কর।"

"আমি ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর সুশীল বাবু।"

বদমাইশ মাত্রেই সুশীল বাবুর নামে কাঁপিত। তাঁহার নাম শুনিয়া তাহারা উভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সুশীল বলিলেন, "গোবর্দ্ধন-হারাণের লীলাখেলা শেষ হয়েছে।"

"হুজুর, আমাদের উপর দয়া করুন।"

"দয়া কর্ত্তে পারি।"

"দয়া করুন।"

"গোবর্দ্ধন তোদের অনেক টাকা দেবে বলেছে?"

"আপনি সবই জানেন।"

"হাঁ—সব জানি। মেয়েটাকে চুরি করে এনেছিস,—এখন গোবর্দ্ধনদের সাহায্য না ক'রে আমায় সাহায্য কল্লে আমি তোদের নিরাশ কর্ব্বো না।"

"হুজুর, যা বলবেন—তাই কর্ব্বো।"

"সাধারণতঃ আমি বদমাইশদের মাফ করি না।"

"হুজুর, তা খুব জানি।"

"তোদের চেয়েও দুটো বড় বদমাইশকে শিক্ষা দিবার জন্য তোদের মাফ কর্ত্তে পারি।"

"হুজুর, তাই করুন,—আপনি যা বলবেন,—আমরা তাই কর্ব্বো। হুজুরের আমরা গোলাম।"

"প্রথম—মেয়েটা যেখানে লুকিয়ে রেখেছিস,—সেইখানে আমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

"এখনই নিয়ে যাচ্চি ?"

"এখন নয়,—কাল সকালে।"

"তাই হুজুর।"

"এখন গোবর্দ্ধনের সঙ্গে দেখা ক'রে বল, যে বুড়ী মরেছে—সে বুড়ী নয়—পুরুষ মানুষ। আর আমি সুশীল দারোগা তাদের ধরবার চেষ্টায় আছি।"

"এখনই যাচ্চি।"

"এই হাতকড়ি খুলে দিলাম। যদি আমার সঙ্গে বদমাইশী কর,—তোমাদের কোন বাপ রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

"হুজুর,—তা খুব জানি।"

"সাবধান!"

সুশীল বাবু তাহাদের হাতকড়ি খুলিয়া দিলেন। বলিলেন, "কাল ভোরে চৌমাথায় থাক্‌বি, আমি সেইখানে আস্‌বো।"

তাহারা গোবর্দ্ধনের বাটীর দিকে প্রস্থান করিল। সুশীল বাবুও ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিভীষিকা।

হারাণ ও গোবর্দ্ধন ব্যগ্রভাবে গৃহ মধ্যে বসিয়া গঙ্গারামের প্রতীক্ষা করিতেছিল; কয়দিন হইতে তাহার নিদ্রা নাই।

গঙ্গারাম ও তাহার সঙ্গী আসিয়া দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র গোবর্দ্ধন সত্বর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাজ হাসিল হয়েছে?"

গঙ্গারাম গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ,—হয়েছে।"

"আয় ঘরে।" এই বলিয়া সে তাহাদিগকে গৃহ মধ্যে আনিল। হারাণের দিকে সোৎসাহে চাহিয়া বলিল, "আর ভয় নাই।" তার পর গঙ্গারামের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি জানিতে পারিয়াছিস্—সব বল?"

গঙ্গারাম বিরক্ত ভাবে বলিল, "ভাল কাজে আমাদের লাগিয়েছিলে?"

"কেন—কেন?"

"কেন?—সত্য কথা আমাদের বলা উচিত ছিল—প্রাণ প্রাণটা গিয়েছিল!"

"কেন—কেন—কি হয়েছে?"

"সে কে তা আগে বল নাই কেন?"

"কেন—কি বলবো?"

"কি বলবো! সে কি তোমার বুড়ী? সে একটা বড় জোয়ান পুরুষ লোক।"

"পুরুষ?"

"হাঁগো হাঁ—যেন জান্‌তেন না?"

"পুরুষ!—তার পর?"

"তার পর অনেক কষ্টে তাকে শেষ ক'রে পুকুরে রেখেছি।"

"তা হলে হয়েছে!"

"হয়েছে—প্রাণটা প্রায় গিয়েছিল—এখন টাকা দাও।"

"সে কিছু বলেছিল,—কে তাকে লাগিয়েছিল?"

"টাকা দাও।"

"বাকি টাকা মেয়েটাকে আন্‌লেই দিব।"

"সেতো পরের কথা,—এখন আজকের দরুণ।"

"একেবারে নিস।"

"ও সব বুঝি না।"

"মেয়েটাকে কবে আন্‌বি!"

"কাল রাত্রে।"

"তখনই টাকা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিস।"

"সে সব হবে না।—কালকের কথা কাল হবে,—আজ্‌কের কি?"

গোবৰ্দ্ধন বিরক্ত হইয়া বাক্স হইতে এক তোড়া নোট বহির করিয়া হাজার টাকার নোট তাহাদের দিল। তাহারা উভয়ে তাহা অৰ্দ্ধেক অৰ্দ্ধেক বকরা করিয়া লইল।

গোবৰ্দ্ধন বলিল, "এখন সে কি বলিল, তাই বল্‌?"

"সে যা বলেছে—তা ভাল কথা নয়।"

"ভাল কথা নয়,—কি বলেছে?"

"সুশীল দারোগার নাম শুনেছ?"

গোবৰ্দ্ধন অৰ্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "সুশীল—দারোগা!"

"হাঁ—সেই তোমাদের সন্ধানে আছে—সে লোকটা তারই লোক।"

"তা হলে সে সুশীল দারোগা নয়?"

"না—তাকে ঘাল করে এমন লোক দুনিয়ায় নাই।"

"সুশীল দারোগা!"

"হাঁ—সেই জন্যেই তোমাদের সঙ্গে হিসেব-পত্র মিটিয়ে আমরা এখান থেকে যত শীঘ্র হয় সরে পড়্‌তে চাই।"

"সুশীল দারোগা তা হলে সেই ছোঁড়াকে হাতে পেয়েছে।"

"হাঁ—সে তারই কাছে আছে।"

এই ভয়াবহ সন্ধান পাইয়া গোবর্দ্ধন স্তম্ভিতপ্রায় হইল,—কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল না। অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল, "কাল মেয়েটাকে এখানে আনবি।"

"হাঁ—আন্‌বো।"

"আন্‌লেই সমস্ত টাকা চুকিয়ে দেব।"

"আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না।"

"না—নিশ্চয়ই সব টাকা তখনই পাবি।"

"স্পষ্ট বল্‌চি,—না দাও,—এখন সুশীল দারোগার কাছে গিয়ে সব বলে দিব।"

"না—না—না—"

গঙ্গারাম ও কানাই বিদায় হইল,—তখন হারাণ বলিল, "তুমি এই বুড়ীর সঙ্গে কথা কয়ে তাকে ধর্ত্তে পারনি, তুমি একটা গাধা।"

"তা স্বীকার করি। আমার চোকেও ধুলো দিয়েছিল।"

"এখন গোবর্দ্ধন, তোমায় স্পষ্ট বলি, আমি আর এ ব্যাপারে নেই।"

"এখন নেই বলিলে চলে কই। এ ব্যাপারে তুমিও যেমন আমিও তেমনই। এখন পালিয়ে বাঁচবার উপায় নেই।"

"সুশীল দারোগার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌বে কে?"

"দেখা যাক, কতদূর সে পারে? এইতো তার একটা লোককে সরিয়েছি, খুব সম্ভব, যে মরেছে—সে সুশীল দারোগা, তা' হলে সব আপদই চুকে গেছে।"

"আর যদি না হয়?"

"না হয়,—কাল মেয়েটাকে হাতে পাব।"

"তাকে পেলে কি হবে?"

"এই হবে—সে থাক্‌বে না।"

"তাকে এখন খুন ক'রে কোন ফল নেই।"

"সে গেলে তার সম্পত্তির জন্যে কে গোল কর্ব্বে?"

"সুশীল দারোগা ছাড়্‌বে কেন?"

"আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ কি?"

"ছোঁড়া বিমল প্রমাণ হবে,—তার পর লাস বেরুলে।"

"লাস যাতে না পায় তাহা করা যাবে।"

"যতই বল, আমি ভাল বুঝছি না।"

"কি করিতে চাও?"

"আমি সরে পড়বো।"

"তা হলে রক্ষা পাবে না।"

"তুমিই আমাকে এ বিপদে ফেল্‌লে। তোমার কথা শুনেই আমার এ দশা হলো।"

"এখন তো বলবেই,—টাকাটার বেলায় তো, এ কথা বল নাই।"

"ঝগড়া বিবাদে লাভ কি !"

"স্পষ্ট বল্‌চি, এখন গোল কল্লে তুমিই মারা যাবে,—আমি বেঁচে যাব।"

"না—ভাই। তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া কচ্চি না।"

"হাঁ—পথে এস—গোলমাল করো না। যা বলি তাই শোন। এখনও আশা আছে, সুশীল দারোগা কত বুদ্ধি ধরে দেখা যাবে।"

"কি কর্ব্বে বল ?"

"কাল মেয়েটার ব্যবস্থা ক'রে, দুজনে এখান থেকে সরে যাব, তার পর আমাদের কি ক'রে ধরে দেখা যাবে।"

"এ কথা ভাল।"

"সাব্‌ড়ালেই হয়।"

"তুমি যা বল্‌চো, তাইতো কচ্চি।

"বেশ—কল্লে তোমারও ভাল, আমারও ভাল।"

দুর্ব্বৃত্তদ্বয় সেই গৃহে বসিয়া ভয়াবহ বদমাইশী মৎলব আঁটিতে লাগিল।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঊষার সন্ধান।

পরদিন প্রত্যূষে সুশীল বাবু যেখানে গঙ্গারামকে আসিতে বলিয়াছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি বহুকাল হইতে বদমাইশদিগের চরিত্র দেখিতেছেন ও আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার এ বিষয়ে যত বিচক্ষণতা জন্মিয়াছিল, তত বোধ হয় আর কাহারই ছিল না। তাহাই তিনি জানিতেন, গঙ্গারাম ও কানাই নিশ্চয়ই আসিবে। তাহারা বুঝিয়াছে যে, গোবর্দ্ধন ও তাহার বন্ধুর লীলা-খেলা শেষ হইয়াছে; আর তাহাদের দলে থাকিয়া কোন লাভ নাই—আর তাহাদের সঙ্গে থাকিলে রক্ষা নাই। এ অবস্থায় পুলিসের দলে মিশিয়া পড়াই তাহাদের একমাত্র রক্ষা পাইবার উপায়। এই জন্য সুশীল বাবু নিশ্চিত জানিতেন যে, গঙ্গারাম ও কানাই তাহার সহিত অবধারিত দেখা করিবে।

তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক ঘটিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, গঙ্গারাম ও কানাই তাঁহার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া উপস্থিত রহিয়াছে।

তিনি পূর্ব্ব হইতে একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া দূরে রাখিয়াছিলেন। তখনও পথে প্রায় লোকজন চলাচল আরম্ভ হয় নাই, তবুও এখানে তাহাদের সহিত কথা কহিলে পাছে কেহ কিছু জানিতে পারে বলিয়া, তিনি তাহাদের সহিত কোন কথা কহিলেন না—তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল।

তিনি তাহাদের গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া নিজেও গাড়ীতে উঠিলেন। তৎপরে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "গঙ্গারাম,—কাল রাত্রে যাহা যাহা গোবর্দ্ধনকে বলিতে বলিয়াছিলাম, তাহা বলিয়াছ?"

"হাঁ—ঠিক সেই রকম বলিয়াছি।"

"কি বলিল?"

"আপনার নাম শুনিয়া ভয় পাইয়াছে।"

"তোমাদের টাকার বিষয়ে কি করিল?"

"আপনার কাছে লুকাইব না——"

"লুকান বৃথা,—আমি সবই জানি।"

"প্রথম এক হাজার টাকা দিয়াছিল, কাল অনেক কষ্টে—আর এক হাজার টাকা দিয়াছে—মেয়েটাকে পৌঁছাইয়া দিলে বাকি টাকা দিবে।"

"বেশ! কখন পৌঁছাইয়া দিবে বলিয়াছ?"

"আজ রাত্রে।"

"খুব ভাল,—তাহা হইলে আজ রাত্রি পর্য্যন্ত পালাইবে না—এটা নিশ্চিত।"

"হাঁ—মেয়েটাকে ফেলে পালাবে না।"

"এখন বল,—কোথায় তাকে রেখেছ—গাড়ী কোন্ দিকে যেতে বলবো।"

"দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে,—সেইখানে একটা বাড়ীতে তাকে লুকিয়ে রেখেছি।"

"তার কাছে কে আছে ?"

"সেই বাগানের মালি আমার মাস্তুত ভাই,—সে আর তার স্ত্রী সেইখানে থাকে।"

"কার বাগান ?"

"যার বাগান তিনি মরে গেছেন। কোম্পানির জিম্মেয় বাগান আর বাড়ী আছে। সেই জন্যে কেউ সেখানে আসে না।"

"ভাল, চল দেখি।"

এই বলিয়া সুশীল বাবু কোচম্যানকে কোথায় যাইতে হইবে তাহা মৃদুস্বরে বলিয়া দিলেন। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিল।

পথি মধ্যে সুশীল বাবু আর কোন কথা কহিলেন না,—নিজ চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। এক্ষণে ঊষাকে পাইলে কি করা উচিত, কি না করা উচিত, তিনি ভাবিতেছিলেন। তাহার বিষয় লইয়া পুলিস হাঙ্গামা করা বা বিচারালয়ে যাইবার তাহার একেবারে ইচ্ছা ছিল না। ঊষা তাহার সম্পত্তি পায় ও দুর্ব্বৃত্তগণ দেশ হইতে দূর হয়, ইহাই করা তাঁহার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য, নতুবা তিনি যে প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসেই গোবর্দ্ধন ও হারাণকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইতে পারিতেন!

কেন তিনি উষাকে লইয়া আদালত-হাঙ্গামা করিতে চাহেন না,—তাহা বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমে গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে আসিল, তখন তিনি কোন্ দিকে যাইতে হইবে, গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে একটি অপরিসর গলি পথ দেখাইয়া দিল। সে পথে গাড়ী যায় না,—সুতরাং তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। গঙ্গারাম ও কানাইও নামিল। তখন তাহারা তিন জনে সেই গলিপথ দিয়া চলিলেন।

সুশীল বাবু দেখিলেন, এ পথে লোকের গতায়াত একেবারে নাই। এই ক্ষুদ্র গলিপথ একটী অযত্নরক্ষিত ভগ্নপ্রবণ বাগান-বাড়ীতে গিয়াছে,—বাগান জঙ্গলে পূর্ণ, বাড়ীটীও প্রায় ভগ্নস্তূপ। বাগান ও বাড়ীটী গঙ্গার উপর স্থিত, কিন্তু গঙ্গার তীরে কোন ঘাট নাই। বাগানেও যে কোন লোক আছে বলিয়া বোধ হয় না। চারিদিক অতি নীরব ও নিস্তব্ধ, বহুদুর পর্য্যন্ত কোন দিকেই লোকের বসতি নাই। চুরি করিয়া আনিয়া কাহাকে লুকাইয়া রাখিবার এরূপ উপযুক্ত স্থান আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি মনে মনে গঙ্গারামের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। আসাম হইতে উষাকে চুরি করিয়া এত দূরে আনা সহজ ব্যাপার নহে। তাহার উপর এরূপ নির্জ্জন স্থানে তাহাকে লুকাইয়া রাখাও কম বুদ্ধির কাজ নহে। বদমাইশদিগের যেরূপ বুদ্ধি থাকে, তাহা যদি তাহারা সৎকার্য্যে ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারা জগতের যথেষ্ট উপকার করিতে সক্ষম হয়।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুশীল বাবু গঙ্গারাম ও কানাইয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। বাড়ীর দ্বারে আসিয়া সুশীল বাবু

আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি প্রথম একেবারে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি উভয়কে প্রথমে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে বলিয়া স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহারা উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল,—তবুও তাহারা আসিল না। সুশীল বাবু অধীর হইয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঊষা নিরুদ্দেশ।

আরও পনের মিনিট সুশীল বাবু অপেক্ষা করিলেন, তবুও তাহারা ফিরিল না দেখিয়া, সুশীল বাবু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন,—এমন সময়ে গৃহ মধ্যে এক বিকট চিৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহার হস্তে তাঁহার চিরসহচর বৃহৎ লাঠি ছিল,—দুই পকেটে দুই পিস্তল—তিনি লম্ফ দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সম্মুখে সিঁড়ি, তিনি সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন,—এমন সময়ে ভিতরে বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। পর মুহূর্ত্তেই কানাই ব্যাকুল ভাবে ঊর্দ্ধশ্বাসে ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। সম্মুখে সুশীল বাবুকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "যাবেন না,—যাবেন না—খুনির দল ভিতরে।"

সুশীল বাবু খুব গম্ভিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঊষা কই ?"

"জানি না।"

"জানি না !"

বলিয়া সুশীল বাবু ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত হইলেন,—কানাই সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভিতরে গঙ্গারাম খুন হইয়াছে।"

সুশীল বাবু বুঝিলেন যে, এ সকল বন্দোবস্ত এই বদমাইশগণ পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি কোন বিষয়েই কখনও ভীত হইতেন না। এক্ষণে উষা বিপন্ন,—এ অবস্থায় তাঁহার সাহস দ্বিগুণিত হইল,—দেহে বল চতুর্গুণ হইল। তিনি তাঁহার হস্তস্থ লগুড় উত্তোলন করিয়া গৃহ মধ্যে ধাবিত হইলেন। তিনি জানিতেন, দশ বিশটাকে তিনি অনায়াসে ভূপাতিত করিতে পারিবেন।

তাঁহার পশ্চাত হইতে কানাই আবার চিৎকার করিয়া বলিল, "যাবেন না—যাবেন না—খুন হবেন।"

সুশীল বাবুর কর্ণে কোন কথা প্রবেশ করিল না। যে গৃহ মধ্যে গোলযোগ হইতেছিল, তিনি দ্রুতবেগে সেই দিকে ছুটিলেন।

এই সময়ে রক্তাক্ত-কলেবরে গঙ্গারাম বাহির হইয়া আসিল। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "আসুন—আসুন——"

সুশীল বাবু ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

"এরা মেয়েটিকে নিতে এসেছে—আমরা এসে পড়েছি,—জোর করে নিয়ে যাবে।"

সুশীল বাবু আর কোন কথা শুনিলেন না,—সম্মুখস্থ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিমিষে দেখিয়া লইলেন, গৃহমধ্যে চারি জন লোক রহিয়াছে। কি হইতেছে—কে আসিল, জানিবার পূর্ব্বেই

সুশীল বাবু ভীমবলে তাহাদের আক্রমণ করিলেন। দুইজন তাঁহার লগুড়াঘাতে ভূপতিত হইল, অপর দুইজন জানালা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

এই সময় গঙ্গারাম ও কানাইও সাহস পাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন তিনজনে সেই দুরাত্মাদ্বয়কে সুদৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

তখন সুশীল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঊষা কোন ঘরে?"

গঙ্গারাম বলিল, "উপরের ঘরে।"

সুশীল বাবু উপরের ঘরের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু উপরের কোন গৃহেই কেহ নাই।

গঙ্গারাম ও কানাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল,—তিনি তাহাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই সে?"

"এই ঘরে ছিল।"

"নাই!"

"তা হলে জানি না।"

সুশীল বাবু সিংহ-বিক্রমে গঙ্গারামের গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "জান না? বেটা, আমার সঙ্গে বদমাইশী!"

গঙ্গারামের দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, কাতরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হুজুর, হুজুর!"

সুশীল বাবু তাহার গলা ছাড়িয়া দিলেন। সে কাতরে বলিল, "হুজুর,—দোহাই আপনার,—আমরা কিছু জানি না,—তাঁকে আমরা এই ঘরে আটকে রেখে গিয়েছিলাম।"

"এ কারা?"

"চিনি না—জানি না।"

"তোর মাসতুত ভাই ও মাসী কই?"

"তাদের ঘর ঐ দিকে।"

"কানাই, তুই এদের পাহারায় থাক। যদি কোন রকমে পালায়, তাহা হইলে তোর প্রাণ থাকিবে না নিশ্চয় জানিস্। চল গঙ্গারাম!"

সুশীল বাবু বাড়ীর সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন,—কোথায়ও ঊষাকে দেখিতে পাইলেন না।

বাগানের একপার্শ্বে মালিদের ঘর,—ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, গঙ্গারামের মাসতুতো ভাই ও তাহার মা উভয়েই হাত পা মুখ বাঁধা পড়িয়া আছে। সুশীল বাবু তাহাদের হাত পা মুখের বন্ধন খুলিয়া দিলেন,—তাহারা উঠিয়া বসিয়া স্তম্ভিত ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

সুশীল বাবু বলিলেন, "তোমাদের এ দশা করিল কে?"

"কিছু জানি না। হঠাৎ চারিজন লোক এসে আমাদের উপর প'ড়ে আমাদের হাত-পা-মুখ বেঁধে চলে গেল। আমরা চেঁচাতে পর্য্যন্ত পারিলাম না।"

"কতক্ষণ হলো?"

"আধ ঘণ্টার উপর।"

"মেয়েটী কোথা?"

"কেন? ঘরে। ঐ—ঐ—তারা সে ঘরের চাবি নিয়ে গেছে!"

সুশীল বাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, এ সমস্তই বদমাইশী, কিন্তু ইহাদের কথায় ও ভাবে বুঝিলেন যে, ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা নয়,—যথার্থই চারিজন ইহাদের অপরিচিত লোক

আসিয়া ইহাদের বাঁধিয়া রাখিয়া উষাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল। তবে কি তাহাদের সঙ্গে আরও লোক ছিল? তাহারা কি উষাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে? তাহার কি এত পরিশ্রম সমস্তই পণ্ড হইল। প্রকৃতই সুশীল বাবু বড় অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি সাধারণতঃ বিচলিত হইতেন না,—আজ কেন হইলেন, তাহাও তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন।

তিনি গঙ্গারামকে ও বাগানের মালিকে সঙ্গে লইয়া বাগানও তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন,—কিন্তু কোথায়ও উষার সন্ধান বা চিহ্ন পাইলেন না।

তখন তিনি হতাশচিত্তে যে গৃহমধ্যে দুইজনকে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উষার সন্ধান।

প্রথমে তাড়াতাড়িতে সুশীল বাবু লোক দুইটাকে ভাল করিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে তাহাদের মুখ ভাল করিয়া দেখিলেন। এক জনের মুখ যেন চেনা বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু ইহাকে কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না।

তিনি যাহাকে এক মুহূর্ত্তে দেখিতেন, তাহাকে জীবনে কখনও ভুলিতেন না। এই অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিত। কয়দিন হইতে উষার ব্যাপার লইয়া, তিনি নিতান্তই ব্যস্ত ছিলেন,—তাঁহার মস্তিষ্কও উত্তেজিত ছিল,—নতুবা এই লোককে চিনিতে তাহার ক্ষণকাল বিলম্ব হইত না।

সহসা তাঁহার লোকটার কথা মনে পড়িল। এই লোককেই তিনি জাহাজে দেখিয়াছিলেন, এই লোকই সে রাত্রে উষাকে জাহাজ হইতে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখন তিনি বুঝিলেন,—ইহারা গোবর্দ্ধনের দলের লোক—তবে গোবর্দ্ধন উষার সম্বাদ পূর্ব্ব হইতেই পাইয়াছিল,—তাহা হইলে গোবর্দ্ধনই উষাকে লইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে বোধ হয়, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে! প্রকৃতই সুশীল বাবুর মস্তিষ্ক হইতে অগ্নি-শিখা যেন নির্গত হইতে লাগিল।

তিনি সেই লোকটাকে জুতার ঠোক্কর সবলে মারিয়া বলিলেন, "তোকে আমি চিনি? দেখ্ দেখি, তুই আমাকে চিনিতে পারিস কি না?"

লোকটা তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সুশীল বাবু বুঝিলেন, সে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। চিনিবার সম্ভাবনাও ছিল না। সে তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই,—তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাহাকে জাহাজ হইতে জলে ফেলিয়া দেন, তখনও সে তাঁহাকে দেখিবার অবসর পায় নাই।

সে কোন কথা কহিল না। সুশীল বাবু বলিলেন, "তোর নাম কি? তোর কীর্ত্তি আমি সব জানি। আমার নাম সুশীল দারোগা।"

এই নাম শুনিয়া লোকটা সভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

সুশীল বাবু বলিলেন, "যদি বাঁচিতে চাও,—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তার ঠিক উত্তর দাও। গঙ্গারামও কানাই ও গোবর্দ্ধনের দলে ছিল,—তারই জন্যে আসাম থেকে উষাকে চুরি করে এখানে এনে রেখেছিল। আমার কথা শোনায় তাহাদের আমি সাপ

করিয়াছি। তুমিও আমার কথা শোন—মাপ করিব। নতুবা গোবর্দ্ধনের সঙ্গে তোমাকেও পুলি-পোলাও যেতে হবে।"

সে কোন কথা কহিল না। সুশীল বাবু একটু ঝাঁ ঝাঁ দিলেন, বলিলেন, "এতক্ষণ হারাণ ও গোবর্দ্ধন দুজনই গ্রেপ্তার হইয়াছে। যদি বাঁচিতে চাও,—যাহা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও।"

তবুও সে কোন উত্তর দিল না। তখন সুশীল বাবু গঙ্গারামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গঙ্গারাম,—ইহাকে চেন?"

"না হুজুর! গোবর্দ্ধন তাহার কাজে যে সব লোক লাগায়,—তাহারা যাতে কেউ কাকে না চিন্তে পারে, সে তারই চেষ্টায় থাকে।"

"এই লোকটা এখান থেকে উষার সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালন্দে যায়, তারপর উষার সঙ্গে জাহাজে উঠে,—রাত্রে জাহাজ থেকে তাকে আর একটু হলে জলে ফেলে দিয়ে খুন করেছিল আর কি! আমিই এই বদমাইশকে জাহাজ থেকে জলে ফেলে দিয়াছিলাম,—বাবু হে, এখন আমায় চিনিলে?"

লোকটা বিস্মিতভাবে সুশীল বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এতক্ষণে সে বুঝিল যে, কোন্ লোকের হস্তে সে পড়িয়াছে। এখন বুঝিল, তাহার আর রক্ষা নাই। সুশীল দারোগা তাহাকে অনায়াসেই পুলি-পোলাও পাঠাইয়া দিবে। সুশীল বাবু বুঝিলেন, সে ইতস্ততঃ করিতেছে,—সুতরাং খুব সম্ভব আত্মরক্ষার জন্য সকল কথা বলিবে। এই সকল লোকের ইহাই প্রকৃতি।

তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন,—তাহাই ঘটিল। সুশীল বাবু তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "তোর নাম কি?"

"হুজুর, কালু।"

"বাঁচতে চাও?"

"হুজুর, কে না বাঁচতে চায়? হুজুর, যা করেছি,—পেটের দায়ে,—হুজুর মাল্লে মার্ত্তে পারেন, রাখ্‌লে রাখ্‌তে পারেন।"

"তা জানি,—গোবর্দ্ধন ও হারাণই তোদের পয়সার লোভ দেখিয়ে এ কাজে লাগিয়েছে। শেষ পয়সাও দিত না। সেই জন্যই গঙ্গারাম ও কানাইকে মাপ করেছি। সত্যি কথা বল্লে তোদেরও মাপ কর্ব্বো।"

"হুজুর মালিক।"

"সত্যি উত্তর দাও।"

"যা জিজ্ঞেস কর্ব্বেন,—বল্‌চি।"

"প্রথম,—তোরা ক'জন এখানে এসেছিলি?"

"চারজন।"

"আর কেউ ছিল না,—সত্যি কথা বল?"

"না,—সত্যিই বল্‌চি,—আর কেউ ছিল না।"

"এখানকার সন্ধান কে দিয়েছিল?"

"হুজুর, সব সত্যি কথাই বল্‌চি।"

"বল্‌—তাই।"

"গোবর্দ্ধন আমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে মেয়েটাকে খুন কর্ব্বার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। তারপর যা হয়েছিল, হুজুর জানেন। সাঁতার ভাল না জানলে, সেইদিনই হুজুরের হাতে প্রাণটা যেতো। তাই বল্‌ছিলাম, হুজুর, রাখ্‌লে রাখ্‌তে পারেন,—মারলে মারতে পারেন।"

"বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। তারপর কি হলো বল?"

"তারপর হুজুর, আমি সাঁতরে ডেঙ্গায় উঠে আর একদৃষ্টিমারে আসাম পৌঁছিলাম। মেয়েটা কোথায় নেবেছিল, তা জান্তেম না। অনেক সন্ধানে জান্লেম, সে গৌহাটীতে আছে। সেখানে গিয়ে সন্ধান নিয়ে জান্লেম যে, মেয়েটা একদিন নদীতে নাইতে যায়, আর ফেরে নি,—সকলে ভেবেছে যে, সে জলে ডুবে মরেছে।"

"এখানে তার সন্ধান কি রকমে পেলি?"

"এই লোকটা মেয়েকে চিনতো,—এর সঙ্গে আমার অনেক দিনকার আলাপ,—এ এইখানে কাছেই থাকে,—এই বাড়ীতে এ মেয়েটাকে দেখতে পায়। আমি দেশে ফিরে এসে, এর সঙ্গে দেখা কল্লে এই আমাকে মেয়েটার সন্ধান দেয়। আমি কাজ কিছু করতে পারি নি বলে গোবর্দ্ধনের সঙ্গে দেখা করি নি। এই খবর পেয়ে ভেবেছিলাম যে, একেবারে কাজ উদ্ধার করে তার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো। তাই আর দুজন লোক ঠিক করে চারজনে এখানে এসেছিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর বাগানের মালি ও তার মাকে বেঁধে রেখে বাড়ীতে এসে দেখি, কেউ কোথায় নাই।"

"সত্যি?"

"হুজুর, মিথ্যা কথা বলে লাভ কি?"

"তোরা এসে দেখ্লি, উঁহা এখানে নেই।"

"মালির ঘর থেকে চাবি এনেছিলাম,—চাবি খুলে দেখি,—ঘরের মধ্যে কেহ নাই; মেয়েটা পালিয়েছে।"

"সত্যি কথা বল্চিস?"

"হুজুর,—বল্লেম তো,—মিথ্যা কথা বলে লাভ কি?"

"সঙ্গের আর দুজন কোথা গেল ?"

"বেগতিক দেখে পালিয়েছে।"

"তোরা এসে তা'হলে এ বাড়ীতে কাকেও দেখ্‌তে পাস্‌নি ?"

"না হুজুর, সত্য বল্‌চি।"

এ সম্বাদে সুশীল বাবু কতক আশ্বস্ত হইলেন। তাহা হইলে ঊষা গোবর্দ্ধনের হাতে পড়ে নাই। সে কোথায় একাকিনী নিরুদ্দেশ হইল ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঊষার চিহ্ন।

কালু ও তাহার সঙ্গীকে ছাড়িলেন না। গঙ্গারাম ও কানাই উভয়কেই তাহাদের পাহারায় রাখিয়া যে গৃহে ঊষা ছিল, সেই ঘর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে চলিলেন।

তাহার গৃহের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল। শুনিলেন, রাত্রে তাহাকে আহারাদি দিয়া মালি ও মালির মা তাহার দরজায় সাবধানে চাবি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। প্রাতে আসিয়া তাহারা যখন তাহার দরজা খুলিবে ভাবিতেছিল, সেই সময়ে কালুর দল আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করে,—সুতরাং তাহারা রাত্রে দরজা বন্ধ করিয়া দিবার পর কি ঘটিয়াছিল—তাহার তাহারা কিছুই জানে না।

চাবি পরীক্ষা করিয়া সুশীল বাবু বুঝিলেন যে, কালু যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে,—তাহারাই বাহির হইতে চাবি খুলিয়াছিল, সুতরাং স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, সম্মুখের রুদ্ধদ্বার কোন গাত্রকে খুলিয়া ঊষা বাহির হইয়া যায় নাই।

তবে সে কিরূপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল! নিশ্চয়ই রাত্রে গিয়াছে,—কারণ ইহারাই প্রাতে এখানে আসিয়াছিল। প্রাতে বাহির হইয়া গেলে নিশ্চয়ই মালি বা মালির মা তাহাকে দেখিতে পাইত। শুনিলেন, তাহারা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বাড়ীর বাহিরেই বাগান পরিষ্কার করিতেছিল।

তাহা হইলে উষা রাত্রে গিয়াছে! অন্ধকার রাত্রে একাকী এই নির্জ্জন স্থান হইতে সে কি যাইতে সাহস করিয়াছে? ইহার সম্ভাবনা খুব কম।

তবে সে সাহসী মেয়ে,—নতুবা একাকী আসাম রওনা হইতে সাহস করিত না। সম্ভবতঃ কেহ তাহাকে এখান হইতে লইয়া গিয়াছে,—স্ব-ইচ্ছায় না গেলে কোন না কোন একটু মাত্রও গোল হইত,—তাহা হইলে মালি ও মালির মা কিছু না কিছু গোল শুনিতে পাইত। অনুসন্ধানে জানিলেন, রাত্রে তাহারা কোন সাড়া-শব্দ পায় নাই।

সুশীল বাবু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। গৃহটী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

গৃহের একপার্শ্বে একটা বিছানা রহিয়াছে,—কেবল একখানা কম্বল, তাহার উপর একখানা তোষক,—বিছানায় চাদর নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বুঝিলেন যে, বিছানায় একটা চাদর পাতা ছিল, কেহ তাহা তুলিয়া লইয়াছে।

গৃহে আর কোন আসবাব নাই। কেবল একপার্শ্বে এক ঘড়া জল ও একটা ঘটী রহিয়াছে। সুশীল বাবু দেখিলেন, ঘড়ায় জল পূর্ণ রহিয়াছে,—কেহ ইহা হইতে একবিন্দু জল লয় নাই।

গৃহে কোন ঠেলাঠেলি বা হাঙ্গামা হইয়াছে তাহার কোন চিহ্ন

নাই।" বলে কেহ তাহাকে লইয়া গেলে, তাহার কোন না কোন চিহ্ন থাকিত।

সমস্ত জানালাগুলিতেই সুদৃঢ় লৌহ-গবাদে,—সেদিক দিয়া যাইবার উপায় নাই। তবুও তিনি জানালাগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

একটা গরাদেতে খানিকটা কাপড় বাঁধা রহিয়াছে,—তাহা পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন যে, একটা বিছানার চাদরের কিয়দংশ গরাদেতে বাধা রহিয়াছে। তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তবে এতক্ষণে একটা সূত্র মিলিল।

তিনি গরাদেগুলি টানিয়া দেখিতে গিয়া, গরাদেতে টান মারিবামাত্র দুইটী গরাদে খুলিয়া আসিল। হঠাৎ দেখিলে এই গরাদে যে খোলা আছে তাহা বলিয়া বোধ হয় না। স্পষ্টতই উষা এই গরাদে সরাইয়া, বিছানার চাদর ছিঁড়িয়া, দড়ি বানাইয়া, সেই দড়ি ঝুলাইয়া, তাহাই ধরিয়া নামিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাই যদি হয়,—তাহা হইলে এই গরাদে দুইটী আবার যথাস্থানে কে বসাইয়া রাখিল? উষার নিরুদ্দেশ যে গভীর রহস্যে জড়িত,—তাহা বুঝিতে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের অধিকক্ষণ লাগিল না।

তবে সে একাই গিয়াছে। দরজা যদি কেহ খুলিয়া দিয়া তাহাকে দরজা দিয়া বাহির করিয়া লইয়া আবার দরজায় চাবি দিয়া যাইত, তাহা হইলে গরাদে সরাইবার কোনই প্রয়োজন হইত না,—গরাদেতেও চাদরের কিয়দংশ থাকিত না। সে নিশ্চয়ই জানালা দিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছে।—সে কি জানালার বাহিরে গিয়া, আলসেয় দাঁড়াইয়া, গরাদে যথাস্থানে রাখিয়া, নামিয়া গিয়া-

ছিল, না—তাহার অপেক্ষায় বাহিরে কোন লোক ছিল, সেই চাদর বাহিয়া, উপরে উঠিয়া, গরাদে ঠিক করিয়া নামিয়া গিয়াছিল,—সুশাল বাবু সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ স্বত্বেও ইহার কোন সদুত্তর মনে মনে স্থির করিতে পারিলেন না।

তিনি বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। সেই জানালার নিচের আসিলেন। জানালার নিচের মাটী নরম,—চাদর দুই খণ্ড করিয়া জানালা হইতে ঝুলাইলেও প্রায় সাত আট হাত উপরে থাকে,—সেখান হইতে হাত ছাড়িয়া সজোরে মাটিতে পড়িতে হয়। এ অবস্থায় তাহার পায়ের দাগ নিশ্চয়ই মাটিতে গভীরভাবে পড়িত, কিন্তু তিনি এরূপ কোন চিহ্ন দেখিলেন না।

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে দেখিতে দুইটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত জানালার ঠিক নিম্নে মাটিতে দেখিলেন। তখন তিনি এই গর্ত্ত দুইটী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বুঝিলেন, এ দুইটী কোন লোকের গোড়ালির দাগ,—ইহার সম্মুখে প্রাচিরের দিকে সুস্পষ্ট জুতার দাগও রহিয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, এক ব্যক্তি জানালার নিম্নে ছিল, সে দুইহাত দিয়া নিম্ন হইতে উষাকে লুফিয়া লইয়াছিল। তাহার হাতের উপর উষা পতিত হওয়ায়, সেই ভাবে তাহার জুতার গোড়ালী বসিয়া গিয়াছিল!

তাহা হইলে একজন পুরুষ এখানে আসিয়াছিল। তাহা হইলে তাহারই সঙ্গে উষা গিয়াছে। জুতার দাগ দেখিলে স্পষ্টতঃ ভদ্রলোকের জুতা বলিয়াই বোধ হয়।

ইহাতে সুশীল বাবুর প্রাণে কষ্ট হইল কেন? তাঁহার হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া দিল কেন? কেন—তাহা কি আর বলিতে হইবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উষার চুরির কথা।

সুশীল বাবু হৃদয়ে কষ্ট পাইলেন বটে,—কতকটা আশ্বস্ত হই- লেনও সত্য। তিনি মনে মনে বলিলেন, তাহার উপর আমার কি অধিকার আছে,—সে পূর্ব্ব হইতেই হয়তো কাহাকে ভাল- বাসিত,—তাহারই সঙ্গে গিয়াছে। তাহার আপনার লোকের আশ্রয়ে যে গিয়াছে—ইহাতেই আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এখন তাহার সন্ধান লইয়া, তাহার সম্পত্তি তাহাকে দিতে পারিলেই আমার সুখ ও আনন্দ।

সহসা তাঁহার মনে হইল যে, সে তাঁহাকে বলিয়াছিল যে জগতে তাহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন নাই,—তবে এ লোক কে?

শত্রুও হইতে পারে। হয়তো কোন দুর্বৃত্ত তাহার অপেক্ষায় নিম্নে অন্ধকারে লুকাইয়া ছিল। তাহাকে লুফিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাই সে চিৎকার পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। তাহার পর তাহাকে অন্যের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া এখান হইতে লইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে তাহাদের পায়ের দাগও এখানে থাকিবে। দেখি, কোন দাগ আছে কি না?

তিনি জানালা হইতে চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। বাগানের সব জায়গার মাটি নরম নহে,—অনেক স্থানেই ঘাস জন্মিয়াছে। দেখিতে দেখিতে কিয়ৎ- দূর আসিয়া তিনি একস্থানে সুস্পষ্ট দুইজন লোকের পায়ের দাগ

লক্ষ্য করিলেন। একজনের জুতার দাগ,—অপরের খালি পায়ের দাগ,—সে যে স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তবে উষা চেনা লোকের সঙ্গেই গিয়াছে! কে এ লোক? কিরূপে সে উষার সন্ধান পাইল? এইরূপ শত শত প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল,—কিন্তু তিনি তাহার একটীরও সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

সেই পায়ের দাগ ধরিয়া বাগানের বাহিরে গলিতে আসিলেন। সেখানে অনেক লোকের পায়ের দাগ দেখিতে পাইলেন। দাগ দেখিয়া বুঝিলেন যে, এখানে একখানা পাল্কি ছিল।

তিনি পায়ের দাগ ধরিয়া আরও কিয়দ্দূর গিয়া বুঝিলেন যে, উষা একখানা পাল্কিতে গিয়াছে। গলির মধ্যে স্পষ্টতঃ বেহারা-দিগের পায়ের দাগ দেখা যাইতেছে।

পাল্কি কোন্‌দিকে গিয়াছে দেখিবার জন্য তিনি পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া বড় রাস্তায় আসিলেন। সে পাকা ইটের রাস্তা,—সেখানে পায়ের দাগ পড়ে নাই,—সুতরাং পাল্কি যে কোন্‌দিকে কোথায় গিয়াছে, তাহা জানিবার আর কোন উপায় নাই।

তিনি এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, উষা জানালার গরাদে সরাইয়া নাবিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। নিচেয় একজন লোক তাহাকে লুফিয়া লইয়াছিল। সে তাহার সঙ্গে গলির মুখে আসিয়া পাল্কিতে উঠিয়াছে,—তৎপরে পাল্কি বাগান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, সে স্ব ইচ্ছায় গিয়াছে, না—তাহাকে কেহ মুখ বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে

তাহার পায়ের দাগ এরূপ পড়িত না। হিঁচড়াইয়া লইয়া গেলে সে দাগ অন্যরূপ হইত।

তবে যে স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ রহিয়াছে,—তাহা তাহার নাও হইতে পারে। তিনি তাহার পা ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই, সুতরাং স্থির নিশ্চিত কিছুই বলিতে পারেন না। যে লোকটা উষার জন্য পাল্কি রাখিয়াছিল, সে একটা স্ত্রীলোককেও সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে। হয়তো গোবর্দ্ধন শ্যামাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল।

এতদিনে বিচক্ষণ খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ সুশীল বাবু একরূপ হার মানিলেন। তিনি এ ব্যাপারের কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তিনি বিষণ্ণচিত্তে যেখানে গঙ্গারাম প্রভৃতি ছিল, তথায় ফিরিয়া আসিলেন। কালু ও তাহার সঙ্গী সম্বন্ধে কি করিবেন, তাহাও তিনি স্থির করিতে পারেন নাই।

ইহাদের ছাড়িয়া না দিলেই বা উপায় কি? তিনি কোন-ক্রমেই এ বিষয় এখন সরকারী ব্যাপারে পরিণত করিতে পারেন না। যতক্ষণ উষার সন্ধান না হয় ও তাহার সঙ্গে দেখা না হয়, ততক্ষণ তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

তিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা কাহাকেও বলিলেন না। কালুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাপুহে, এখন কি করবে বল, ফাটকে যাবে, না—কি করবে?"

কালু কাতরে উত্তর করিল, "হুজুর মারিতে পারেন—রাখিতে পারেন,—সবই পারেন।"

"আমাকে বেশ চেন?"

"হুজুরকে চেনে না কে?"

"এটা যেন মনে থাকে। ফের যদি গোবর্দ্ধনের কাছে যাও বা কোন বদমাইশী মৎলব কর,—তাহা হইলে আমার হাতে রক্ষা পাইবে না।"

"তা জানি হুজুর,—এই নাক কান মলিতেছি,—আর কোন কুকাজ করিব না।"

"ছাড়িয়া দিতেছি, কাল ৪টার সময় আমার সঙ্গে গোবর্দ্ধনের বাড়ী দেখা করিবে,—আমি সেইখানে থাকিব।"

"হুজুর যা হুকুম করবেন, তাই কর্ব্বো।"

"গঙ্গারাম, এদের খুলে দাও।"

গঙ্গারাম তাহাদের উভয়কে খুলিয়া দিল। সুশীল বাবু তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া, গঙ্গারাম ও কানাইকে লইয়া গাড়ীর দিকে চলিলেন। মালিকে ডাকিয়া বলিলেন, "যদি কোন খবর পাও, তখনই গঙ্গারামের বাড়ী চলিয়া আসিবে।"

সুশীল বাবু পুলিসের লোক সে গঙ্গারামের নিকট শুনিয়াছিল, সভয়ে বলিল, "তখনই যাব হুজুর!"

তিনজনে গাড়ীতে উঠিলেন। বহুক্ষণ সুশীল বাবু কোন কথা কহিলেন না।

সহসা তিনি গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উষাকে কি রকমে চুরি করে এনেছিলে শুনি?"

গঙ্গারাম বলিল, "বেশী কষ্ট পেতে হয়নি, তাহার সন্ধান ক'রে ক'রে গৌহাটী যাই,—নদীতে একখানা পালোয়ারি নৌকা ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। তার সঙ্গে দেখা করে বলি যে, বিমলকুমার তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছে,—বিশেষ কথা আছে। প্রকাশ্যে

দেখা কর্ত্তে তাহার সাহস নাই। বিমলের নাম শুনেই সে আমার সঙ্গে আসে,—আমরা নৌকাখানা আঘাটায় রেখেছিলাম,—সে দিকে জন-মানব ছিল না। সে নৌকার কাছে আসিবামাত্র, তার মুখ বেঁধে, তাকে নৌকায় তুলে নৌকা ছেড়েদি। সেই পর্য্যন্ত নৌকা অন্য নৌকার কাছে নিয়ে যেতেম না,—লোকালয়ের কাছে নৌকা বাঁধতেম না।"

সুশীল বাবু কেবলমাত্র বলিলেন, "বটে!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্যামাকে হাত।

সুশীল বাবু বেলঘরিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, হারাণ ও শ্যামা বাড়ীতেই আছে, কেবল গোবর্দ্ধন নাই। কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছে,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিবে।

ইহাতে সুশীল বাবু বুঝিলেন যে, ইহারা এখনও পালায় নাই, পালাইলে তিনজনে একত্রে পালাইত। তবে গোবর্দ্ধনকে কোন বয়েই বিশ্বাস নাই;—সে সকলই পারে,—সে অনায়াসে ইহাদের বিপদে ফেলিয়া পালাইতে সক্ষম। খুব সম্ভব, সে উষার সন্ধানে গিয়াছে। হয়তো সে উষাকে সংগ্রহ করিবার জন্য অন্য লোকও নিযুক্ত করিয়াছিল।

সুশীল বাবু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ

একস্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তিনিও বেলঘরিয়ার নিকট একটা বাগানে আড্ডা করিয়াছিলেন,—তথায় তাঁহার নানাবিধ ছদ্মবেশ থাকিত। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বেশে হারাণের বাটীর দিকে চলিলেন। একবার শ্যামার সঙ্গে দেখা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার সহায় হইলেন। বাগানের দরজায় তিনি শ্যামাকে দেখিতে পাইলেন। সে কোথায় গিয়াছিল,—অন্যমনস্কভাবে গৃহে ফিরিতেছিল।

সুশীল বাবু তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনি এই বাগান-বাড়ীতে থাকেন?"

শ্যামা বিরক্ত ও রাগতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কে?"

"ও! দেখিতেছি, তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না!"

"না—তুমি কে? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কথা কও?"

"আমি কে, চিনাইয়া দিলে চিনিতে পারিবে?"

"ফের বিরক্ত করিলে লোক ডাকিব, তাহারা তোমায় দূর করিয়া দিবে।"

"তোমার উপকার করিতেই আসিয়াছি।"

"আমার উপকার করিতে হইবে না। এখন ভাল চাও ত এখান হইতে যাও।"

"রক্ষা পাইতে চাও কি?"

"রক্ষা! কিসের রক্ষা?"

"পুলিসের হাত থেকে।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামার মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার মস্তক

হইতে পদ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল,—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তবে—তবে—"

সুশীল বাবু বলিলেন, "হাঁ,—হারাণ ও গোবর্দ্ধনের লীলাখেলা শেষ হইয়াছে। তাহারা যে ভয়ানক কাজ করিয়াছে,—তাহাদের দণ্ড পাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

কম্পিতকণ্ঠে শ্যামা বলিল, "তুমি কে?"

"আমি যেই হই মা,—তোমাকে মারিতে আমার ইচ্ছা নাই। গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব,—উত্তর দিবে?"

"বল—কি?"

"একটা কাজ করিলেই তুমি রক্ষা পাও।"

"কি কাজ?"

"তুমি ভুলাইয়া এক বুড়ীকে বাড়ীর ভিতর রাত্রে লইয়া গিয়াছিলে?"

শ্যামা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সুশীল বাবু বলিলেন, "অস্বীকার করিয়া কোন ফল নাই। আমি সবই জানি। বুড়ীর যে অনিষ্ট হয়, তাহা তোমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বুড়ীকে না পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই তাহাকে খুন করিত।"

"এ কথা জানিলে আমি বুড়ীকে ডাকিতাম না।"

"পরে জানিতে পারিয়াছিলে?"

"আপনি কে?"

"আমি সুশীল দারোগা।"

"সুশীল দারোগা!"

"হাঁ—নাম শুনিয়া থাকিবেন!"

"তাহা হইলে,—তাহা হইলে—আপনিই—আপনিই—"

"হাঁ—আমিই সেই বুড়ী।"

শ্যামা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাহা হইলে—আমাদের আর রক্ষা নাই।"

"আমার কথা শুনিলে তুমি রক্ষা পাইতে পার।"

"কি করিতে হইবে বলুন? আমি ইহাদের মৎলব কিছুই জানি না,—ইহারা আমাকে যাহা বলিয়াছে—তাহাই করিয়াছি। আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া শ্যামা কাতরে সুশীল বাবুর পায়ে ধরিতে উদ্যত হইল।

সুশীল বাবু বলিলেন, "আমার কথা শুনিলে তোমার ভয়ের কারণ নাই।"

"আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমায় রক্ষা করুন।"

"এদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?"

"হারাণের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল—সেই আমাকে এনে রেখেছে। বলেছে, কেউ জিজ্ঞাসা কল্লে বলিস যে, তুই আমার মেয়ে।"

"বটে! ইহারা সব পারে।"

"কি করিতে হইবে বলুন?"

"বেশী কিছু নয়,—ইহাদের সম্বন্ধে যাহা জান, তাহা বলিলেই হইবে।"

"আদালতে?"

"না—ইহাদের সম্মুখে।"

"আমি বেশী কিছু জানি না।"

"যাহা জান, তাহা বলিলেই কাজ হইবে। আমার দলে থাক—ভাল,—আমি যা করিতে বলি—কর ভাল,—না হয় মারা যাইবে, আমার কোন দোষ নাই।"

"না—না—আপনি যাহা বলিবেন তাহাই আমি করিব।"

"বেশ,—এখন একটা কথা। ঊষাকে ইহারা আজ এখানে আনিবে?"

"শুনিয়াছি সে আজ আসিবে।"

"ভাল, পরে দেখা করিয়া যাহা করিতে হইবে তাহা বলিব,—এখন যাও।"

শ্যামা গমনে উদ্যত হইলে সুশীল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবর্দ্ধন কোথা?"

"কলিকাতায় গিয়াছে।"

"কখন আসিবে?"

"সন্ধ্যার আগে।"

"ঊষা কোথায় আছে জান?"

"না,—তাহা ইহারাও জানে না। দুটো লোক তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে,—তাহারাই তাহাকে আনিবে।"

"যাও—পরে দেখা করিব।"

শ্যামা সত্বরপদে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। তাহার ভাবে সুশীল বাবু বুঝিলেন, সে মিথ্যা কথা কহে নাই। তিনিও চিন্তিতমনে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধূর্ত্তে ধূর্ত্তে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। বাগানটী বিস্তৃত—সব দিকে প্রাচীর ছিল না। অযত্নে রক্ষিত বলিয়া একদিক সম্পূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সেই জঙ্গলের ভিতর একটী পুষ্করিণী আছে,—সেই পুষ্করিণীর তীরেই সুশীল বাবুকে একদিন রাত্রে গঙ্গারাম ও কানাই লইয়া গিয়া খুন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল,—পরে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া পড়ে।

সুশীল বাবু সেই দিককার পথ দিয়া যাইতেছিলেন,—এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, গোবর্দ্ধন দ্রুতপদে আসিতেছে। সে তাঁহাকে চিনিত না,—বিশেষতঃ তাঁহার নানা মূর্ত্তি,—তাঁহাকে চিনিয়া ওঠা সহজ ব্যাপার নহে।

গোবর্দ্ধন নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, "মহাশয় কি নিকটে থাকেন ?"

গোবর্দ্ধন দাঁড়াইল,—তৎপরে তাঁহার মুখের দিকে কঠোরভাবে চাহিয়া বলিল, "কেন ? কি হইয়াছে ?"

"এইখানে একটা ভয়ানক খুন হইয়াছে।"

"কোথায় ?"

"এই পুকুরের জলে একটা মড়া ভাসিতেছে।"

এ কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধনের মুখ পাংশুবর্ণ প্রাপ্ত হইল,—সে কোন কথা কহিতে পারিল না,—অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় সুশীল বাবুর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর দিকে চলিল।

সুশীল বাবু একটা বড় বাঁশ তুলিয়া লইলেন। যাহা ভাসিতে-ছিল, তাহা একটা বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মৃতদেহ বলিয়াই বোধ হয়।

সুশীল বাবু বাঁশ দিয়া সেটাকে ঠেলিয়া তীরের দিকে আনিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন বিস্ফারিতনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি সেটাকে তীরের নিকট আনিলে, সে 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। কারণ যাঁহা বাঁশ দিয়া টানিয়া আনিলেন, তাহা মৃতদেহ নহে,—একখানা কাপড় মাত্র।

সুশীল বাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, "মহাশয়, হাসিতেছেন কেন?"

"এই তোমার খুন? এই তোমার মড়া?"

"মড়া না থাকিলে কাপড় আসিবে কোথা হইতে? আমি পুলিসে খবর দিয়া পুকুরে জাল টানিয়া দেখিব। নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে মৃতদেহ আছে।"

"বাপুহে! পুকুরটী আমাদের। আমরা হুকুম না দিলে, তোমার মত পাগলের কথা শুনিয়া, পুলিস কখনই এমন কাজও করিবে না।"

"না করে,—দেখা যাক।"

"হাঁ—দেখগে যাও।"

এই বলিয়া গোবর্দ্ধন হাসিতে হাসিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিল। সুশীলবাবুও মনে মনে হাসিতে হাসিতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

গোবর্দ্ধন বাড়ীতে আসিয়াই হারাণকে বলিল, "আর ভয় নাই, সুশীল দারোগা মরিয়াছে।"

"কিসে জানিলে ?"

"তাহার কাপড় পুকুরে ভাসিতেছিল। নিশ্চয়ই তাহার দেহ জলের নিচে আছে।"

"না দেখিলে আমার বিশ্বাস হয় না।"

"একটা লোক আমাকে পুকুর ধারে লইয়া গিয়াছিল,—খুব সম্ভব, সে এই খুন দেখিয়াছিল,—না হলে ওরকম করে কথা কহিত না।"

"কি রকমে জানিলে যে, সেই সুশীল দারোগা নয়। সে প্রায় সব সময় এই রকম করে।"

"তোমাকে এ কাজে আনিয়া আমি ভাল করি নাই।"

"কেন ?"

"কেন ?—তুমি ভয়ানক ভীতু।"

"আমি ভীতু নই।"

"তবে কি ? যদি সুশীল দারোগাই আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে থাকে,—তাতেই বা কি! ভালই তো,—তাহাকে শেষ করিবার সুবিধা হইবে।"

"কিসে ?"

"তাকে ভুলিয়ে বাড়ীতে আন্‌তে হবে,—তারপর,—আর তাকে ফিরে যেতে হবে না।"

"কি রকমে তাকে এখানে আন্‌বে।"

"কলে-কৌশলে,—উষা এখানে এসেছে জান্‌লেই সে এখানে নিশ্চয় আস্‌বে।"

"একলা যদি না আসে।"

"একলাই আস্‌বে, কোন ভয় নাই। লোকটা বেশী দুর

যায় নাব,—কাছেই আছে। তুমি সুশীল দারোগাকে দেখেছ,—আমি কখনও তাকে দেখি নাই,—যাও, দেখ, এই লোকটা সে কি না?"

হারাণ সত্বর তাহাই দেখিতে ছুটিল। সুশীল বাবু অধিকদূর যান নাই,—ইহারা প্রকৃতই উষার সন্ধান জানে কি না, তাহাই জানিবার জন্য তিনি নিকটে ঘুরিতেছিলেন,—দূর হইতে হারাণ তাহাকে দেখিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ছুটিল।

তাহাকে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিতে দেখিয়া গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?—তাহাকে দেখিয়াছ?"

"হাঁ—কাছেই ঘুরচে!"

"সেই কি সুশীল দারোগা?"

"হাঁ,—কোন সন্দেহ নাই।"

"তাতেই বা কি? গঙ্গারাম ও কানাই মেয়েটাকে আনলে তাহার পর আমাদের আর ভয় কি?"

গঙ্গারাম ও কানাইকে সন্দেহ করিবার তাহাদের বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না,—সুতরাং ভিতরের কথা তাহারা কিছুই জানিতে পারিল না। যাহাতে সুশীলকে কলে-কৌশলে বাড়ীর ভিতর আনিতে পারে, তাহারই বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিল।

তিনি যেখানে আড্ডা লইয়াছিলেন, সেইদিকে ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন,—তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে,—এই সময়ে বৃক্ষ-পার্শ্ব হইতে কে বলিল, "একটু দাঁড়ান।"

সুশীল বাবু দাঁড়াইলেন, শ্যামা দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া বলিল, "উষা নিশ্চয়ই রাত্রে এখানে আসবে।"

"তাহার পর?"

"আপনি বাড়ীর ভিতর যাইবেন না।"

"কেন ?"

"আপনাকে ইহারা খুন করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।"

এই বলিয়া নিমিষে শ্যামা অন্ধকারে অন্তর্হিতা হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাত্রে অনুসন্ধান।

সুশীল বাবু এই পর্য্যন্ত বুঝিলেন যে, গোবর্দ্ধন, হারাণ ও শ্যামা তিনজনের কেহই উষার কথা কিছুই জানে না। তাহারা গঙ্গারাম ও কানাইয়ের কথার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। উষা যে অন্তর্হিত হইয়াছে,—তাঁহার লোক কালুর দলও যে তাহাকে পায় নাই,—গঙ্গারাম ও কানাই তাহাকে যেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেখান হইতে উষা যে পলাইয়াছে বা অন্তর্হিতা হইয়াছে, তাহারা তাহার কিছুই জানে না। সুতরাং উষা আজ রাত্রে নিশ্চয়ই হস্তগত হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

কালুর দল বা গঙ্গারাম ও তাহার সঙ্গী এক্ষণে আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে যে, এই দুই দুর্ব্বৃত্তের কাল পূর্ণ হইয়াছে,—আর তাহাদের দেরি নাই। এক্ষণে একমাত্র সুশীল বাবুর শরণাপন্ন হওয়া,—তাহাই তাহারা হইয়াছে। তাহারা কোনক্রমেই ইহাদিগের নিকট আসিবে না,—ইহাদের কোনরূপ সম্বাদ দিবে না। সুতরাং উষা সম্বন্ধে ইহারা কিছুই জানিতে পারিবে না।

তবে আজ রাত্রে গঙ্গারাম ও কানাই উষাকে না আনিলে তাহারা কি করিবে ইহাই বিবেচ্য। তাহা হইলে সন্দেহ করিয়া ভয়ে ইহারা কি পলাইবে? ইহাদিগকে কোনমতেই পলাইতে দেওয়া হইবে না। খুব সম্ভব, সমস্ত নগদ টাকা লইয়া নিরুদ্দেশ হইবে। ইহাতে উষার সমূহ অনিষ্ট হইবে—সুতরাং ইহা কিছুতেই করিতে দেওয়া হইবে না। সুশীল বাবু মনে মনে এ বিষয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

আর এখানে থাকিয়া কোন ফল নাই। এখানে যাহা জানিবার, তাহার সমস্তই জানা হইয়াছে। এখানে উষার সন্ধান হইবে না,—এক্ষণে প্রথমে উষার সন্ধান করিতে হইবে। যেরূপে হউক, তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতেই হইবে। তাহাকে না পাইলে, তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, তিনি তাহার জন্য প্রকৃতই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সে কোথায় কাহার সঙ্গে গিয়াছে, তিনি অনেক ভাবিয়াও তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনের লোকেই তাহাকে লইয়া গিয়াছে,—সেই জন্যই ছুটিয়া তাহাদের বাড়ীর নিকট আসিয়াছিলেন,—এখন জানিলেন, তাহা নহে,—তাহারা তাহার বিষয় কিছুই জানে না।

তবে সে কাহার সহিত কোথায় গেল? পরিচিত লোকের সঙ্গে গিয়াছে—না, তাহার কোন শত্রুহস্তে পড়িয়াছে।

সুশীল বাবু তাহার বিশ্বস্ত দুইজন লোককে হারাণ ও গোবর্দ্ধনের পাহারায় রাখিয়া উষার অনুসন্ধানে চলিলেন। তিনি সেই রাত্রেই আবার দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরস্থ বাগানে আসিলেন। মালির সঙ্গে দেখা করিলেন,—কিন্তু নূতন কোন সম্বাদই পাইলেন না।

সুশীল বাবু হতাশচিত্তে বহুক্ষণ গঙ্গাতীরে বসিয়া ভাবিলেন, তিনি বহুতর কঠিন সমস্যা ভেদ করিয়াছেন,—কিন্তু এ অবস্থায় কখনও পড়েন নাই।

তিনি হতাশভাবে সেস্থান পবিত্যাগ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাব মনে একটী কথা উদিত হওয়ায় আবার বসিলেন।

তিনি ভাবিলেন, "কাল রাত্রে উষা অন্য কাহারও সঙ্গে গিয়াছে,—সে তাহার জন্য পালকি আনিয়া অপেক্ষা কবিতেছিল, এই লোক তাহার পরিচিত হইতে পারে, অথবা না হইতে পারে। তাহার সহিত তাহাব অনেক কথা হইয়াছে,—তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে, এরূপ আত্মীয় বন্ধুর কথা সে বলে নাই,—বরং পুনঃপুনঃ বলিয়াছিল যে, তাহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেহ নাই।

তাহাই যদি হয়,—তবে সে আবার শত্রু হস্তে পড়িয়াছে। হয়তো কেহ তাহাকে দেখিয়াছিল,—তাহাব রূপে উন্মত্ত হইয়া, তাহাকে উদ্ধার কবিবাব ভাণ করিয়া, তাহাকে হস্তগত করিয়াছে। না জানি, তাহার কত লাঞ্ছনা করিয়াছে? সুশীল বাবুর মস্তক হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি তাহাকে বিপদে-আপদে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন,—ইহাই কি সেই অঙ্গীকারের ফল?"

যে কথা সহসা তাঁহাব মনে উদিত হওয়ায়, তিনি উঠিতে গিয়া বসিযাছিলেন, সেই কথা তাঁহাব মনে আবার উদিত হইল, তিনি ভাবিলেন, সে যাহার সঙ্গেই যাউক না কেন, এখানে তাহার অনুপস্থিতে কি ঘটিয়াছে, তাহা তাহার জানিতে ইচ্ছা হউক আর না হউক,—তাহার সমভিব্যাহারি লোকের নিশ্চয়ই

হইবে,—দিনের বেলা সে কখনও সাহস করিয়া আসিবে না,—নিশ্চয়ই রাত্রে আসিবে? উহার অন্তর্ধানে কি ঘটিয়াছে, তাহা যে সে অনুসন্ধান করিবে না, ইহা কখনও হইতে পারে না।—সে কখনই এরূপ অবস্থায় নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিবে না। সে নিশ্চয়ই আসিবে। আসুক আর নাই আসুক,—আমাকে এই রাত্রে এখানে পাহারায় থাকিতে হইল! বিশেষতঃ, আজ রাত্রে যখন এ পর্য্যন্ত কোন সূত্র পাই নাই,—তখন তাহার কোথায় কি অনুসন্ধান করিব?

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া মৃণাল বাবু গঙ্গাতীর হইতে উঠিয়া, ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর দিকে আসিলেন।

কেহ কোথাও নাই। তিনি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, একটী ঘরে অন্ধকারে লুক্কায়িত হইলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে আরম্ভ হইল। কোনদিকেই কোন শব্দ পর্য্যন্ত নাই। নীরবে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া, মৃণাল বাবুর চক্ষে তন্দ্রা আসিল। তিনি প্রাচীরে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন।

বোধ হয়, তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা কি জন্য তিনি জানেন না,—একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুশীল বাবুর আবির্ভাব।

তখনও ঘুমের ঘোর থাকায় তিনি প্রথমে কিছু স্থির করিতে পারিলেন না,—কতকক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন,—তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তবে গৃহ মধ্যে কেহ যে একটা আলো আনিয়াছিল,—তাহা তাহার স্পষ্ট মনে পড়িল,—তবে এই গৃহ মধ্যে কেহ না কেহ আসিয়াছিল। এই রাত্রে এই নির্জ্জন বাড়ীতে অপর লোক কি করিতে আসিয়াছিল? সে কে?

সুশীল বাবু সশস্ত্র ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ভীত হইবার লোক নহেন। তিনি ব্যাপার কি দেখিবার জন্ম নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—কোনদিকে কোন শব্দ নাই, রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

বাড়ীর প্রতি ঘরের দিকে বিশেষ করিয়া চাহিলেন,—কিন্তু কোন দিকে কোন আলো দেখিতে পাইলেন না। তবে কি তাহার ভুল হইল?

না,—অসম্ভব। গৃহ মধ্যে সহসা আলো না আসিলে বা কোন শব্দ না হইলে কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত না। ভুল তাঁহার কোনক্রমেই হয় নাই।

বাড়ীর কোন গৃহে কাহাকে না দেখিয়া সুশীল বাবু বাগানে বাহির হইলেন। বাহিরের চারিদিকেই অন্ধকার। সহসা দূরে তিনি যেন একটা আলো দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্ম দেখিতে পাইলেন, আর দেখিতে পাইলেন না—

প্রথমে তাঁহার মনে হইল, হয়তো তাঁহার ভুল হইয়াছে, কিন্তু

তৎক্ষণাৎ দূরে আবার আলোটা মুহূর্ত্তের জন্য ঝকিল। এবার ভুল নহে। যথার্থই একটা আলো,—আলেয়ার ন্যায় মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতেছে—আবার নিবিয়া যাইতেছে ?

সুশীল বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া আলোকটী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, কোন একটী লোক এই আলো হাতে করিয়া লইয়া যাইতেছে। এত রাত্রে এ লোক কে ?

তিনি সত্বরপদে আলো ধরিয়া সেই দিকে দ্রুতপদে চলিলেন। দেখিলেন, আলো মালিব ঘরের দিকে যাইতেছে।

তিনি আরও দ্রুতপদে চলিলেন। নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, একটী লোক আলো ধরিয়া যাইতেছে! সুশীল বাবু অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার নিকটস্থ হইলেন। দেখি-লেন, একটী বালক,—বয়স ১৫।১৬ বৎসবেব অধিক নহে। ভদ্রলোকের ছেলে স্পষ্টই দেখিলে বুঝিতে পাবা যায়। পায়ে জুতা,—গায়ে একটী ভাল কোট!

এ বালক এত রাত্রে কি জন্য এই নির্জ্জন উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছে। বালক কোথায় যায়, কি করে, সুশীল বাবু তাহাই দেখিবার জন্য তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে নিঃশব্দে চলিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এই বালকই আলো লইয়া গৃহ মধ্যে গিয়াছিল। ইহারই আলো নিশ্চয়ই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

তিনি দেখিলেন, বালক মালির ঘরে গিয়া দ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিল। অমনি মালি ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া বলিল, "বরেন বাবু এসেছ ?"

বরেন বলিল, "হাঁ,—কেহ আসিয়াছিল ?"

"হাঁ,—ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।"

"কি—কি ?"

"চারজন লোক তাকে নিতে এসেছিল, এমন সময়ে গঙ্গারাম আর দুইজন লোক সঙ্গে করে আসে,—দুই দলে মহা দাঙ্গা হয়। তার পর গঙ্গারামের সঙ্গের লোক তাদের ঘাল ক'রে বেঁধে ফেলে।"

"তার পর—তার পর ?"

"তার পর তাদের কি বন্দোবস্ত হলো, তার পর সকলে এখান থেকে চলে গেল।"

"আর তার বিষয় ?"

"সে কেমন ক'রে কোথায় পালিয়েছে তারা কিছুই ঠিক কর্ত্তে পারে নি। আমায় হাজার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।"

"গঙ্গারামের সঙ্গে যে এসেছিল, সে কে ?"

"শুন্‌লেম, সে একজন পুলিসের দারোগা।"

"তাহা হইলে পুলিসে খবর পেয়েছে।"

"হাঁ,—তাই বোধ হচ্ছে।"

"এই পুলিসের দারোগার নাম কি শুনেছ ?"

"হাঁ—গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বল্লে, "ইনি সুশীল দারোগা।"

"কি ?—কি ?"

"সুশীল দারোগা।"

"সুশীল বাবু ?"

"হাঁ—গঙ্গরাম তো তাই বল্লে।"

"তিনি এই সুশীল বাবুর সন্ধান চান। সুশীল বাবু কোথায় আছেন জান।"

"না,—তা জানি না।"

উপস্থিত সময় ভাবিয়া সুশীল বাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সুশীল বাবু এই উপস্থিত আছেন।"

সহসা অন্ধকার রাত্রে সুশীল বাবুর কথা শুনিয়া উভয়েই সভয়ে তাঁহার দিকে চমকিত হইয়া ফিরিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বালকের বুদ্ধি।

উভয়েই নিতান্ত ভয় পাইয়াছে দেখিয়া সুশীল বাবু তাহাদের আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "ভয় নাই,—তোমরা সুশীল বাবুর নাম করিতেছিলে,—আমারই নাম সুশীল বাবু।"

নরেন বালক বই নহে,—কিন্তু সে সাহসে অতুলনীয় ছিল,—বুদ্ধিও তাহার বিশেষ তীক্ষ্ণ। সে প্রথমে ভীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শীঘ্রই আত্মসংযম করিয়া বলিল, "আপনার নাম সুশীল বাবু?"

"হাঁ,—কে আমার কথা বলিয়াছে?"

"আপনি এখানে কেন?"

"আমি ঊষার সন্ধানে এখানে আসিয়াছিলাম।"

"আপনি তাহার কথা কিরূপে জানিলেন?"

সুশীল বাবু এই বালকের বুদ্ধি ও সাবধানতায় বিশেষ প্রীত হইলেন। বুঝিলেন, তিনি প্রকৃতই সুশীল বাবু কি না—তাহাই জানিবার জন্য এই বালক তাহাকে এত জেরা করিতেছে।

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমার উপর বড়ই প্রীত

হইয়াছি। তোমার সন্দেহ করাই উচিত। তবে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই,—আমিই সুশীল বাবু।”

“কিরূপে জানিলেন, তিনি এখানে আছেন?”

“আমি গঙ্গারামের নিকটই শুনিয়াছি।”

“সে যে বলিল?”

বরেনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই সুশীল বাবু গঙ্গারাম সম্বন্ধে সকল কথাই তাহাকে বলিলেন। শুনিয়া বোধ হয় বরেন তাহার কথা বিশ্বাস করিল। মালিও বলিল, “এই বাবুই গঙ্গারামের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।”

সুশীল বাবু বলিলেন, “এখন বোধ হয় আর তোমার আমার উপর অবিশ্বাস নাই। এখন বোধ হয় তুমি উষার কথা আমায় বলিতে আর ইতস্ততঃ করিবে না। আমি উষার সন্ধানেই আবার এখানে আসিয়াছি। তোমার সঙ্গেই কি উষা গিয়াছে?”

বরেন বাবুও ইতস্ততঃ করিল। সুশীল বাবু বলিলেন, “যদি এখনও বিশ্বাস না হয়,—আমাকে উষার নিকট লইয়া চল,—সে আমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে।”

“আপনি যদি যথার্থ সুশীল বাবু হন, তাহা হইলে তিনি আপনারই সন্ধান করিতেছেন।”

“তাহা হইলে তিনি আপনার সঙ্গেই গিয়াছেন।”

“হাঁ,—তিনি বিপদে পড়িয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া গিয়াছি।”

“আপনি তাহাকে পূর্ব্বে চিনিতেন?”

“না,—আমি মাঝে মাঝে এই বাগানে বেড়াইতে আসিতাম। এই মালির সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। সেদিন এখানে বেড়াইতে

আসিলে তিনি আমাকে জানালা দিয়া দেখিতে পান। আমাকে জানালা দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, যে কতকগুলি লোক তাহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছে। যদি আমাকে বাহির করিয়া দেন, তবে বড় ভাল হয়।"

"তারপর ?"

"তাহার পর আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমি এখনই পুলিসে খবর দিয়া, পুলিস আনিয়া, আপনাকে খালাস করিতেছি। তিনি বলিলেন,—না—যাহাতে গোল না হয়,—কেহ জানিতে না পারে, সেই রকমে তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমি তখন টাকার লোভ দেখাইয়া মালিকে হাত করিলাম,—কিন্তু সে বলিল, যদি দরজা খুলিয়া বাহির করিয়া দি,—তাহা হইলে তাহারা আমাকে প্রাণে রাখিবে না। তখন আমরা দুইজনে অনেক পরামর্শ করিলাম। মালি লোক ভাল,—সে কেবল টাকার লোভে তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল—সে জানিত, গঙ্গারাম তাহাকে ভাল মৎলবে এখানে আনে নাই, এইজন্য তিনি বাহির হইয়া গেল। সে সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট নহে,—তবে সে যেন কোন বিপদে না পড়ে।"

"তাহার পর তোমরা কি করিলে ?"

"আমরা স্থির করিলাম, জানালার গরাদে খুলিয়া তাঁহাকে জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিব। তাহা হইলে মালিকে কেহ সন্দেহ করিবে না,—ভাবিবে, তিনি জানালা দিয়া পালাইয়া গিয়াছেন।"

"তাহা হইলে ঘরে গিয়া তোমরাই গরাদে খুলিয়াছিলে ?"

"হাঁ,—বিছানার চাদর ঝুলাইয়া তিনি নামিয়া পড়েন,—আমি

তাঁহাকে বাহিরে জানালার নিচে থাকিয়া ধরিয়া লই। আগে হইতেই একখানা পাল্কি জানালার বাহিরে আনিয়া রাখিয়াছিলাম, তিনি নামিয়া আসিলে আমি তাঁহাকে পাল্কি করিয়া লইয়া যাই।”

“আর মালি ঘরে জানালার গরাদে ঠিক করিয়া রাখিয়া বাহির হইতে দরজায় চাবি দিয়া যায়,—এই নয় কি?”

“হাঁ,—চাদরের এক কোণ গরাদেতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল,—লোককে ভুলাইবার জন্যই এ রকম করা।”

“আমি পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারি নাই,—তোমাদের বাহাদুরি আছে, সহস্রবার বিশ্বাস করি।”

“এ রকম না করিলে মালির উপর তাহারা সন্দেহ করিত,—মালিও বিপদে পড়িত।”

“খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ—আমি পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। মালি যাহা করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে দুঃখিত হইতে হইবে না। নিশ্চয়ই উষা তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবে। আপনি নিশ্চয়ই এখানে নিকটে থাকেন।”

“হাঁ,—দক্ষিণেশ্বরে আমাদের বাড়ী।”

“আপনি কি করেন?”

“স্কুলে পড়ি,—আমার বাবা কলিকাতায় সওদাগরি আপিসে কাজ করেন।”

“উষা আপনাদের বাড়ীতেই আছে?”

“মাপ করিবেন,—ঐ কথাটী বলিতে পারিব না।”

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আবার নিরুদ্দেশ।

সুশীল বাবু জীবনে এরূপ বিস্মিত হন নাই। যে বিষয় তিনি অনেক চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিতেছিলেন না,—এই বালক তাহার সেই সমস্ত সমস্যাই দূর করিয়া দিল,—কিন্তু আসল কথা,—উষা কোথায় আছে,—তাহা সে বলিতে পারে না।

এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে যে কথা উদিত হইল,—তাহার জন্য তিনি মনে মনে নিজে লজ্জিত হইলেন।

তাহার মনে হইয়াছিল, হয়তো ইহাতে ও উষাতে প্রণয় জন্মিয়াছে। তৎপরমুহূর্ত্তেই তিনি মনে মনে হাসিলেন। এই বালকের বয়স পনের ষোল বৎসর,—উষার বয়স ইহাপেক্ষা দুই এক বৎসর অধিক ব্যতীত কম নহে। ইহাদের উভয়ের ভালবাসা হাস্যজনক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তিনি বিস্মিতভাবে বরেনের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কেন বলিতে পার না ?"

বরেন আবার মৃদুস্বরে বলিল, "মাপ করিবেন, এ কথাও বলিতে পারিব না।"

সুশীল বাবু প্রকৃতই বিপদে পড়িলেন। উষা যে এই বালকের সাহায্যে এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে এই বালকের সঙ্গেই গিয়াছে,—এই বালকই তাহাকে খুব সম্ভব তাহার নিজ বাড়ী লইয়া গিয়াছে,—অথবা অন্য কোন স্থানে রাখিয়াছে। একটু পূর্ব্বে বলিতেছিল যে, উষা তাঁহা-

রই সন্ধান করিতেছ অথচ সে কোথায় আছে তাহা বলিতে চাহে না কেন? নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে গুরুতর রহস্য আছে। নতুবা সকল কথা বলিয়া এ কথা বলিতে চাহিতেছে না কেন?

সুশীল বাবু এ পর্য্যন্ত অনেক রহস্য ভেদ করিয়াছেন,—কিন্তু এরূপ রহস্যের উপর রহস্য উদ্ভেদ কার্য্যে কখনও পতিত হয়েন নাই।

তিনি বালককে কি বলিবেন,—কি জিজ্ঞাসা করিবেন,—কি রূপে তাহার নিকট হইতে উষার ঠিকানা জানিতে পারিবেন,—তাহার তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমাকে এখনও সন্দেহ করিতেছ,—তাহাই উষা কোথায় আছে তাহা বলিতেছ না?"

"সন্দেহ করিলে এত কথা বলিতাম না।"

"তবে কেন বলিতেছ না। তুমি নিশ্চয়ই উষার কাছে শুনিয়াছ যে, আমি তাহারই ভালর জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেছি।"

"তাহা সব শুনিয়াছি।"

"তবে আমাকে তিনি কোথায় আছেন বলিতেছ না কেন? আমি তাহার পিতার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে দেওয়াইয়া দিব তাহার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি,—তাহারই জন্য এখানে আসিয়াছি। তিনি তোমাদের বাড়ীতে আছেন—না?"

"আমাকে মাপ করুন।"

সুশীল বাবু রাগত হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু কষ্টে আত্ম-সংযম করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এমন অবাধ্য মূর্খ ছেলেতো আর দেখা যায় না।"

তিনি রুঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমাকে আমায় তাহার ঠিকানা বলিতেই হইবে। তুমি জান, আমি তোমাদের দুইজনকেই এখনই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে পারি।"

"কেন? আমরা কি করিয়াছি?"

"কি করিয়াছ—জান না? ভদ্রলোকের মেয়েকে এখান হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছ—ইহাতে দশ বৎসর জেল হয়।"

"তিনি ইচ্ছা করিয়া গিয়াছেন। বদমাইশে তাহাকে এখানে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা তাহাকে উদ্ধার করিয়াছি।"

সুশীল বাবু বুঝিলেন, ভয় দেখাইয়া কোন কাজ হইবে না। তাহাই তিনি স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "সে তো ভাল কাজই করিয়াছ,—তাহাতো বলিতেছি। তবে এখন আমাকে তাহার ঠিকানা বলিতেছ না কেন? দেখিতেছ, আমি তাহার ভালর জন্যই তাহার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি।"

"মহাশয়, মাপ করিবেন।"

"কি, মাপ করিব। তুমি একটু আগে মালিকে বলিতেছিলে যে, তিনি আমার সন্ধান করিতেছেন।"

"এখন নয়,—সেইদিন রাত্রে পাল্কিতে উঠিবার আগে আমায় বলিয়াছিলেন, যদি সুশীল দারোগা বলিয়া একজন ভদ্রলোককে দেখিতে পাও,—আমার কথা বলিও। সেই সময় তিনি আপনি কে,—কিরূপে আপনার সঙ্গে আলাপ হইল,—এই সমস্ত আমায় বলিয়াছিলেন।"

"তবে সন্দেহ করিয়া আমাকে তাহার ঠিকানা বলিতেছ না কেন?"

"সন্দেহ করিতেছি না।"

"তবে বলিতেছ না কেন?"

"মাপ করুন।"

এবার ক্রোধে সুশীলবাবু উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কিন্তু রাগ করিলে কাজ হয় না। অতি কষ্টে ক্রোধ-সম্বরণ করিয়া কপট রোষকষায়িতলোচনে মালির দিকে ফিরিয়া, গর্জ্জিয়া বলিলেন, "তুই বেটা জানিস—বল, সে কোথায় আছে?"

সে কাতরে যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, আমি কিছুই জানি না।"

"সে কোথায় আছে?"

"তা আমি জানি না। তিনি কখন পাল্কিতে উঠে কোন্‌দিকে গেছেন,—তা আমি দেখি নাই। তখন আমি উপরের ঘরের গরাদে ঠিক করিয়া দরজায় চাবি দিতেছিলাম।"

"বেটা, আগে তুই বলেছিলি, তুই কিছুই জানিস না।"

বালক বরেন বলিল, "আপনি অনর্থক উহাকে ধমক দিতেছেন, ও জানে না। ও তখন যথার্থই উপরে ছিল।"

সুশীল বাবু ক্রোধপূর্ণ-স্বরে বলিলেন, "ও না জানে,—তুমিতো জান। বল, ঊষা কোথায় আছে? আমি সহজে তোমায় ছাড়িতেছি না।"

বরেন ধীরে ধীরে বলিল, "তাহা আমিও জানি না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হতাশ।

ঊষার ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সুশীল বাবু নানারূপে বিস্মিত হইয়াছিলেন,—তাহাকে গোয়ালন্দে পদ্মার তীরে প্রথম দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলেন,—সেই পর্য্যন্ত প্রতি পদে পদে বিস্ময়ের উপর বিস্ময় দেখিতেছেন,—পদে পদে বিস্মিত হইতেছেন কিন্তু এই বালকের কথায় তিনি যেরূপ বিস্মিত হইলেন,—সেরূপ আর এ পর্য্যন্ত হন নাই!

প্রকৃতই তিনি বিস্ফারিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ বালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "তুমিও জান না—সে কি!"

"প্রকৃতই আমিও জানি না।

"এ কি আমায় হাবা বুঝাইতেছ?"

"না মহাশয়, যথার্থই বলিতেছি। এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না বলিয়াই আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছিলাম না।"

"তুমি কৌশলে বাড়ীর ভিতর হইতে রাত্রে বাহির করিয়া লইয়া গেলে,—তুমি তাহাকে পাল্কিতে তুলিয়া দিলে,—তুমি সেই পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে গেলে—"

"সঙ্গে সঙ্গে যায় নাই,—পাল্কি আগে চলিয়া গিয়াছিল—"

"না হয়, তাহাই হইল। বেহারাদের তো বলিয়া দিয়াছিলে, পাল্কি কোথায় লইয়া যাইবে?"

"আমাদের বাড়ীতে।"

"তোমাদের বাড়ীতে তিনি পাল্কি করিয়া গেলেন,—আর এখন বলিতেছ, তিনি কোথায় আছেন জান না! তুমি কি উন্মাদ?"

"এই কথা বলিবেন বলিয়াই এতক্ষণ বলি নাই।"

বরেন যেরূপ ভাবে এই কথা বলিল, তাহাতে সুশীল বাবু বুঝিলেন যে, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে না। মিথ্যা কথা বলিলে তাহার এ ভাব হয় না। তিনি আরও বিস্মিত হইলেন। উষার জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এ আবার কি নূতন রহস্য!"

তিনি বরেনকে বলিলেন, "কি হইয়াছে, আমায় সব খুলিয়া বল।"

"আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না।"

"না—বিশ্বাস করিব,—বল।"

"কেহ বিশ্বাস করিবে না আমি জানি।"

"তোমাকে বুদ্ধিমান ছোকরা মনে করিয়াছিলাম,—এখন দেখিতেছি, তুমি পাগল—উন্মাদ!"

"এইজন্যই বলিতেছি না,—বলিলে বিশ্বাস করিবেন না,—আরও পাগল মনে করিবেন।"

"যাহাই হউক না কেন,—আমি সব শুনিতে চাহি।"

"যখন নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তখন অগত্যা আমাকে বলিতে হইল। আমি জানি, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না।"

"বিশ্বাস করি না করি পরে বিবেচনা করিব।"

"তবে শুনুন।"

"বল—আর বিরক্ত করিও না।"

"আমি তাহার কথা এখানে শুনিয়া তখন বাড়ীতে গিয়া মাকে সকল কথা বলি। তিনি তাহাকে বাড়ীতে রাখিতে সম্মত হন। তিনিই পাল্কি ভাড়ার জন্য টাকা দেন। আমি তাহাকে পাল্কিতে তুলিয়া দিলে পাল্কি বেহারারা জোরে আমাদের বাটীতে লইয়া যায়,—খুব জোরে যাইতে আমিই তাহাদের বলিয়া দিয়াছিলাম,—কাজেই আমি পাল্কির পেছনে পড়িয়া যাই।"

"তাহার পর।"

আমাদের বাড়ীর কাছেই একটা বাগান, সেই বাগানের মধ্য দিয়া পথ। বাগানের ভিতর আমি গিয়া দেখি, বেহারারা পাল্কি নামাইয়া গোল করিতেছে। আমি তাহাদের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে, এখানে পাল্কি নামাইয়া গোল করিতেছিস কেন?" তাহারা বলিল, "গিন্নি মা পাল্কি নামাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাই নামাইয়াছি।"

"তিনি কই?"

"ঐদিকে বাগানে গিয়াছেন।"

"কেন?"

"তা কিছু বলেন নাই,—বোধ হয় প্রস্রাবের পীড়া—"

আমিও তাহাই ভাবিলাম। প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তবুও তিনি আসিলেন না। আর পাঁচ মিনিট কাটিল, তবুও তিনি না আসায় আমি ব্যস্ত হইয়া বাগানের ভিতর অগ্রবর্ত্তী হইলাম। কোন দিকে কেহ নাই। আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করিলাম। এই রূপে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তবুও তিনি না ফেরায় আমি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বেহারাদিগকে বাগান খুঁজিতে বলিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। সেখান হইতে ৪।৫ জন চাকর লণ্ঠন লইয়া

আসিয়া সমস্ত বাগান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, দুই দিকে পথে লোক পাঠাইলাম, কিন্তু তাঁহাকে আর কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না। তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, তাঁহার যে কি হইয়াছে, তাহার আমি কিছুই জানি না।"

সুশীল বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে, কেহ তোমার এই অত্যদ্ভুত গল্প বিশ্বাস করিবে?"

বরেন বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "এইজন্যই বলিতে চাহিতেছিলাম না।"

সুশীল বাবু এই বালকের কথা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিলেন না বটে, কিন্তু তাহার ভাবে ও স্বরে অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ ছিল না। প্রকৃতই তিনি কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

বরেন বলিল, "যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চলুন আমার বাড়ীতে। বাড়ীর সকল লোকেই এ কথা জানে। বেহারাদেরও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমার মিথ্যা কথা বলিয়া লাভ কি? তিনি বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে এ বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি এই রকম করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, আমি কি খুসি হইয়াছি মনে করেন?"

"তিনি ইচ্ছা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।"

"তিনি পাল্কি নিজেই নামাইতে বলিয়াছিলেন,—নিজেই ইচ্ছা করিয়া বাগানের ভিতর গিয়াছিলেন।"

"হাঁ,—ইহাই সম্ভব, তাহার শত্রুদলের কেহ কেহ না তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।"

"আমরা কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।"

"তাঁহারা কি তোমায় দেখা দিবে। সম্ভবতঃ, তিনি প্রস্রাব করিবার জন্যই বাগানের ভিতর গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলে। তাহার পর ধরা ধরি করিয়া লইয়া জঙ্গলে পালাইয়াছে।"

বালক বরেন এ কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তৎপর ধীরে ধীরে বলিল, "তাহাই সম্ভব। না হইলে তিনি না বলিয়া এমন করিয়া যাইবেন কেন?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বরেন।

বালক যে সত্য কথা বলিয়াছে, তাহা এক্ষণে সুশীলবাবু ধ্রুব নিশ্চিত বুঝিলেন। বুঝিয়া তাঁহার হৃদয় হতাশে পূর্ণ হইয়া গেল। একটু পূর্ব্বে বালক বরেনকে পাইয়া তাঁহার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তেমনই আবার হতাশে পূর্ণ হইয়া গেল। কিরূপে কোথায় তাহাকে পাইবেন? তাহাকে শীঘ্র না পাইলে গোবর্দ্ধন ও হারাণেরও কিছু করিতে পারিবেন না। যদি তাহারা উষাকে হস্তগত করিতে না পারে, তবে তাহারা এখন আর অধিক দিন তাহার অপেক্ষায় থাকিবে না। এখন জানিয়াছে, তিনি তাঁহাদের সকল কীর্ত্তিই জানিতে পারিয়াছেন, সুতরাং আর অধিক দিন এ দেশে থাকিলে বিপদে পড়িতে হইবে,—তাহারা তাহার টাকাকড়ি সমস্ত হস্তগত করিয়া কোন দূরদেশে গিয়া গা ঢাকা দিবে?

সুশীল বাবু এ সকল মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু বুঝিয়া কোনই ফল হইতেছে না,—ঊষাকে না পাইলে কোনই কিছু হইবে না।

ঊষাকে পাইয়াও হারাইলেন। অনেক কষ্টে গঙ্গারাম ও কানাইকে হাত করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়া এই বাগানে আসিয়াছিলেন। প্রায় প্রাণ হারাইয়া কালুর দলকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ভাবিলেন, ঊষাকে পাইলেন,—কিন্তু হায়, সে বিষয়েও হতাশ হইলেন।

আজ রাত্রে বরেনকে পাইয়া তাঁহার হৃদয় আশায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ভাবিলেন, এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ হইল? কিন্তু এ আবার কি? এ আবার কি রহস্য?

ঊষা এরূপে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল। সে কি ইচ্ছা করিয়া গিয়াছে? এই বালকের সাহায্যে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া সে কি ইহাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে অনিচ্ছুক হইয়াছিল,—ভাবিয়াছিল, হয়তো অপরিচিত লোকের সহিত অপরিচিত স্থানে থাকিলে সে আবার বিপদে পড়িতে পারে? তাহাই কি সে কৌশলে পাল্কি হইতে পলাইয়াছে? না,—আবার সে শত্রুহস্তে পড়িয়াছে? এটা স্থির—বালক যাহা বলিতেছে, তাহা মিথ্যা নহে।

তিনি তাহার নিকট আরও কিছু যদি জানিতে পারেন সেই আশায় বলিলেন, "তুমি আজ রাত্রে এখানে কি করিতে আসিয়াছিলে?"

"যদি মালির কাছে তাঁহার কোন সন্ধান পাই।"

"দিনে আইস নাই কেন কেন?"

"ভয়ে।"

"কিসের ভয় ?"

"তিনি বলিয়াছিলেন, আর একটী ছোকরা উপকার করিতে গিয়া খুন হইয়াছে—তাহাই আমাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিয়া ছিলেন। সেই জন্ত আমি দিনে এদিকে আসি নাই। একটু রাত হইলে মালির কাছে আসিয়াছিলাম।"

"তুমি কি আমাকে বাড়ীতে দেখিতে পাইয়াছিলে ?"

"না,—দেখিতে পাই নাই।"

"বাড়ীতে গিয়াছিলে ?"

"কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই দেখিয়া, তিনি যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরটা দেখিতে গিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, হয়তো তিনি ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘরেই আছেন।"

"তার পর ?"

"তার পর ঘরে চাবি দেওয়া আছে দেখিয়া, ফিরিয়া মালিকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম।"

"আর কোন ঘরে যাও নি ?"

"না।"

সুশীল বাবু বুঝিলেন, বালকের হস্তস্থ লণ্ঠনের আলো বাহির হইতে তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

তিনি বলিলেন, "আর কোনও সন্ধান পাও নি ?"

"না—কিছুই না।

সুশীল বাবু বলিলেন, "তুই আর কিছু সন্ধান পেয়েছিস্ ?"

"না, হুজুর কিছুই না।"

"দেখিস, মিথ্যা কথা বলিলে মারা যাবি।"

"হুজুর, আমি আর কিছুই জানি না।"

সুশীল বাবু বুঝিলেন, ইহাদের নিকট আর কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এখানে আর সময় নষ্ট করা অনর্থক। এখন উবার সন্ধান সম্বন্ধে কি করা না করা উচিত,—সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই সকল ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "এখন আমি যাইতেছি, যদি তোমরা কোন খবর পাও, আমায় বলিও।"

"কোথায় আপনার দেখা পাইব ?"

"কলিকাতা সিমলায় আমার বাড়ীর ঠিকানায় পত্র লিখিলেই আমি পাইব।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

সুশীল বাবু বাড়ী ফিরিলেন না। আবার হারাণ ও গোবর্দ্ধনের সন্ধানে বেলঘরিয়া আসিলেন। তাঁহার গাড়ী সর্ব্বদাই দূরে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল।

তিনি দুইজন লোককে তাহাদের পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বদাই ভয়, কখন তাহারা পালায়। তাহারা একবার সরিয়া পড়িলে তাহাদের ধরা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন। শুনিলেন, তাহারা কোথায় যায় নাই,—বাড়ীতেই আছে। অন্য কেহ তাহাদের বাড়ীতে আসে নাই, কেবল গঙ্গারাম আসিয়াছিল, সে দুইঘণ্টা বাড়ীর ভিতর থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এ সম্বাদে সুশীল বাবু বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি গঙ্গারামকে বলিয়াছিলেন, ইহাদের সঙ্গে দেখা করিতে। আর দিনকত সময় লওয়াই উদ্দেশ্য।

গঙ্গারামও তাঁহার হুকুম মত কার্য্য ক'রিয়াছিল। সে রাত্রে উষাকে তাহাদের নিকট আনিবার কথা ছিল। কিন্তু উষা নিরুদ্দেশ। এ কথা গোবর্দ্ধন ও হারাণ জানিতে পারিলে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিবে না, সরিয়া পড়িবে। তাহা হইলে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে। সেই জন্য গঙ্গারাম সুশীল বাবুর উপদেশ অনুসারে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া বলিল, "তাহার ভারি জ্বর হইয়াছে, তাহাকে আজ আনিতে পারিলাম না।"

এ কথা শুনিয়া উভয়ে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল! হারাণ রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "বেটা, তোমাদের বজ্জাতি আমি বুঝিয়াছি,—বিশেষ শিক্ষা পাইবি দেখিতেছি।"

ইহাতে গঙ্গারাম ভীত হইল না। বলিল, "অনেক বেটা শিক্ষা দিয়াছে,—তুমি বাকি আছ। মুখ সাম্‌লাইয়া কথা কহিও, না হইলে এখনই সুশীল দারোগাকে গিয়া সব বলে দিয়ে তোমাদের পুলি-পোলাও পাঠাব।"

ক্রোধে হারাণের মুখ লাল হইয়া গেল, সে কি বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু গোবর্দ্ধন তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "ঘরোয়া ঝগ্‌ড়া ক'রে কোন লাভ নাই। গঙ্গারাম, শুনেছতো, সুশীল দারোগা আমাদের পেছনে লেগেছে।"

"হাঁ—শুনেছি।"

"কাজেই আমাদের কাজ শীঘ্র হাসিল কর্ত্তে না পাল্লে সমস্ত কাজ পণ্ড হবে। তোমার উচিত ছিল, তাকে পাল্কি করে আনা।"

"তার ভারি জ্বর,—তাকে তোলা যায় না।"

"যদি তাই হয়,—চল, সে কোথায় আছে সেইখানে,—তা হলেই কাজ হবে। তার সঙ্গে দেখা হলেই সব গোল মিটে যাবে। আর দেরী নয়,—উঠ হারাণ।"

হারাণ উঠিল, গোবর্দ্ধনও উঠিল, কিন্তু গঙ্গারাম নড়িল না, বলিল, "উঁহু, তা হচ্ছে না। তোমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারি না।"

"কেন?"

"কারণ আছে।"

"কি কারণ বল?"

"তা বল্‌বো না।"

এবার গোবর্দ্ধনও ক্রোধ-সম্বরণ করিতে পারিল না,—বলিল, "তোমাদের আরও কিছু টাকা আদায় করার ইচ্ছা।"

"যা বলেছ তাই দিলেই খুসি।"

"টাকা মজুত আছে। সে যেখানে আছে, সেইখানে আমাদের নিয়ে চল,—এইরাত্রেই সমস্ত টাকা দিব।"

"নিয়ে যাবার উপায় থাক্‌লে নিয়ে যেতাম।"

"সে কি! নিয়ে যাবার উপায় নাই কেন?"

"তোমাদেরই জন্যে।"

"সে কি! তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।"

"আমি তাকে যেখানে যাদের বাড়ী রেখেছি—তারা তোমাদের পরম শত্রু,—তোমরা গেলেই পুলিসে ধরিয়ে দেবে।"

এ কথায় গোবর্দ্ধন ও হারাণ উভয়েই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। গোবর্দ্ধন বলিল, "কে তারা?"

"নাম নাই—শুনিলে?"

"তাহাতে আমাদের ভয় কি?"

"ভয় আছে।"

গোবৰ্দ্ধন ও হারাণ কত জনের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—সুতরাং তাহাদের শত্রুর অভাব নাই। এ সম্বন্ধে গঙ্গারামের সঙ্গে অধিক আলোচনা করিতে গোবৰ্দ্ধন ইচ্ছুক হইল না। বলিল, "যাই হ'ক,—আমরা না হয়, নাই গেলাম। তুমি কাল এখানে তাকে আন্‌তে পার্ব্বে।"

"একটু ভাল হলেই আন্‌বো। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।—তোমাদের যেমন তাড়াতাড়ি, আমাদেরও তেমনই তাড়াতাড়ি। টাকাটা পেলেই আমরা সরে পড়ি।"

"বুঝতেই তো পাচ্চ।"

"খুব পাচ্চি,—আনবার হলে আজই তাকে আন্‌তেম। পাল্কিতে তুলতে পারি,—কালই আন্‌বো।"

"তোমাকে বেশী বলা বৃথা।"

"কিছুই বেশী বল্‌তে হবে না। এখন আমি চল্লেম।"

গঙ্গারাম প্রস্থান করিল।—হারাণ ও গোবৰ্দ্ধন অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল। হারাণ বলিল, "দেখ,—আর এখানে থাক্‌লে মারা যেতে হবে,—সুশীল দারোগার হাতে রক্ষা নেই। যা কিছু হয়েছে,—তাই নিয়ে এস, সরে পড়ি।"

গোবৰ্দ্ধন ইহাতে সম্মত নহে, বলিল, "মেয়েটা বেঁচে থাকতে আমরা কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পার্ব্বো না।—যেখানে থাকি, ধরা পড়্‌বো। আর মেয়েটা গেলে, আর আমাদের কোন ভয় নাই।"

"তোমার কথা আমি ভাল বুঝিতেছি না।"

"সুশীল দারোগা আমাদের বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণ পেলে আমাদের গ্রেপ্তার করিত, এতেই বোঝা যাচ্চে, সে কোন প্রমাণ পায় নাই,—বিশেষতঃ মেয়েটা আমাদের হাতে আছে।"

"কোথায় আমাদের হাতে ?"

"গঙ্গারামের হাতে থাকাও যা, আমাদের কাছে থাকাও তাই। গঙ্গারাম আমাদের লোক।"

"বিশ্বাস কি ? ও সব লোককে বিশ্বাস নাই।"

"নাই থাকুক,—মেয়েটাকে সুশীল দারোগা পায় নাই তা ঠিক,—তাকে যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণ সে আমাদের কিছুই কোর্ত্তে পার্ব্বে না।"

"পায় নাই; কে জানে, হয় তো গঙ্গারামকে হাত করেছে"।

"মেয়েটাকে পেলে সে আমাদের এতক্ষণ গ্রেপ্তার করিত।"

হারাণ কিয়ৎক্ষণ আর কোন কথা কহিল না, পরে বিরক্তভাবে বলিল, "তুমি কি করিতে বল ?"

"আর দুই একদিন দেখা যাক্।"

"কাজেই।"

সেই রাত্রেই সুশীল বাবু গঙ্গারামের নিকট সকল শুনিলেন। উষার জ্বরের কথা ও সে যেখানে আছে সেখানে গেলে গোবর্দ্ধন ও হারাণ গ্রেপ্তার হইবে,—এ কথা শুনিয়া তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "গঙ্গারাম, তোমার এ বুদ্ধি কাজে লাগাইলে তুমি সময়ে বড় লোক হইতে পারিবে।"

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল, "আমি হুজুরের গোলাম, এখন হুজুর দয়া কল্লেই হয়।"

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "উপস্থিত তো এই বদমাইশদের কাছ থেকে আর হাজার টাকা আদায় কর।"

"হুজুরের আশীর্ব্বাদে তা আদায় হবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ঊষার আবির্ভাব।

কয়েক দিনের পরিশ্রমে সুশীল বাবু নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বিশেষতঃ কয়দিন তিনি একেবারেই বাড়ী যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য গোকুল ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তাহাই তিনি একবার বাড়ী যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন।

গঙ্গারাম ও তাহার লোকদের হারাণ-গোবর্দ্ধন প্রভৃতির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া, তিনি সেই রাত্রেই বাড়ীর দিকে গাড়ী করিয়া চলিলেন। বলিলেন, "কাল সকালে কলিকাতায় কাজ কর্ম্ম সারিয়াই তিনি ফিরিবেন।"

তখন রাত্রি প্রায় একটা। প্রায় রাত্রি ২॥০ টার সময় তাঁহার গাড়ী তাঁহার বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তাঁহার বাড়ী ফিরিবার সময় অসময় ছিল না,—তিনি কখন কোন্ দিন বাড়ী ফিরিতেন—তাহার বিন্দুমাত্র স্থিরতা ছিল না। তিনি ডাকিবামাত্রই দরজা খুলিয়া দিতে পারিবে বলিয়া, গোকুল দরজার নিকটেই রাত্রে শয়ন করিত।

তিনি দরজায় ধাক্কা মারিবামাত্র সে সত্বর দরজা খুলিয়া দিল।

তিনি গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "গোকুল,—কোন চিঠি পত্র আছে?"

"না—কিছু আসে নাই।"

"কেহ আসিয়াছিল?"

"কেউ আসে নাই,—কেবল—"

"কেবল কি?"

"আপনার ভগ্নি ঠাকুরাণী আসিয়াছেন।"

সুশীল বাবু নিজ শয়ন-গৃহের দিকে যাইতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া ফিরিলেন, বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি—কি?"

"আপনার ভগ্নি ঠাকুরাণী।"

"আমার ভগ্নি ঠাকুরাণী? সে কি?"

"তিনি গাড়ী ক'রে কাল অনেক রাত্রে দেশ থেকে এসে পৌঁছিয়াছেন।"

"সে কি? আমার ভগ্নি!"

"হাঁ,—তিনি তাহাই বলিলেন।"

"কোথায় তিনি?"

"খেয়ে দেয়ে শুয়েছেন।"

"হাঁ,—কোন অযত্ন হয় নাই। আপনি কবে বাড়ী ফিরিবেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—আপনার তো—"

সুশীল বাবু আর কোন কথা শুনিলেন না,—সত্বরপদে নিজ শয়ন-গৃহের দিকে চলিলেন।"

তাঁহার ভগ্নি!—তাঁহার ভগ্নী নাই,—তবে কি উষা তাঁহার বাড়ীতেই আসিয়াছে। তাহাকে তিনি তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া

ছিলেন। যে মেয়ে একাকী আসাম যাইতে পারে,—সে একাকী পালাইয়া আসিয়া যে তাঁহারই বাড়ী আসিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আর তিনি তাহারাই সন্ধানে নানাস্থানে পাগল হইয়া বেড়াইতেছেন। যাহাই হউক, আজ রাত্রে সেই হউক আর যেই হউক, শুইয়াছে,—আজ রাত্রে তাহাকে বিরক্ত করা উচিত নহে,—কাল সকালে সকলই জানিতে পারা যাইবে ? সে ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোক সাহস করিয়া তাঁহার বাড়ীতে এরূপে আসিয়া বাস করিবে ?"

তিনি নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহারই শয্যায় একটী স্ত্রীলোক নিদ্রা যাইতেছে।

কোন্ গৃহে তাহার ভগ্নী শয়ন করিয়াছে গোকুল তাঁহাকে বলে নাই,—তিনিও তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

তিনি যাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতেছেন,—সেই উষাই তাঁহার শয্যায় অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে।

তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। কেন ? বলিবার প্রয়োজন নাই। এতদিনে তাঁহার পরিশ্রমের অবসান হইল। এতদিনে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

কিরূপে উষা তাঁহার বাড়ীতে আসিল, তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু উষা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে! কিরূপে তিনি তাহাকে জাগ্রত করিবেন। না,—কছুতেই তিনি তাহাকে বিরক্ত করিবেন না।

তিনি অন্য গৃহে শয়ন করিবেন, মনে করিয়া ফিরিলেন।

মানুষ যে সময়ে অধিক সাবধান হইতে চাহে,—সেই সময়েই

অধিক অসাবধান হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, সুশীলবাবুর হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল। কেন? তাহাও কি বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে?

তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেযাইতেছিলেন, পার্শ্বে একটা টেবিলে তাঁহার কতকগুলি বই ছিল, তাঁহার হাত লাগিয়া দুই তিনখানা বই মহাশব্দে ভূপতিত হইল। সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উষা চমকিত ও ভীতভাবে উঠিয়া বসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

উভয়ে।

গৃহের একপার্শ্বে একটী আলো জ্বলিতেছিল। উষা আলো নিবাইয়া শয়ন করে নাই।

গৃহমধ্যে লোক দেখিয়া, সে ভীত হইয়াছিল। এক্ষণে সুশীল বাবুকে দেখিয়া মৃদুমধুর হাসিল, বলিল, "আপনি আসিয়াছেন?"

সুশীল বাবু কথা কহিতে কখনই পশ্চাৎপদ হন নাই,—আজ উষার সহিত কথা কহিতে তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—তাঁহার স্বর কম্পিত হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি—তুমি!"

উষা হাসিয়া বলিল, "আমাকে এখানে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন? আর কোথায় গেলে নিরাপদ হইব,—তাহাই আপনার বাড়ী আসিয়াছি,—দোষ করিয়াছি কি?"

"না—না—না—তুমি ঘুমাও—আমি বিরক্ত করিলাম।"

"না—আর ঘুম হইবে না। দোষ করি নাই?"

"দোষ? খুব ভাল করিয়াছ? আমি তোমারই সন্ধান করিয়া দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গিয়াছিলাম।"

"তাহা হইলে আপনি জানিতেন, বদমাইশরা আমাকে জোর করিয়া আসাম হইতে ধরিয়া আনিয়াছে?"

"হাঁ—আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি। সেই পর্য্যন্ত আমি এখানে ফিরিয়া গোবর্দ্ধনের সন্ধানে আছি,—সবই জানিতে পারিয়াছি। তোমার জন্যই এতদিন তাহাদের দণ্ড দিই নাই।"

"আমার বিষয় কিরূপে জানিলেন?

"গোবর্দ্ধনের লোক গঙ্গারাম তোমাকে ধরিয়া আনে,—সে সবই আমি শুনিয়াছি।"

তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তিনি উষাকে সমস্তই বলিলেন। বাগানে যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহাও যথাযথ বলিলেন।

শুনিয়া উষা হাসিয়া বলিল; "আপনিও তাহা হইলে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই?"

"স্থির করা কি শক্ত নহে?"

"বরেন ছোকরা খুব ভাল। তাহার সঙ্গে দেখা না হইলে আমি বদমাইশদের হাত হইতে উদ্ধার হইতে পারিতাম না।"

"সে রাত্রে তুমি না পালাইতে পারিলেও পরদিন সকালেই আমি গিয়াছিলাম, সুতরাং তোমার আর কোন ভয় ছিল না।"

"আপনি যে আমার কথা সব জানিতে পারিয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না।"

"পাল্কি হইতে নামিয়া যাইবার কারণ কি?"

"আমি অনেক ভাবিয়া এ কাজ করিয়াছিলাম। দক্ষিণেশ্বরে আমি থাকিলে তাহারা নিশ্চয়ই সে কথা জানিতে পারিত। আমিও নিরাপদ হইতাম না,—অথচ অনর্থক বরেনদের বিপদে ফেলিতাম। গোবর্দ্ধনেরা যেরূপ লোক, তাহাতে তাহারা ইহা-দেরও অনিষ্ট করিতে ছাড়িত না। আমি জানিতাম, কেবল আপনার এখানে আসিতে পারিলেই আমি নিরাপদ হইব,—এখানে সাহস করিয়া তাহারা আসিতে পারিবে না।"

"তুমি কি সেই রাত্রে এখানে হাঁটিয়া আসিয়াছিলে ?"

"হাঁটিয়া আসিবই মনে করিয়াছিলাম,—ভাগ্যক্রমে কিছুদূর আসিয়া একখানা গাড়ী পাই,—তাহাতেই আসিয়াছিলাম। ভাড়া আপনার চাকর দিয়াছিল, সে আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়াছে।"

"গোকুল আমার অনেক দিনের চাকর। যাই হোক,—তোমার সাহসের প্রশংসা করিতে হয়।"

"ছেলে বেলা হইতে আমাকে দেখিবার কেহ না থাকায়, ভগবান সাহস দিয়াছেন,—নতুবা এতদিনে আরও অনেক বিপদে পড়িতাম।"

"এতদিনে সব বিপদ ঘুচিল। কালই তুমি তোমার পিতার সব সম্পত্তি পাইবে।"

"তাহাদের বিষয় সব জানিতে পারিয়াছেন ?"

"সব,—তাহারা, এমন কি, আমাকেও খুন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল।"

"তাহারা সব পারে।"

"অন্য লোক হইলে খুন হইত,—তবে আমাকে খুন করা সহজ কার্য্য নহে।"

ঊষা হাসিয়া বলিল, "তাহা আমি জানি। সেই জন্যই আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি। ভগবান আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন।"

সুশীল বাবু যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা বলিলেন না। আত্ম-সংযম করিলেন।—বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই।"

"আমাকে আদালতে হাজির হইতে হইবে?"

"যাহাতে না হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছি, বোধ হয়, কৃত-কার্য্য হইব। তুমি এখন ঘুমাও। আমি সকালেই বাহির হইব। সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়া, কাল সন্ধ্যার সময় তোমায় গোবর্দ্ধনের বাটী লইয়া যাইব।"

"গোবর্দ্ধনের বাড়ী!"

"হাঁ—কোন ভয় নাই,—আমার সঙ্গে যাইবে। আর তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না,—তাহাদের লীলা-খেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

"আপনি যাহা বলিবেন,—তাহাই করিব।"

"শোও—আমিও কয় রাত্রি প্রায় ঘুমাই নাই।"

"যান—যান—আমি আপনাকে কষ্ট দিতেছি।"

সুশীল বাবু আর কোন কথা না বলিয়া অপর গৃহে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন,—কিন্তু ঘুম হইল না। তাঁহার আজ ঘুম হওয়া অসম্ভব।

তিনি কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কাগজ কলম লইয়া কয়েকখানি পত্র লিখিলেন।—ভোর হইবামাত্র বেশ-বিন্যাস করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ঊষার সহিত দেখা করিলেন না। তাহার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়,—গোকুলকে সে বিষয়ে বিশেষ

করিয়া বলিয়া গেলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য গোকুলকে এত কথা বলিবার আবশ্যক ছিল না।

বাবু বাহির হইয়া গেলে, গোকুল মনে মনে বলিল, "ও! বুঝিয়াছি,—বাবুর ভগ্নি নয়। এর ভেতর অনেক কথা আছে। ভাল—ভাল,—এতদিনে বোধ হয় বাবুর সুমতি হয়েছে,—গিন্নি-মা জুটিল। ভাল—ভাল!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভূত না প্রেত।

পরদিবস প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় গঙ্গারাম ও কানাই নিঃশব্দে গোবর্দ্ধনের বাগানে প্রবেশ করিল।

শিস্ দেওয়ায় এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পর নিকটে আসিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে এনেছিস্?"

গোবর্দ্ধনের উত্তরে গঙ্গারাম বলিল, "হাঁ,—আমরা তাকে নিয়ে কি কর্ব্বো?"

"ভাল—ভাল—সেই পুকুরের ধারে নিয়ে যা।"

"কেন—সে কথা তো ছিল না।"

"বাকি চার হাজার টাকাতো চাস?"

"চাই না?"

"তবে কাজ শেষ করা চাই।"

"মেয়েটাকে এনে দিলেই তো দেবার কথা।"

"হাঁ,—তার পরই কাজ আছে।"

"তুমি তাকে খুন কর্ত্তে চাও ?"

"হাঁ—তা আবার স্পষ্ট করে বলতে হবে। একটা মেয়ে এনে দিলেই অমনই পাঁচ হাজার টাকা মিল্‌বে। টাকা খোলাম কুচি আর কি ? দশ হাজার টাকা চাস্‌ তো, এই ছোরাখানা নে,—তার বুকে বসিয়ে দে—তার পর টেনে পুকুরে ফেলে দিলেই হবে।"

গঙ্গারাম ছোরা লইল, কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "টাকা কই ?"

"টাকা আমার সঙ্গেই আছে।"

"তোমার সঙ্গে আমাদের কথা যে, মেয়েটাকে এনে দিলেই সব টাকা চুকাইয়া দিবে, আমরা মেয়েটাকে এনে দিয়েছি, এখন টাকা না দাও তো এ ছোরা তোমার বুকেই বসাব।"

ভয়ে গোবর্দ্ধন লম্ফ দিয়া চারি পা সরিয়া দাঁড়াইল।

গঙ্গারাম রাগত হইয়া বলিল, "আমরা গাধা নই—ভাল চাও তো টাকা দাও।"

"এক হাজার টাকা পেয়েছিস্‌।

"কে অস্বীকার [illegible] ?"

"আর চার হা[illegible] চাস্‌ ?"

"হাঁ—পেলেই [illegible]"

"আচ্ছা,—[illegible] এক হাজার টাকা, আমি যা বলচি—এ দু হাজার [illegible] হাজার টাকাই দেব।"

"আর [illegible]"

"হাঁ—[illegible]"

"তবে [illegible] কাজ শেষ করে আস্‌চি।"

"ভাল—ভাল—এই তো কাজের কথা—শীঘ্র যা।"

গঙ্গারাম অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। প্রায় পনের মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কাজ শেষ হয়েছে, টাকা দাও।"

"যথার্থ কাছ শেষ হয়েছে কিনা দেখি, তবে তো টাকা?"

"দেখ্‌বে এস।"

গোবর্দ্ধন গঙ্গারামের সঙ্গে চলিল, কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিল, এক বৃক্ষনিম্নে যথার্থই একটী স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে,—গোবর্দ্ধন তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া দেখিয়া বলিল, "হাঁ—সেই বটে—সেই বটে!"

সে তিলার্দ্ধ আর তথায় দাঁড়াইল না, গৃহের দিকে ছুটিল। গঙ্গারাম তাহাকে ধরিল, বলিল, "টাকা?"

গোবর্দ্ধন রাগত স্বরে বলিল, "টাকা! বেটা খুনি!

"ওঃ—তোমার এই বজ্জাতি।"

"বজ্জাতি কি—এখনই দেখাচ্চি।" এই বলিয়া "খুন—খুন" বলিয়া গোবর্দ্ধন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে বাড়ীর ভিতর হইতে হারাণ চার পাঁচ জন লোক লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

হারাণ বলিল, "ব্যাপার কি? কি হইয়াছে?"

"খুন—খুন—"

"কে খুন—কোথায়?"

"এই বেটা এখানে একটা মেয়েকে খুন করেছে।"

এই গোলযোগে গঙ্গারাম বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই,—বরং কানাই তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কোথায়—কোথায়?"

"ঐ গাছতলায়। এই দু-বেটাকে আগে বেঁধে ফেল—না হ'লে পালাবে।"

কিন্তু কানাই ও গঙ্গারাম কেহই পলাইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। গোবর্দ্ধনেব লোকেরা তাহাদের উভয়কেই বাঁধিয়া ফেলিল।

তখন গোবর্দ্ধন বলিল, "এস,—দেখ্‌বে এস।"

সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যেখানে গোবর্দ্ধন উষার দেহ দেখিয়াছিল, সেই দিকে আসিল ; তথায় মৃতদেহ নাই, তৎপরিবর্ত্তে সকলে দেখিল। একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সভয়ে গোবর্দ্ধন বলিয়া উঠিল, "একি ! এ কারা ?"

গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল, "গোবর্দ্ধন,—তোমার মেয়েটা দানো পেয়েছে,—আমি কি কর্ব্বো ?"

সকলে বলিয়া উঠিল, "দানো পেয়েছ ! সে কি ?"

"ঐ দেখ্‌চো না।"

"উষাই তো বটে ?"

গোবর্দ্ধন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গঙ্গারামকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "বেটা, আমার সঙ্গে বদমাইশী।"

গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল, "হুজুরের সঙ্গে কি আমি বদমাইশী কর্ত্তে পারি।"

গোবর্দ্ধন গঙ্গারামকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল,—কিন্তু তাহাদের কাহাকেও কিছু করিতে হইল না।—এই সময়ে এক অভুতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাপীর দণ্ড।

কি হইতেছে বুঝিবার পূর্ব্বেই বহুলোক অন্ধকার হইতে বহির্গত হইয়া নিমিষ মধ্যে হারাণ ও গোবর্দ্ধন এবং তাহাদের সঙ্গিদিগের হস্তে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। এক একজনকে তিন চারিজনে ধরিয়া বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহারা যতই তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহাদের পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত পড়িতে লাগিল।

ঘরের ভিতর সকলকে আনিয়া ফেলিলে সুশীল বাবু ঊষাকে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "গোবর্দ্ধন, তোমার লীলা শেষ হইয়াছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "এর জন্য তোকে জেলে পাঠাব—তবে—"

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "স্থির হও।—জেলে কে যায়, তাহা এখনই জানিতে পারিবে।"

"তুই কে?"

অধীন আপনার দাসানুদাস,—সুশীল দারোগা।"

তাঁহার নাম শুনিয়া গোবর্দ্ধনের মুখ শুকাইয়া গেল,—কিন্তু তবু সে বলিল, "আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নাই—আমরা আদালতে—"

"সে কথা পরে হইবে। মহাশয়ের সঙ্গে আমার পূর্ব্বপরিচয় নাই,—তবে আপনার বন্ধুটীর সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ।"

এই বলিয়া তিনি হারাণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জেল

থেকে না বেরুতে বেরুতে এই কাজে লেগেছ। কত নাম নেবে।"

হারাণ কোন কথা কহিল না। সুশীল বাবু বলিলেন, "প্রমাণ যথেষ্ট আছে, সে জন্য ভয় করো না।"

এই সময়ে শ্যামা অগ্রসর হইয়া বলিল, "প্রমাণ আমি।"

গোবর্দ্ধন সবলে হাত ছাড়াইয়া শ্যামাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু প্রহার খাইয়া নিরস্ত হইল। তখন হারাণ কাতরে বলিল, "এই বদমাইশ, আমাকে এ কাজে লাগাইয়াছিল, আমি ইহার কিছুই জানিতাম না।"

গোবর্দ্ধন বলিয়া উঠিল, "গাধা, চুপ!"

হারাণ বলিয়া উঠিল, "আর চুপ করিয়া ফল কি! আবার জেলে যেতে হ'ল।"

সুশীল বাবু বলিলেন, "গোবর্দ্ধন,—এখন বুঝিলে, প্রমাণের অভাব নাই। তার পর গঙ্গারাম কানাই কালুর দল আছে।"

"সব বেটাই নেমকহারাম।"

"তা হইতে পারে, সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করিব না। এখন একটা সৎ বুদ্ধির কথা শুনিবে?"

"কি বল,—তোমার হাতে পড়িয়াছি।"

"এ যাত্রা—ইহাঁরই জন্য—তোমাদের জেলে—জেল কেন দ্বীপান্তর পাঠাইতে ইচ্ছা করি না।"

গোবর্দ্ধন সোৎসাহে বলিল, "তবে আমাদের ছেড়ে দেবে?"

"অত ব্যস্ত হইও না। এ যাত্রা তোমাদের ছেড়ে দিতে রাজি আছি এইমাত্র, তবে আমি যাহা বলিব তাহা করা চাই।"

"কি করিতে বল?"

"ব্যস্ত হইও না,—বলিতেছি।—তুমি ইহার পিতার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিলে,—খুব বিশ্বাসের কাজ করিয়াছ,—তুমি আবার গঙ্গারামদের বিশ্বাসঘাতক—নিমকহারাম বলিতেছিলে!"

"যাক—এখন বল—তাই শুনি।"

"তাহাই বলিতেছি।—ইহার পিতার কোথায় কি সম্পত্তি আছে তাহা তুমিই জান,—সমস্তই ইহাকে আজ রাত্রেই আমার সম্মুখে বুঝাইয়া দিতে হইবে।"

"আমি কিছু পাইব না? ইহার বাপ আমাকে উইল করিয়া দশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।"

"উইল বাহির কর, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে তোমার দ্বীপান্তর যাওয়াই উচিত—তবে ইনি আইন-আদালতে যাইতে চাহেন না,—সেই জন্যই এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলে। এখন উইল বাহির কর,—সব বুঝাইয়া দাও,—তাহার পর আমরা যদি সন্তুষ্ট হই—উঁহা নিশ্চয়ই তোমার বিষয় বিবেচনা করিবে।"

গোবর্দ্ধন কথা কহিল না,—নীরবে বসিয়া রহিল।

সুশীল বাবু বলিলেন, "যাহা হয় এখনই স্থির কর,—আমি অনর্থক সময় নষ্ট করিতে পারি না।—না হয়,—বল,—এখনই চালান দি।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আমি সব বুঝাইয়া দিলে তুমি যে আমাদের ছাড়িবে, তাহার বিশ্বাস কি?"

"বিশ্বাস আমার কথা।"

গোবর্দ্ধন আবার কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল, হারাণ গর্জ্জিয়া বলিল, "বেটা বদমাইশ,—তুই আমাকে ভুলাইয়া এ কাজে নামিয়েছিস,—আর এখন চুপ করে আছিস।"

শ্যামা পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল,—"বেটাকে ঝাঁটা পেটা করি।"

গোবর্দ্ধন দেখিল আর কোন আশা নাই। সে অগত্যা বলিল, "স্বীকার হইলাম। হাত খুলিয়া দাও,—সব বুঝাইয়া দিতেছি।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা।

গোবর্দ্ধন উষার পিতার উইল বাহির করিল। তৎপরে তাহার যেখানে যে টাকা কড়ি—বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তাহার সমস্তের তালিকা সুশীল বাবুকে দিল। যাহা টাকা-কড়ি ছিল—তাহাও সমস্ত বুঝাইয়া দিল। সমস্ত রাত্রি এই ব্যাপারে কাটিল। সুশীল বাবু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া লইলেন। বুঝিলেন, গোবর্দ্ধন কিছু গোপন করে নাই।

তাহারা দেখিলেন, অতি বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া উষার পিতা যথার্থই তাহাকে দশ হাজার টাকা উইলে দিয়া গিয়াছেন। উষা তাহার পিতৃ-বাক্য লঙ্ঘন করিতে অস্বীকৃত হইল; সুতরাং সুশীল বাবু গোবর্দ্ধনকে বলিলেন, "এ দশ হাজার টাকা উষা লইবেন না। ইহা হইতে কত খরচ করিয়াছ?"

"দু হাজার টাকা এই বেটাদের দিয়াছি।"

"উহারা উহাতেই সন্তুষ্ট আছে। আর কি খরচ করিয়াছ?"

"কালুকে পাঁচ শ টাকা দিয়াছি।"

"সে আর কিছু তোমার নিকট চাহিতে আসিবে না।"

"আরও অনেক টাকা এই ব্যাপারে খরচ হইয়া গিয়াছে।"

"এখন এই দশ হাজারের মোট কত আছে?"

"চার হাজার টাকা আন্দাজ হবে।"

"ভাল, এক হাজার টাকা এই হারাণকে দাও।"

হারাণ বলিয়া উঠিল,—"আদা আদা আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল।"

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে বকরা তোমরা আপোষে মিটাইয়া লইও।—তোমার টাকা হইতে এক হাজার টাকা শ্যামাকে দিতে হইবে।"

শ্যামা বলিয়া উঠিল, "আপনি না দিয়া দিলে আমাকে এক পয়সাও দিবে না।"

"ভয় নাই—আমিই দিয়া দিব।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "দু-হাজার টাকা কেবল আমার থাকবে!"

"এক পয়সাও থাকা কি উচিত। উঁহার দয়াতেই এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলে।"

"তোমার হাতে পড়িয়াছি, উপায় নাই।"

"যাও—এই রাত্রেই দুজনে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও,—আর যদি কখনও এদেশে ফিরিয়া আইস,—জানিও,—সুশীল দারোগা এখানে থাকিল,—এ দেশের ত্রিসীমার নিকট আসিলে আর বাঁচিবে না। এ যাত্রা ইহারই জন্য বাঁচিয়া গেলে।"

গোবর্দ্ধন কোন কথা কহিল না। নীরবে বসিয়া রহিল।

সুশীল বাবু টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বুঝিয়া লইয়া গোবর্দ্ধনকে দুই হাজার, হারাণকে এক হাজার ও শ্যামাকে এক হাজার টাকা দিলেন।

হারাণ বলিল, "চল বাহিরে,—গোবর্দ্ধন,—তোমার সঙ্গে আমার বোঝা পড়া আছে।"

সুশীল বাবু বলিলেন, "বাহিরে গিয়া হিসাব মিটাও। যাও—এখনই বাহির হও,—আজই এ দেশ থেকে যাওয়া চাই,—কাল যদি তোমাদের এ দেশের ত্রি-সীমায় দেখিতে পাই, আর ক্ষমা করিব না।"

শ্যামা বলিল, "আমাকে দয়া করে দিন কত এখানে থাকতে দিন,—না হলে এরা আমাকে খুন কর্ব্বে।"

ঊষা বলিল, "তোমার যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পার।"

শ্যামা কাতরে বলিল, "এমন মেয়ের সর্ব্বনাশ কর্ত্তেও এদের কথা শুনে রাজি হয়েছিলাম।"

সুশীল বাবু তাঁহার লোকদিগকে বলিলেন, "যাও—এই দুই বদমাইশকে সঙ্গে লইয়া গিয়া হাবড়া ষ্টেশনে রেলে তুলিয়া দিয়া আইস।"

তাহারা ধাক্কা মারিতে মারিতে তাহাদের লইয়া বাহির হইয়া গেল। সুশীল বাবু গঙ্গারাম, কানাই, কালু সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। এতদিনে ঊষা সকল বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইল,—এতদিনে সে তাহার পিতৃ-সম্পত্তি লাভ করিল,—তাহার টাকার অভাব নাই—সে এখন বড়লোক।

উপসংহার।

এই সকল গোলযোগে ভোর হইয়া গিয়াছিল।

সকলে বিদায় হইলে সেই গৃহে কেবল উষা ও সুশীল বাবু রহিলেন। উষা গৃহ-পার্শ্বস্থ পালঙ্কে বসিয়াছিল,—সকলে বিদায় হইলে সুশীল বাবু তাহার নিকটে আসিলেন,—সে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ অবনত করিল। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া প্রাতঃসূর্য্যের কোমল আভা গৃহমধ্যে বিভাসিত হইতেছিল। সেই আভা উষার রক্তিমাভ মুখে প্রতিভাত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল।

উভয়েই নীরব। উভয়ের মুখেই কথা নাই।

অবশেষে সুশীল বাবু কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "উষা!"

উষা চমকিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চ[illegible],—তাহার মুখ আরও রক্তিমাভ হইল।

সুশীল বাবু বলিলেন, "এখন তোমার [illegible] বিপদ গিয়াছে,—আর কোন ভয় নাই। তুমি তোমার পিতৃ-সম্পত্তি পাইয়াছ।"

উষা প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—"এ সবই আপনার অনুগ্রহে।"

সুশীল বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যাহারা তোমার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল,—তুমি তাহাদের সকলকেই পুরস্কৃত করিলে,—আমি কি কোন পুরস্কার পাইতে পারি না?"

উষার স্বর প্রায় কণ্ঠে থাকিল। সে বলিল, "আপনার অনুগ্রহেই সব হইয়াছে—আপনাদেরই সব।"

"সে সব আমি কিছুই চাহি না।"

"কি চান বলুন?"

"তাহা কি তুমি জান না?"

ঊষা কোনও কথা কহিল না,—অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

সুশীল বাবু বলিলেন, "আমি কি চাই—সাহস করিয়া বলিব কি?—বলিলে দিবে কি?"

"আপনাকে দিব না,—আমার এমন কি আছে?"

"কিছুই নাই?"

"না—সবই আপনার।"

"তুমি?"

"আমিও আপনার।"

"তবে আমি তোমাকেই চাই।"

এই বলিয়া সুশীল বাবু সাদরে সস্নেহে সপ্রেমে দুই হস্তে ঊষার মুখ তুলিয়া তাহার গোলাপ-বিনিন্দিত ওষ্ঠে একটী চুম্বন করিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

কয়েক দিবস পরে সুশীল বাবুর সহিত ঊষার মহা সমারোহে বিবাহ হইল।

গঙ্গারাম কালু প্রভৃতি আসিয়া সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করিল। শ্যামা আসিয়া অনেক গিন্নিপনা করিয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

একদিন ঊষা বলিল, "বইতে পড়িয়াছিলাম যে, দুই চক্ষে মিলিলে প্রথম দেখাতেই ভালবাসা হয়, তুমি একথা বিশ্বাস কর?"

সুশীল বাবু বলিলেন, "আগে করি নাই—তোমায় পদ্মার তীরে প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিন হইতে বিশ্বাস করিয়াছি।"

উষা বলিল, "আমিও আগে বিশ্বাস করিতাম না,—এখন করি।"

সম্পূর্ণ।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

২৬।	তিন খুন (বিলাতী বাঁধাই)			১৷০
২৭।	সুন্দরী সংযোগ (বিলাতী বাঁধাই)			১৷০
২৮।	খুন বা অখুন	১৷০	"	৷৷৵০
২৯।	মহারাজা ও শয়তানী (বিলাতী বাঁধাই)			১৷৷০
৩০।	প্রতাপ চাঁদ	৸০	"	৷৴০
৩১।	প্রমোদা	৸০	"	৷০
৩২।	রাজা ডাকাত	৸০	"	৷০
৩৩।	নকল রাণী	৸০	"	৷৵০
৩৪।	কাটামুণ্ড	৸০	"	৷৴০
৩৫।	চিঠিতে খুন	৸০	"	৷০
৩৬।	ডাকাত দাদা	৷৵০	"	৵০
৩৭।	মুণ্ডচুরি	৸০	"	৷০
৩৮।	দুই দারোগা	৸০	"	৷০
৩৯।	মরামেম	৸০	"	৷০
৪০।	বিপন্ন ব্যারিষ্টার	৸০	"	৷০
৪১।	বিশ্বনাথ	৸০	"	৷০
৪২।	জেলেখা	৸০	"	৷০
৪৩।	ডাকিনী	৸০	"	৷০
৪৪।	জাল গোয়েন্দা	৸০	"	৷০
৪৫।	রেশম কুঠী (বা রহস্যময় হত্যাকাণ্ড)	৸০	"	৷৴০
৪৬।	জাল মেয়ে	৸০	"	৷০
৪৭।	শোণিত লেখা	৷৷০	"	৵০
৪৮।	জাল নোট	৸০	"	৷৴০
৪৯।	দস্যু দুহিতা	৸০	"	৷৴০
৫০।	পিশাচ সহোদর	৷৷০	"	৵০
৫১।	জাল ছেলে	৸০	"	৷০
৫২।	হীরক-হার	৸০	"	৷০
৫৩।	সর্ব্বনেশে দল	৸০	"	৷০
৫৪।	দুর্ব্বৃত্ত দমন	৸০	"	৷৵০
৫৫।	কাকার কাণ্ড	৸০	"	৷৵০

গীতাভিনয়।

বিশ্বনাথ।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

মূল্য ৸০ স্থলে ।০ চারি আনা, মাশুলাদি ৵০ দুই আনা।

বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বনাথ গোয়েন্দার গোয়েন্দাগিরি কি প্রকার একবার পড়িয়া দেখুন। কিরূপে অকুতোসাহসে তিনি ছায়া-রূপিণী পেত্নীর পশ্চাতে ঘুরিয়া নরপিশাচ কিষণজীর প্রেতলীলার অবসান করেন,—কিরূপে শঠশিরোমণি গণপতির শঠতাজাল উচ্ছেদ করিয়া তাহার পাপের প্রতিফল দেন—পড়িতে পড়িতে ঘটনাপ্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবেন, ঘটনার ভীষণতায়,ভাবের বিচিত্রতায় এবং লেখকের লিপিকুশলতায় পুস্তকখানি অতুলনীয়।

জেলেখা বা যমের ফেরৎ।

মূল্য ৸০ বার আনা স্থলে ।০ চারি আনা, মাশুলাদি ৵০ আনা।

ইহা একখানি ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দার গল্প। ইহার, ঘটনাবলী যেমন রহস্যোদ্দীপক, তেমনি কৌতূহলজনক। বিষ-প্রয়োগে জেলেখার হত্যা, তাহার সমাধি, অবশেষে তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ বড়ই কৌতুকাবহ। গল্পের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিবিড় রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন।